শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ

॥ শ্রীগোবিন্দ দেব ॥

শ্রীকৃষ্ণচরণ দাস

বিরচিত

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবশাস্ত্র—২৫

॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্ ॥

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ

(তৃতীয় সংস্করণ)

শান্তিপুরনাথ অদ্বৈতাচার্য্যের প্রকাশমূর্ত্তি প্রভু শ্যামানন্দের শাখাভুক্ত

শ্রীকৃষ্ণচরণ দাস

বিরচিত

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট

শ্রীচৈতন্য ডোবা, পোঃ-হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

ফোন : ২৫৮৫০৭৭৫, মোঃ-৯৬৮১৭০৪৮০১

সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্

প্রকাশক :

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট

শ্রীচৈতন্যডোবা, হালিসহর, উত্তর চব্বিশ পরগণা।

ফোন : ২৫৮৫-০৭৭৫

তৃতীয় সংস্করণ

রথযাত্রা, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।

: প্রাপ্তিস্থান :

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী,
শ্রীচৈতন্যডোবা পোঃ হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা।
ফোন—২৫৮৫-০৭৭৫
মোবাইল : ৯৬৮১৭০৪৮০১,

২। শ্রীশ্যামসুন্দরানন্দ দেব গোস্বামী
শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির নরপোতা পোঃ তমলুক,
পিন—৭২১৬৩৬ পূর্ব মেদিনীপুর।

৩ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার,
৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা—৭০০০০৬।
ফোন—২২৪১-১২০৮

ভিক্ষা : পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর : শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তিপ্রেস ॥ শ্রীচৈতন্য ডোবা ॥ হালিসহর

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্

।। প্রকাশকের নিবেদন ।।

পরম করুণাময় শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ সুন্দরের অহৈতুকী কৃপাশক্তিবলে গোড়ীয়বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রচারের ২৫তম শ্রীশ্যামানন্দ প্রকার গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ, সীতানাথের প্রেমলীলা বৈভব প্রকাশের পরবর্ত্তীকালে যাঁহারা গৌরাঙ্গের প্রেমলীলা বৈচিত্র্যের রসমাধুর্য্য ঘরে ঘরে বিতরণ করিয়াছেন; সেই প্রভুদ্বয়ের প্রকাশমূর্ত্তি স্বরূপ শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দের আবির্ভাব। এতদ্বিষয়ে শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থের ২০ বিলাসের বর্ণন যথা —

শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ আর।
চৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈতের আবেশ অবতার।
শ্রীচৈতন্যের অংশকলা শ্রীনিবাস হয়।
নিত্যানন্দের অংশকলা নরোত্তমে কয়।
অদ্বৈতের অংশকলা হয় শ্যামানন্দে।
যে কৈলা উৎকল ধর্ম্ম ধন্য সংকীর্ত্তনানন্দে।

প্রভু শ্যামানন্দ বর্তমানে মেদিনীপুর জেলার ধারেন্দা বাহাদুরপুর গ্রামে সদ্‌গোপকুলে আবির্ভূত হন পিতা শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, মাতা দূরিকা। যৌবন প্রারম্ভে উদাসীন হইয়া গঙ্গাস্নান যাত্রীগণের সঙ্গে কালনায় আসেন। তথায় গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য ও গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র হৃদয় চৈতন্য ঠাকুরের চরণাশ্রয় করতঃ কতদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাকার্য্য করেন। তৎপরে বৃন্দাবনে গমন করতঃ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়া শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রমুখ শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণের সহিত মিলন করতঃ শ্রীজীব গোস্বামীর আনুগত্যে রাগানুগা ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। কতদিনে নিকুঞ্জবন সম্মার্জ্জনকালে শ্রীমতী রাধিকার শ্রীচরণের নূপুরপ্রাপ্ত হইয়া শ্যামানন্দ নাম ধারণ করেন। তৎপরে শ্রীনিবাস নরোত্তমের সঙ্গে গোস্বামী গ্রন্থ লইয়া গৌড়দেশে আগমন করেন এবং উৎকলে রোহিণীর রাজা অচ্যুতানন্দের পুত্র রসিকানন্দকে দীক্ষা প্রদান করতঃ রসিকানন্দের সমভিব্যাবহারে উৎকলের ঘরে ঘরে শ্রীগৌরাঙ্গ-

এর নাম ও প্রেম প্রদান করেন। গৌড়ীর বৈষ্ণব জগতে প্রচলিত কীর্ত্তন ধারায় প্রভু শ্যামানন্দ রাণীহাটী (রেনেটী) প্রভু রসিকানন্দ মন্দারণী সুর প্রবর্ত্তন করিয়া গৌর প্রেমানুরাগী বৈষ্ণবগণের মানসপটে বিরাজ করিতেছেন।

প্রভু শ্যামানন্দের জীবন আলেখ্যই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রভু শ্যামানন্দের ব্রজবাস ও নূপুর প্রাপ্তির উপাখ্যান হইতেই আলোচ্য গ্রন্থের সূচনা। লেখক কৃষ্ণচরণ দাস, গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রারম্ভেই নিজ গুরু পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রভু নিত্যানন্দ—গৌরীদাস পণ্ডিত—হৃদয় চৈতন্য - শ্যামানন্দ—রসিকানন্দ—নয়নানন্দ—রাধামোহন—শ্রীকৃষ্ণ দাস॥ আলোচ্য গ্রন্থের ভনিতায় লেখকের নাম পাওয়া যায় না। তবে নেশন্যাল লাইব্রেরীতে গবেষণাকালে যে গ্রন্থখানি হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম তাহাতে বর্ণন যথা—

শ্রীরাধামোহন প্রভু প্রেমভক্তি দাতা।
তাঁহার চরণে মুঞি বেচিয়াছি মাথা॥
তাঁহার দুই পাদপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
শ্যামানন্দ প্রকাশ কিছু কহে কৃষ্ণদাস।"

তাহাতে আরও বর্ণিত রহিয়াছে যে গ্রন্থকর্ত্তা প্রভু শ্যামানন্দের স্বপ্নাদেশেই এই গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থকার গ্রন্থে এই রচনার কারণ সম্পর্কে বহু আলোচিত তথ্যের পরিবেশন করিয়াছেন। তাহা এই গ্রন্থ পাঠে পাওয়া যায় না। তাই গ্রন্থখানির সুযোগ্য পাঠোদ্ধার একান্ত প্রয়োজন। এই শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ গ্রন্থখানি শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর হইতে মহান্ত শ্রীগোপালগোবিন্দ নন্দদেব গোস্বামীর সম্পাদনায় ১৩৮৪ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রকাশিকা লিখিয়াছেন ষোড়শ দশাবিশিষ্ট গ্রন্থখানির প্রথম চারটি দশা মেদিনীপুর ঘাটাল হইতে ও ১৩৩৫ সালে ২৫শে চৈত্র পানিহাটী হইতে শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর হইতে প্রকাশিত গ্রন্থের অনুকরণে আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। গ্রন্থখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথী নং-১৫০৩, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৫০৪ ও ২৭৯৫ এসিয়াটিক সোসাইটিতে ৪৯০৩নং, বরাহনগর পাটবাড়ীতে ১৬০৫/১০৬ পুঁথী রহিয়াছে। নেশনাল লাইব্রেরীতে (182 Jc g 30 17) এই নং মুদ্রিত গ্রন্থ রহিয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ দৈহিক অচলাবস্থার

কারণে সমস্ত পুঁথী ও মুদ্রিত গ্রন্থাবলীর সহিত আলোচ্য গ্রন্থখানি মিলাইয়া পরিমার্জিতভাবে প্রকাশ করার সৌভাগ্য হইল না। কোন ভাগ্যবান ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হইলে বৈষ্ণব ইতিহাসের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। প্রভু শ্যামানন্দের শ্রীমতী রাধিকার নূপুর প্রাপ্তির ভিতর দিয়া রাগমার্গীয় শুদ্ধাভক্তি ধর্ম্মের যে দিগ দর্শন, ভাবমাধুর্য্য, সাধনায় বস্তুপ্রাপ্তির পথনির্দ্দেশ রহিয়াছে, তাহা ব্রজানুগত সাধক সমাজের সুখবিধানের জন্যই প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম। এতৎসঙ্গে প্রভু শ্যামানন্দের প্রেমলীলা কাহিনীর যে অপূর্ব্ব বর্ণন রহিয়াছে তাহা ভক্তিসাধকগণের রসাস্বাদনের ও বৈষ্ণব ঐতিহাসিকগণের তথ্য আস্বাদনে বিশেষ সহায়ক হইবে। প্রভু শ্যামানন্দের জীবনচরিত শ্রীরসিক মঙ্গল, শ্যামানন্দ রসার্নব, বিন্দুপ্রকাশ, শ্যামানন্দ চরিত প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। উড়িষ্যার ঘরে ঘরে যে গৌরপ্রেমের প্রকাশ তাহা শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দের কৃপার দান। তাই সমগ্র বৈষ্ণবসমাজ অদ্যাপি তাঁদের কৃপার দানের স্মরণে তাঁহাদের জয়গান করিয়া থাকেন যথা—

"জয় জয় শ্যামানন্দ জয় রসিকানন্দ।
নিধুবনে সেবা করে পরম আনন্দ।"

প্রভু শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দের মহিমার প্রতীক এই শ্যামানন্দ প্রকাশ গ্রন্থখানি ভক্তসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ সুযোগ্য প্রকাশনার পথ প্রদর্শনে ব্রতী হইলাম। সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমারাশি পরিমার্জ্জিতভাবে প্রকাশই আমাদের প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য. তাই সুধী ভক্তমণ্ডলী সমীপে আমার আবেদন —শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের প্রকাশনা ব্যতীত অন্য কাহারও প্রকাশিত আলোচ্য গ্রন্থখানি কাহারও সমীপে থাকিলে প্রদানপূর্ব্বক গ্রন্থখানি পরিমার্জ্জিতভাবে প্রকাশের সহায়তা করিবেন। অতএব সুধী ভক্তমণ্ডলী আমার এই গ্রন্থখানি সম্পাদনের সর্বানুরূপ ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। আর প্রভু শ্যামানন্দের মহিমা পাঠে তাঁহার কৃপাধন্য হইয়া আমায় আশীর্বাদ করিলেই ধন্য হইব।

জয় নিতাই জয় গৌরসুন্দর, জয় প্রভু শ্যামানন্দ।

শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তিমন্দির,
জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট,
শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ হালিসহর,
উত্তর চব্বিশ পরগণা।

নিবেদক—
শ্রীগুরুবৈষ্ণব কৃপাভিলাষী
দীন
শ্রীকিশোরী দাস

ঃ তৃতীয় সংস্করণ ঃ

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গসুন্দরের অহৈতুকী করুণায় শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইতিপূর্ব্বে ১৩৯৮ বঙ্গাব্দে আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। অধুনা উক্ত মুদ্রিত পুস্তকগুলি নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় ভক্তবৃন্দের আগ্রহে গ্রন্থখানি পুনরায় মুদ্রণ করা হইল। আলোচ্য গ্রন্থখানি পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা পরিবর্দ্ধিত করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর হইতে প্রকাশিত গ্রন্থখানির অনুরূপ প্রকাশ করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান সংস্করণের পরিশিষ্টে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ২৫শে চৈত্র শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির, পানিহাটী হইতে শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে অতিরিক্ত বিষয়টি সংযোজন করা হইয়াছে সংযোজিত অংশে গ্রন্থকারের জীবনীসহ গ্রন্থ রচনার কারণাদি বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। সুধীভক্তমণ্ডলী আমার ত্রুটি মার্জ্জনা পূর্ব্বক প্রভু শ্যামানন্দের লীলারস মাধুর্য্য আস্বাদনে তৃপ্ত হউন।

—সম্পাদক

॥ সূচীপত্র ॥

নবম দশা

দশম দশা

একাদশ দশা

দ্বাদশ দশা

ত্রয়োদশ দশা

চতুর্দ্দশ দশা

পঞ্চদশ দশা

তমলুক হইতে হৃদয়ানন্দের গোপীবল্লভপুরে আগমন, দ্বাদশ মহোৎসব সমাপণান্তে হৃদয়ানন্দসহ বৈষ্ণব বিদায়, গোবিন্দপুরে বিনোদ রায় প্রতিষ্ঠা, রেমুনা গমন, রাজ ঘাটে গমন ও কুম্ভীর উদ্ধার, মায়াবাদী সন্ন্যাসীকে শিষ্যত্ব গ্রহণ, ভোগরাই গমন; বাশুলীদেবী উদ্ধার, জীবহিংসা নিবারণ। (৮৮—৯৪)

ষোড়শ দশা

মীরগোদা গমন, বসন্তিয়াতে গোকুলানন্দের সেবা নির্দ্ধারণ, হিজলির অধিপতি গৃহে সেবা গ্রহণ। ভঞ্জভূমে গমন, রাজগৃহে অবস্থান। রাজসভাতে রসিকানন্দের ভাগবত পাঠ মহারাজা অন্যমনস্ক হওয়ায় রামকৃষ্ণ ভুবনমঙ্গলের গালে চপেটাঘাত, ভক্ত ভাগবতের মহিমা স্থাপন। গুপ্ত বৃন্দাবন গোপীবল্লভপুরে শ্রীগোবিন্দ দরশন ও অবস্থান। (৯৪—১০২)

পরিশিষ্ট (১০২ —১০৮)

—•—

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট

(বৈষ্ণবশাস্ত্র সংগ্রহ সংরক্ষণ গবেষণা ও প্রচার কার্যালয়)

বৈষ্ণবশাস্ত্র গবেষণায় বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে আসুন। প্রায় দুই হাজার প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থাবলী সংরক্ষণে রহিয়াছে। আপনার সমীপে প্রাচীন পুঁথী ও দুষ্প্রাপ্য বৈষ্ণব গ্রন্থাবল্লী থাকিলে উই বা পোকায় অযত্নে নষ্ট না করে এই সংগ্রহশালায় দান করুন। এতে বৈষ্ণব সাহিত্য গবেষণার সহায়ক হবে।

।। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্ ।।

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ

গ্রন্থারম্ভ

প্রথম দশা

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
বন্দে পরমগুর্ব্বাদি শ্রীচৈতন্য পদান্তিকং।
যো নাম স্মরণ মাত্রেন সর্ব্ব বিঘ্নং বিনাশয়েৎ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সনাতনং স্বরূপকঃ।
গোপাল রঘুনাথাস্তু ব্রজবল্লভ পাহিমাং।
শ্রীচৈতন্য প্রভুং বন্দে নিত্যানন্দং ততঃ পরং।
ততঃ শ্রীলাদ্বৈতং চাপি সপার্ষদা প্রভৃত্তিভিঃ।

জয় জয় গুরু কৃষ্ণ করুণা সাগর।
অগতি জনের গতি প্রেম কলেবর।
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
সাষ্টাঙ্গ হইয়া বন্দো প্রভুর পদদ্বন্দ্ব ॥
শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র আদি সর্ব্ব ভক্তগণ।
দণ্ডবৎ হইয়া বন্দো সবার চরণ ॥
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গোসাঞির বন্দো চরণ কমল।
ভুবন পবিত্র করে যাঁর পদজল ॥
শ্রীশ্রীরাধামোহন ঠাকুর আমারি।
তাঁর দুই পাদপদ্ম মস্তকেতে ধরি।
বন্দিব শ্রীনয়নানন্দ ১ দেবের চরণ।
পরম যে গুরু তেঁহ জন্মে জন্মে হন।
শ্রীরসিকানন্দ ২ পদ বন্দো সাবধানে।
পরমেষ্ঠ গুরু তেঁহ হয় জন্মে জন্মে ॥

১। নয়নানন্দ—প্রভু রসিকানন্দের পুত্র রাধানন্দ তৎপুত্র নয়নানন্দ। নয়নানন্দের আবির্ভাব রহস্য আলোচ্য গ্রন্থের ১১ দশায় পাইবেন।

২। রসিকানন্দ—প্রভু রসিকানন্দ ১৫১২ শকাব্দে কার্ত্তিক মাসের দীপান্বিতা দিবসে রুহিনীর রাজা অচ্যুতানন্দের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। শ্যামানন্দ প্রভু গোস্বামী গ্রন্থ লইয়া গৌড়দেশে আগমন করিয়া উৎকলে যাইয়া অষ্টাদশ বর্ষীয়

বন্দিব শ্রীশ্যামানন্দ দেবের চরণ।
পরমেষ্ঠ পরম গুরু ভুবন পাবন॥

বন্দিব শ্রীহৃদয়ানন্দ দেবের চরণ।
পরমেষ্ঠ পরাৎপর গুরু তেঁহ হন॥

বন্দিব শ্রীগৌরীদাস ২ পণ্ডিত ঠাকুর।
জন্মে জন্মে ইঁহ তাঁর উচ্ছিষ্টের কুকুর॥

বন্দিব শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দে চরণ।
বাঞ্ছা পূর্ণ কর প্রভু লইনু শরণ॥

সকল বৈষ্ণব পাদপদ্মে নমস্করি।
শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ কথা কহিব বিবরি॥

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর কৃপা হৈতে।
শ্রীশ্যামানন্দের কৃপা হৈল ব্রজেতে॥

শ্রীশ্যামানন্দ গোসাঞির বৈরাগ্য উপজিলা।
ব্রজে বাস আশা লঞা গুরুপদে প্রণমিলা॥

হৃদয়ানন্দ গোস্বামীর কৃপা আজ্ঞা হৈলা।
তবে শ্রীশ্যামানন্দ যাই ব্রজে বাস কৈলা॥

শ্রীজীব গোস্বামী সঙ্গে সতত রহিলা।
শ্রীজীব বাৎসল্য স্নেহ বহুত করিলা।

রসিকানন্দকে শিষ্য করেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া উড়িষ্যার ঘরে ঘরে গৌর নাম প্রেম প্রচার করেন। পরে গোপীবল্লভপুরে শ্রীপাট স্থাপন করেন এবং রসিকানন্দ বাষট্টি বৎসর বয়সে অপ্রকট হন।

১। হৃদয়ানন্দ—ঠাকুর গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতা বাণীনাথের পুত্র। হৃদয়ানন্দ ও নয়নানন্দ দুই ভাই। নদীয়া লীলাকালে গদাধর পণ্ডিত হৃদয়ানন্দকে গৌরীদাস পণ্ডিতের হস্তে সমর্পণ করেন। তদবধি হৃদয়ানন্দ গৌরীদাস পণ্ডিতের কৃপাধন্য হইয়া নিতাই গৌরের সেবানন্দে বিভোর হন। তাঁহার অপ্রাকৃত মহিমা মৎপ্রণীত "গৌর ভক্তামৃত লহরী" গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

২। গৌরীদাস পণ্ডিত—ব্রজের সুবলসখাই গৌরীদাস পণ্ডিতরূপে শালি-গ্রামে আবির্ভূত হন। পিতা কংসারী মিশ্র। মাতা কমলাদেবী। দামোদর, জগন্নাথ, সূর্য্যদাস, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস, নৃসিংহ চৈতন্য এই ছয় ভাই। গৌরী-দাসের পত্নী বিমলাদেবী, পুত্র বলরাম ও রঘুনাথ। গৌরীদাস পণ্ডিত কালনায় অবস্থান করেন। তথায় তাঁহার প্রীতিরসে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ সাক্ষাৎ স্বরূপে অদ্যাপি বিদ্যমান। তাঁহার প্রেমলীলা কাহিনী মৎপ্রণীত "শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

রাধাকৃষ্ণ রসলীলা শুনে রাত্রি দিনে।
সেই সে ১ মধুর রস করে আস্বাদনে॥
মধুরে বাড়িল লোভ অন্য চেষ্টা নাই।
কুঞ্জসেবা করি রহে শ্যামানন্দ গোসাঞি॥
বৃন্দাবনে কুঞ্জমধ্যে বাসস্থলী স্থানে।
নিত্য ঝাড়ু সেবা তেঁহ করেন বিহানে॥
শ্রীজীব চরণ পদ্ম করেন সেবন
রাধাকৃষ্ণ রসলীলা শুনে অনুক্ষণ॥
শুনিতে শুনিতে চিত্তে রাগাশ্রয় হৈলা।
অচেতন হঞা কুঞ্জে পড়িয়া রহিলা॥
দেহে প্রাণ নাহি কিছু নাহি বহে শ্বাস।
দেখিয়া শ্রীজীব চাঁদের লাগিল তরাস॥
শ্যামানন্দ রাগ দেখি শ্রীজীব আপনে।
কোলে করি লঞা গেল তার নিজ স্থানে।
তৃতীয় প্রহর দিনে চেতন হইলা।
দেখিয়া শ্রীজীব চাঁদের চরণে পড়িলা॥
শ্রীজীব চরণধূলি মস্তকেতে দিলা।
বহু কৃপা করিয়া প্রসাদ খাওয়াইলা॥
তবে শ্রীগোসাঞি জিউ শ্রীজীব চরণে।
প্রাপ্তি আশা মনে করি করে নিবেদনে॥
কহে মোরে কর কৃপা রাধাকৃষ্ণ পাই।
এই বাঞ্ছা পূর্ণ মোর করহ গোসাঞি॥
সদয় হইল তবে শ্রীজীব গোসাঞি।
যত কৃপা করিলেন তার অন্ত নাই॥
তবে গোসাঞি পঞ্চরসের কহিল আখ্যান।
বিশেষ মধুর রস তাহাতে শুনান॥
যেই ভাব যেই ভাবাশ্রয় রাগ অভিমত।
নিষ্কপটে কহেন তাঁরে যেই অনুগত॥
কৃপা করি সব কথা শ্রীজীব কহিলা।
শুনিয়া পরম সুখ শ্যামানন্দ পাইলা॥
নিজ অনুগতে দিল ভজন সাধন।
২ রাগানুগা সাধনের যত ক্রম হন॥

১। মধুর রস—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চরস। কেবল মধুর রসের মাধ্যমেই শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলারস মাধুর্য্য আস্বাদন সম্ভব।

২। রাগানুগা সাধনক্রম—রাগানুগা সাধনক্রম বিষয়ে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যখণ্ডের ২২ পরিচ্ছেদের বর্ণন—

শ্রীরূপ ১ চরণাশ্রয় শ্রীজীব কৃপাতে। রাধাকৃষ্ণ ভজন করেন অবিরতে॥
দিনে দিনে ভক্তি প্রেমরাগ উদ্দীপন। রাগাত্মিকা দশা শ্যামানন্দেরে মিলন॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা কায়মনোবাক্যে। সদা লীলা দরশন চিত্ত করি ঐক্যে॥

"লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি। শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি।
বাহ্য অভ্যন্তর ইহার দুইত সাধন। বাহ্যে সাধকদেহে করি শ্রবণ কীর্ত্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥
নিজাভিষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছেতে লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা॥
দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ। রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন॥
এইমত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি। কৃষ্ণের চরণে তার উপজয়ে প্রীতি॥"

১। শ্রীরূপ চরণাশ্রয় - শ্রীরূপমঞ্জরীর আনুগত্য ব্যতিরেকে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা পাওয়া যায় না। ব্রজে অষ্টসখীর প্রধানা ললিতার অনুগতা শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী তাহার অনুগতা প্রিয় নর্ম সখীই শ্রীরূপমঞ্জরী। শ্রীরূপমঞ্জরীর কৃপার দিগদর্শন বিষয়ে ঠাকুর নরোত্তমের প্রার্থনার বর্ণন যথা

প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে। শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে॥

* * * *

এই নবদাসী বলি শ্রীরূপ চাহিবে। হেন শুভক্ষণ মোর কতদিনে হবে॥
শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন দাসী হেথা আয়। সেবার সুসজ্জা কার্য্য করহ ত্বরায়॥

* * * *

শ্রীরূপ পশ্চাতে আমি রহিল ভীত হঞা।
দোঁহে পুনঃ কহিবেন আমা পানে চাঞা॥
সদয় হৃদয় দোঁহে কহিবেন হাসি। কোথায় পাইলে রূপ. এই নবদাসী॥
শ্রীরূপমঞ্জরী তবে দোঁহা বাক্য শুনি। মঞ্জুলালী দিল মোরে এই দাসী আনি।

শ্রীগুরু কৃপায় শ্রীরূপ চরণাশ্রয়ে এইভাবে শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলায় সেবাধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীরূপমঞ্জরী সঙ্গে চলেন সানন্দে।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমসেবা করেন আনন্দে॥
এইরূপ সাধনেতে কথোদিন যায়।
সাধন পক্কতা তবে হৈল হিয়ায়॥
বৃন্দাবন কল্পকুঞ্জ কুটীর ভিতরে।
রাধাকৃষ্ণ রসলীলা করে নিরন্তরে॥
অমায়িক অবৈদিক অহৈতুকী জনে।
দরশন করয়ে মায়া না দেখে কখনে॥
একদিন রাধাকৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে।
কুঞ্জে নৃত্যগীত করে বিবিধ তরঙ্গে॥
রাধা সখিগণ নিজ ভুজে অন্যভুজে।
মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র তাহা অধিক বিরাজে॥
নৃত্য করে সখীগণ আনন্দিত মন।
মধ্যে নৃত্য করে মদনমোহন॥
গান বাদ্য করে তাতে সব সখীগণ।
রাধা নৃত্য করে কৃষ্ণ করে দরশন॥
বিবিধ বিচিত্র বাদ্য সখিগণ গায়।
রাধিকা নাচয়ে কভু সখীরে নাচায়॥
এইমত্ত কৃষ্ণসুখ লাগিয়া নর্ত্তন।
এই রসে সভে মত্ত জুড়ায় নয়ন॥
রাধিকার নৃত্য তাতে অত্যন্ত প্রচুর।
খসিয়া পড়িল বাম পদের নূপুর॥
আপনে না জানে সখিগণ না জানিল।
চরণে আছয়ে কিম্বা কোথায় পড়িল॥
নৃত্য অন্তে পালঙ্কে শয়ন করে যাঞা।
সখীগণ নিরখয়ে গবাক্ষে নেত্র দিয়া॥
রতি রসে পোহাইল রাত্রি হৈল শেষ।
সখিগণ উঠিবারে করিলা আদেশ॥
বহুক্ষণে উঠি রসালস অঙ্গে ভরে।
লাজ ভয়ে উঠি যায়েন নিজ নিজ ঘরে।
সখিগণ চলি গেলা নিজ নিকেতনে।
পড়িয়া রহিল নূপুর কেহ নাহি জানে।
কক্‌খটি শব্দ শুনি শঙ্কাযুক্ত হৈলা।
তরস্তে গেল, নূপুর কুঞ্জেতে রহিলা॥
শ্যামানন্দ গোসাঞিরে কৃপার কারণে।
এই ভঙ্গি শ্রীরাধার হৈলা নিজ মনে॥
শ্যামানন্দ রূপে তেঁহো হঞাছে প্রকাশ।
কে জানে তাহার মনে কিবা অভিলাষ॥
শ্যামানন্দ গোসাঞি করেন নিকুঞ্জ সেবন।
প্রাতঃকাল হৈল দিন দিল দরশন॥
শ্রীকুঞ্জ দর্শন করি প্রণাম করিলা।
সংস্কার লাগিয়া কল্পতরু মূলে গেলা॥
তরুমূলে দেখিলেন কনক বঙ্করাজে।
সূর্য্য যেন হঞ্যাছে উদয় কুঞ্জমাঝে॥
কনক দর্পণ প্রায় নূপুরের জ্যোতি।
শ্যামানন্দ গোসাঞি হৈলা মূর্চ্ছিতি।

তবে কতক্ষণে গোসাঞির চেতন
হৈলা।
নূপুর করিয়া হস্তে মস্তকে ধরিলা॥
নূপুর পরশে অঙ্গে পুলকাশ্রু হৈলা।
অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব দেহে উপজিলা॥
গদ গদ স্বেদ হইল আনন্দে বিহ্বল।
নূপুরের চুম্ব খান আর দেন কোল॥
অচৈতন্য হৈয়া পুনঃ কুঞ্জেতে পড়িলা।
তবে কতক্ষণে গোসাঞি চেতনা
পাইলা॥
সচেতন হইয়া রাধাকৃষ্ণ বলি ডাকে।
চতুর্দিকে চাহে রাধাকৃষ্ণ নাহি দেখে॥
প্রেমেতে আকুল হৈঞা করয়ে রোদন।
কবে মোর রাধাকৃষ্ণ দিবে দরশন॥
তবে কতক্ষণে গোসাঞি ধৈর্য্য হৈলা।
নূপুর বাঁধিয়া কণ্ঠে কুঞ্জে ঝাটি দিলা॥
হেথা রাই নিজপুরে প্রবেশ হইলা।
নূপুর না দেখি পায় চমকি উঠিলা॥
নূপুর রহিল কুঞ্জে মনে স্মৃতি হৈলা।
নূপুর খুঁজি ১ ললিতারে পাঠাইলা॥

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী হঞা ললিতা সুন্দরী।
নূপুর খুঁজিতে কুঞ্জে গেল শীঘ্র করি॥
শ্যামানন্দ গোসাঞিরে ললিতা
দেখিলা।
যতন করিয়া তার নাম জিজ্ঞাসিলা॥
পূর্ব নাম কৈল তুখিনী কৃষ্ণদাস।
শুনিয়া ললিতা তারে করিল আশ্বাস॥
নিকটে ডাকিয়া তবে জিজ্ঞাসেন বাণী।
বধূর নূপুর মোর পাঞ্যাছ আপনি॥
যমুনার জলে বঁধূ যাইতে আছিলা।
সম্ভ্রমে নূপুর কুঞ্জে খসিয়া পড়িলা॥
সুবর্ণ নূপুর সেই বহুমূল্য হয়।
নূপুর পাইলে তোমা তুষিব নিশ্চয়॥
তবে পুছেন গোসাঞি তোমার
কোথা ঘর।
কি নাম তোমার কহ জানিব তৎপর॥
ললিতা কহেন মোর নাম রাধাদাসী।
কনৌজ ব্রাহ্মণী মুঞি হউ ব্রজবাসী॥
নিজ নাম ছাপাইয়া কহেন ললিতা।
গোসাঞির নাম ছাপাঞ্যায়া কহেন
নূপুরের কথা॥
নূপুর পাঞ্যাছি আমি ইন্দ্রনীল মণি।
তোমার নূপুব নহে শুন ঠাকুরাণী॥

১। ললিতা—ললিতা ব্রজে শ্রীমতী রাধিকার অষ্টসখীর প্রধানা। পিতা বিশোক মাতা নারদী, পতি ভৈরব, বর্ণ গোরচনা, বস্ত্র ময়ুর-পুচ্ছ বর্ণ, বয়স ১৫ বর্ষ ২৭ দিন।

শ্রীরাধার নূপুর ইহা নিশ্চয় জানিল।
নূপুর পরশে মোর প্রেম উপজিল॥
নূপুর দেখিয়া মুই মূর্চ্ছিত হইনু।
নূপুর ছুঁইতে প্রেম সমুদ্রে ডুবিনু॥
মনুষ্যের রত্ন ছুঁইলে প্রেম নাহি হয়।
শ্রীরাধার নূপুর এহি জানিলুঁ নিশ্চয়॥
তোমার নূপুর এই সত্য যদি হয়।
তবেত তোমারে আমি দিব সুনিশ্চয়।
তোমার গ্রামেতে সর্বলোকে দেখাইব।
তোমার নূপুর বলি যে লোক কহিব॥
দশ পাঁচ জনা সাক্ষী রাখিব সে স্থানে।
তোমার নূপুর আমি দিব ততক্ষণে॥
নহিলে নূপুর আমি তোমায় কেন দিব।
যে পদের নূপুর সে পদে পাঠাইব॥
এ বাক্য শুনিয়া তবে ললিতা বলিলা।
বঞ্চনা করিয়া আমি তোমারে কহিলা॥
শ্রীরাধার নূপুর সত্য তোমার বচন।
এখন তোমারে আমি হইনু প্রসন্ন॥
কি বর মাঙ্গিবে মাঙ্গ তোমারে সে দিব।
বাঞ্ছা সিদ্ধ করিয়া নূপুর লঞা যাব॥
তোমারে প্রসন্ন জানি কৃষ্ণভানু সুতা।
নূপুর পাইলে যাতে বুঝিয়ে সর্বথা॥
তবে গোসাঞি কহেন শুন ঠাকুরাণী।
কে তুমি তোমার রূপ দেখিব যে আমি।
কৃপাযুক্তা হয়া মোরে দরশন দিবা।
তবে যে মনের বাঞ্ছা তোমারে কহিবা॥
গোসাঞি লইয়া তিঁহো গুপ্তস্থানে আসি।
কহিল ললিতা নাম শ্রীরাধার দাসী॥
ললিতা কহেন শুন দুখিনী কৃষ্ণদাস।
দেখিতে আমার রূপ মনে কর আশ॥
দেখিলে আমার রূপ ধৈর্য্য না রহিবে।
অচেতন হৈলে রূপ কেমনে দেখিবে॥
তবে কহে গোসাঞি শুনহ ঠাকুরাণী।
তোমার কৃপাতে ধৈর্য্য হইব যে আমি॥
ললিতা কহেন চক্ষু মুদ কৃষ্ণদাস।
তবে আমি নিজ রূপ করিব প্রকাশ।
শুনিয়া গোসাঞি দুই নয়ন মুদিলা।
ললিতা সুন্দরী নিজ রূপ প্রকাশিলা॥
তথাহি রূপ—
শুদ্ধ কাঞ্চনগৌরাঙ্গী শুভ্রবস্ত্রাং সুলোচনাং।
কোটি কন্দর্প লাবণ্যাং কোটিন্দুং ললিতাংবন্দে॥

আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণদাস কর দরশন।
শুনিয়া গোসাঞি চক্ষু মেলিল তখন ॥
ললিতার রূপ নেত্রে নিরীক্ষণ কৈলা।
মূর্চ্ছিত হইয়া গোসাঞি ভূমিতে পড়িলা ॥
শ্রীললিতা দেবী তাঁরে করাইয়া চেতন।
প্রণাম করিয়া গোসাঞি অশ্রু লোচন ॥
ললিতা চরণ ধরি আনি নিজ শিরে।
পদরেনু ভূষণ করিলা কলেবরে ॥
প্রেমে গদ গদ হঞা বাক্য নাই স্ফুরে।
দেহে কম্প পুলক স্বেদ নেত্রে অশ্রু ঝুরে ॥
গোসাঞির ভাব দেখি ললিতা সুন্দরী।
গায়ে হস্ত দিয়া প্রেম সম্বরণ করি ॥
তারে ধৈর্য্য করি কুঞ্জে ভ্রমিয়া দেখিল।
সেবা দেখি তুষ্ট হৈয়া সদয় হইলা ॥
ললিতা কহেন, বর মাগ কৃষ্ণদাস।
কোন বর বাঞ্ছা তোমার মন প্রতি আশ ॥
গোসাঞি কহেন আর কি বর মাগিব।
তব দাসী হঞা রাধাকৃষ্ণকে সেবিব ॥

সদয় হইয়া তারে এই বর দিলা।
রাধাকৃষ্ণ পাবার উপায় কহিতে লাগিলা ॥
এ দেহে না পাবে রাধাকৃষ্ণের সেবন।
মানসিক সখীদেহে করিবে দর্শন ॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী সঙ্গে কুঞ্জেতে আসিবে।
রাধাকৃষ্ণ রাসলীলা দর্শন করিবে ॥
সাক্ষাতে সে রূপ তুমি দেখিবে নয়নে।
তবে তুমি কহিও ললিতা বলি নামে ॥
এ দেহের ভোগাভোগ থাকে যতদিন।
শ্রীজীবের সঙ্গেতে তুমি থাক ততদিন ॥
রাধাকৃষ্ণ রাসলীলা কর আস্বাদন।
দেহ অন্তে পাইবে রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥
এই নিজ মন্ত্র তুমি করহ গ্রহণ।
স্মরণ করিলে পাবে রাধিকা দর্শন ॥
অল্পদিনে পাইবে শ্রীরাধিকা চরণ।
* * * ॥
কৃপা করি নিজ মন্ত্র গোসাঞিরে দিলা।
শ্রীগোসাঞি কুঞ্জে মন্ত্র গ্রহণ করিলা ॥
মন্ত্র গ্রহণ মাত্রেই তেঁহো প্রেম উপজিলা।
প্রেমাবিষ্ট হইয়া তাঁর চরণে পড়িলা ॥

গোসাঞি মস্তকে তেঁহো পদ তুলি দিলা।
কোলে করি তাকে বহু আশীর্ব্বাদ কৈলা॥

নূপুর আনিতে তবে গেলেন গোসাঞি।
বস্ত্র ঢাকা দিয়া রহিয়াছে এক ঠাঞি॥

কুঞ্জে ঘাস চাঁছা এক খুরূপা সহিতে।
নূপুর রাখিয়াছিলা করিয়া গুপতে॥

নূপুর সঙ্গেতে সেই খুরূপা আছিলা।
পরশে নূপুর সঙ্গে স্বুবর্ণ হইলা॥

দেখিয়া গোসাঞি মহা আনন্দ হইলা।
নূপুর মস্তকে করি সাক্ষাতে আইলা॥

ললিতার সম্মুখেতে নূপুর রাখিয়া।
প্রণাম করেন গোসাঞি সাষ্টাঙ্গ হইয়া॥

নূপুর করিয়া হাতে ললিতা সুন্দরী।
গোসাঞির মস্তকে ছোঁয়াইল শীঘ্র করি॥

শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন থাকু মোর মাথে।
ইহা বলি নূপুর ছুয়াইল কপালেতে॥

ললাটে নূপুর স্পর্শে তিলক হইলা।
নূপুরের চূড়া লাগি বিন্দু মাঝে হৈলা॥

তবে তো গোসাঞি তাঁরে দণ্ডবৎ কৈলা।
ললিতা কহেন তুমি শ্যামানন্দ হৈলা॥

আজি হোতে তোমার নাম হইল শ্যামানন্দ।
ধন্য তোমার ভাগ্য পাইলে শ্যামাপদদ্বন্দ্ব॥

শ্রীজীব বিনা এই কথা কারে না কহিবে।
অন্যত্রে কহিলে তুমি পরাণে না জীবে॥

ললিতা কহেন, এবে যাও নিজ স্থানে।
শুনি অশ্রু ঝরে গোসাঞির কমল নয়নে॥

পুনরপি প্রণাম তাঁরে করিলা গোসাঞি।
অষ্টাঙ্গ হইয়া কুঞ্জে পড়িলা তথাই॥

মোর বাঞ্ছা এই রাইর চরণ দেখিতে।
কোন উপায়ে দর্শন করাহ ত্বরিতে॥

তবে শ্রীললিতা দেবী চিন্তিত অন্তরে।
মনে ধ্যান করি তথি কহে রাধিকারে॥

মোরে অনুগ্রহ কর রাই হইয়া সদয়।
কৃষ্ণদাসে কোনরূপে দেহ পরিচয়॥
এই চিন্তা করেন ললিতা ঠাকুরাণী।
রত্ন পালঙ্কে বসি রাই জানিলা আপনি॥
রূপমঞ্জরীকে ডাকি বলিল বচন।
নিকুঞ্জ ভবনে তুমি যাইবে এখন॥
ললিতারে কহ গিয়া আমার বচন।
নূপুর পাঞ্যাছে কৃষ্ণদাস অকিঞ্চন॥
তারে লৈয়া রাধাকুণ্ডে স্নান করাইবে।
স্নানমাত্রে সখীরূপ তখনি হইবে॥
তারে লৈয়া ললিতা আসিবেন এখানে।
তুমি শীঘ্র গিয়া কহ আমারে বচনে॥
শ্রীরূপমঞ্জরী গেলা নিভৃত নিকুঞ্জে।
দেখেন ললিতা দেবী করিয়াছে বীজে॥
পদে পড়ি রাই আজ্ঞা করিলা প্রকাশ।
শুনিয়া ললিতা দেবী অন্তরে উল্লাস॥
কৃষ্ণদাসে লৈয়া গেল রাধাকুণ্ড তীরে।
তারে কহে যেই মন্ত্র দিয়াছি তোমারে॥
সেই মন্ত্র জপি তুমি কুণ্ডে কর স্নান।
অবশ্য পাইবে রাইর চরণ সন্নিধান॥
তবে নূপুর গোসাঞি কুণ্ড তটেতে রাখিয়া।
মন্ত্র জপি স্নান করে রাই সুমরিয়া॥

স্নানমাত্রে সখীদেহ হইল তাহার।
দেখিয়া ললিতা চিত্তে আনন্দ অপার॥
কনকমঞ্জরী নাম দিল তত্ক্ষণে।
আজ্ঞা দিল নূপুর লৈয়া আইস আমা সনে॥
তবে নূপুর মাথে করি চলে ধীরে ধীরে।
প্রবেশ হইল গিয়া রাইর মন্দিরে॥
দেখিয়া রাইর রূপ হইল অচেতন।
চরণ নিকটে নূপুর রাখিল তত্ক্ষণ॥
রাই আজ্ঞা কৈল উঠ কনকমঞ্জরী।
তুমি হও নর্ম সখী প্রিয় সহচরী॥
ললিতা যুথেতে তুমি থাক সর্বকালে।
কুঞ্জসেবা অধিকার তোমার গোচরে॥
তবে ললিতারে আজ্ঞা করেন ঠাকুরাণী।
ইঁহারে নূপুর চিহ্ন দিয়ত আপনি॥
তবে ললিতা তাঁর কপালে নূপুর ছোঁয়াইল।
পরশমাত্রে কপালে তিলক হইল॥
তবে চরণতলে পড়েন শুইয়া।
নূপুর চরণে দিল সমর্পণ করিয়া॥
তবে রাই নূপুর চূড়ার বিন্দু উঠাইয়া।
শ্রীহস্তে তিলক মধ্যে দিল বসাইয়া॥

ললাটে নূপুর স্পর্শে তিলক হৈলা।
নূপুরের চূড়া লাগি মাঝে বিন্দু
হৈলা॥
দেখিয়া তিলক জ্যোতি পাইল
আনন্দ।
আজ্ঞা দিল তোমার নাম হউ
শ্যামানন্দ॥
আমার পদচিহ্ন থাকুক তোমার
কপালে।
আমার চরণে মতি রহু সর্ব্বকালে॥
তবে গোসাঞি তাঁরে দণ্ডবৎ কৈল।
শ্রীললিতা কহেন শ্যামা আনন্দ হৈল॥
ললিতারে কহেন রাই লইয়া যাইতে।
তোমা সখী লৈয়া কুঞ্জে চলহ ত্বরিতে॥
আজ্ঞা পাইয়া ললিতা চলেন
ততক্ষণে।
কনকমঞ্জরী পড়ে রাইর চরণে॥
তবে ললিতার সঙ্গে করিল গমন।
নিভৃত নিকুঞ্জে প্রবেশিলা ততক্ষণ॥
ললিতা কহেন তুমি শুন শ্যামানন্দ।
ধন্য তুমি পাইলে শ্রীশ্যামা পদদ্বন্দ্ব॥
জীব বিনা এই কথা কারে না
কহিবে।
অন্যত্রে কহিলে তুমি পরাণ হারাবে॥
আমার শপথ রাইর চরণ না পাবে।
নিজ রূপ তোমার প্রকাশ নাহি হবে॥
ললিতা কহেন, তুমি যাও নিজস্থানে।
শুনিয়া গোসাঞি হইলা সজল
নয়নে॥
ললিতারে প্রদক্ষিণ করি শ্যামানন্দ।
দণ্ডবৎ হৈয়া মাথে নিল পদদ্বন্দ্ব॥
প্রেমেতে আকুল হঞা কান্দিতে
লাগিলা।
ললিতা প্রবোধি তারে বিদায়
করিলা॥
পদ দুই চারি গোসাঞি করিতে
প্রয়াণ।
দেখিলা ললিতা কুঞ্জে হৈলা
অন্তর্ধান॥
প্রেমেতে আকুল চিত্ত কুঞ্জে কুঞ্জে
ধায়।
কোথায় ললিতা বলি কাঁদে উচ্চরায়॥
তবে সখীরূপ তার গেল ততক্ষণ।
শ্যামানন্দ নিজ কুঞ্জে করিলা গমন॥
প্রেমাবিষ্ট হঞা গোসাঞি নিজ কুঞ্জে
আইলা।
শ্রীজীব গোসাঞিরে [1] দেখি চরণে
পড়িলা॥

১। শ্রীজীব গোসাঞি -শ্রীপাদ জীব গোঁসাই, শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য। শ্রীপাদ রূপ ও সনাতন গোস্বামীর অন্তর্ধানের পর বৈষ্ণব জগতের কর্ণধার হইয়া শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে ভক্তিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত করতঃ তাহাদের মাধ্যমে গোস্বামী গ্রন্থাবলী জগতে প্রচার করেন। তাঁহার জীবন কাহিনী মৎপ্রণীত "গৌরভক্তামৃত লহরী" গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

ললিতার পরশে শ্রীশ্যামানন্দ দেহী।
কাঞ্চন বরণ হৈলা রূপে জগমোহী॥
শ্রীজীব কহেন, কৃষ্ণদাস কোথা ছিলা।
কাঞ্চন বরণ তোমার কেমনে হইলা॥
শ্যামানন্দ কহে প্রভু কুঞ্জেতে
আছিলা।
তোমার চরণ স্পর্শে এরূপ হইলা॥
মস্তকে তিলক দেখি পরম সুন্দর।
নূপুর আকৃতি মধ্যে বিন্দু মনোহর॥
কেমন হইল রূপ তিলক কে দিল।
কাঞ্চন স্বরূপ তোমার কেমনে হইল॥
কে দিল তিলক তোমায় কি নাম
তাহার।
প্রেমেতে পুলক অঙ্গ নেত্রে জলধার॥
হরিমন্দির তিলক তোমার সর্বকালে।
এবে এ কোন তিলক তোমার
কপালে॥
রাধাকৃষ্ণ কৃপা হৈল নিশ্চয় তোমারে।
বঞ্চনা না করি সত্য কহত আমারে॥
কৃষ্ণ কিংবা রাধা কৃপা কহত বিবরি।
রাধা পদচিহ্ন প্রায় ললাটে নেহারি॥
শ্রীগোসাঞি কহেন তোমার কৃপা
হৈতে।
শ্রীপাদপদ্ম তিলক আমার মস্তকেতে॥
তব কৃপা হৈতে মোর এই সব চিহ্ন।
করুণা করহ মুই তোমার অধীন॥

সুবর্ণ খুরূপা গোসাঞি বস্ত্রে
ঢাকাইয়া।
কাখেতে করিয়া আছে গুপত
করিয়া॥
শ্রীজীব কহেন, বস্ত্রে কোন দ্রব্য হয়।
দেখাও আমারে তুমি জানিব নিশ্চয়॥
তবে তারে গোসাঞি খুরূপা
দেখাইল।
সুবর্ণ খুরূপা দেখি বিস্ময় হইল॥
শ্রীজীব কহেন লৌহ খুরূপা আছিল॥
কিরূপে খুরূপা এই সুবর্ণ হইল॥
গোসাঞি কহেন আমি গুপতে
কহিব।
আর কেহ না শুনিবে আপনি
শুনিব॥
এত বাক্য শুনি জীব চলিল একান্তে।
গুপ্তে তারে পুছিলেন সকল বৃত্তান্তে॥
গুপতে কহেন গোসাঞি সব বিবরণ।
শুনিয়া শ্রীজীব চাঁদের আনন্দিত মন॥
শ্যামানন্দে কোলে করি প্রেমে হত
জ্ঞান।
ধন্য ধন্য কৃষ্ণদাস তোমার পরাণ॥
আমার কত ভাগ্য তোমারে
পরশিলা।
এতদিনে আমার দেহ পবিত্র হইলা॥

তোমাতে করুণাপূর্ণ বৃষভানুসুতা।
তাঁহার প্রকাশ তুমি জানিলু সর্ব্বথা॥
তবে শ্যামানন্দ পড়ে গোসাঞি চরণে।
শ্রীজীব সদয় হৈয়া কৈল প্রেমদানে॥
শুন বাছা শ্যামানন্দ আমার বচন।
কারে না কহিবে এইসব বিবরণ॥
শ্রীজীব গোসাঞি মনে বিচার করিলা
শ্যামানন্দে যত কৃপা গোপন করিলা॥
একথা প্রকট করি কারে না কহিবে।
যে শুনিবে গুরুকৃপা বলিয়া বলিবে॥
শ্রীকিশোরী কৃপা যেই ললিতার স্নেহ।
কারে না কহিও বাছা গুপত করহ॥

শ্রীজীব ললিতা কৃপা গুপত করিলা।
গুরুকৃপা শ্যামানন্দ নাম প্রকাশিলা॥
তিলকের নাম রাখিলেন শ্যামানন্দী।
জগৎ তোমার প্রেমে হইবেক বন্দী॥
এইত কহিল নূপুর প্রাপ্তির কারণ।
ইষ্টমন্ত্র লাভ শ্রীললিতা দরশন॥
শ্রীজীব শ্রীশ্যামানন্দ চরণ কমল।
স্মরণ করিবো সদা এইমাত্র বল॥
শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল এক দশার আখ্যান॥

ইতি শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশে নূপুরপ্রাপ্তি ও শ্যামানন্দ নামকরণ প্রথম দশা সম্পূর্ণ।

—০—

দ্বিতীয় দশা

জয় জয় শ্যামানন্দ দেবের চরণ।
স্মরণ করিয়া গ্রন্থ করিয়ে রচন॥
হেনরূপে শ্যামানন্দ রহে বৃন্দাবনে।
নিত্য ঝাঁটি সেবা রাধাকৃষ্ণ দরশনে।
গোসাঞির অঙ্গ দেখি কাঞ্চন বরণ।
কপালে তিলক শোভে ভুবনমোহন॥
লোকে কহে জীবকৃপা শ্যামানন্দ নাম।
প্রকট হইল সব বৃন্দাবন ধাম॥
শ্রীহৃদয়ানন্দের সেবক এই হয়।
তাহারে ছাড়িয়া কৈল জীব পদাশ্রয়॥
সেই কথা কহে সবে ব্রজবাসীগণ।
সকল বৈষ্ণবগণ শুনিল বচন॥

শুনিয়া বৈষ্ণব সবে বিচার করিলা।
শ্রীজীব এমন কার্য্য কি বুঝি করিলা॥
কোন কোন শাস্ত্রে কিছু আছয়ে বিধান।
ইহা নাহি দেখি শুনি গুরু হয়ে আন॥
মহাসাধু সরস্বতী হইয়া ধীমান।
না বুঝিয়া জীবচাঁদ করিলা এমন॥
বুঝিয়া করিল কার্য্য কে তাহা জানিবে।
একথা বিদিত হৈলে অবশ্য শুনিবে॥

কেহ কহে শ্রীজীবের কার্য্য এহি নহে।
আর কোন গূঢ় তত্ত্ব ইহাতে আছয়ে॥
গোসাঞিতে শুধাইতে ভরসা না হয়।
কোন মুখে শুনি কেহ বিচার করয়॥
এমনি বৈষ্ণবে কানাকানি সবে হয়।
গোসাঞিরে শুধাইতে ভয়ে নাহি কয়॥
ব্রজ হৈতে শুনি কেহ বৈষ্ণব আইলা।
শ্রীহৃদয়ানন্দ গোসাঞিরে সকলি কহিলা॥
দুঃখিনী কৃষ্ণদাস তোমার ছাড়িল চরণ।
শ্রীজীব গোসাঞি পদে লইল শরণ॥
নাম তার রাখিলেন শ্যামানন্দ দাস।
শ্যামানন্দী তিলক এক করিল প্রকাশ॥
সে বাক্য শুনি গোসাঞি মহাক্রোধ হৈলা।
আমার সেবক জীব কেমনে লইলা॥
মহাপ্রভু হেন কর্ম কভু নাহি করে।
তাহা হৈতে বড় জীব হইলা সংসারে॥
একথা বুঝিব প্রভুর ভক্তগণ লঞা।
ইহা বলি নিজ ভৃত্যে আনে ডাকাইয়া॥
দশ পাঁচ বৈরাগী শীঘ্র যাহ বৃন্দাবন।
দুঃখী কৃষ্ণদাসে বাঁধি আন আমার সদন॥
সত্য মিথ্যা জানিয়া করিবে এই কথা।
প্রমাণ হইলে বাঁধি আনিবে সর্ব্বথা॥
তবে যদি জীব তারে রাখে ছাড়াইয়া।
তাহার হাওয়াল করি আসিবে চলিয়া॥
আমার লিখন জীব গোসাঞিরে দিবে।
দুঃখিনী কৃষ্ণদাসের বার্তা লিখিয়া আনিবে॥
মূল গুরু ছাড়ি আর গুরু যে করিলা।
কৃষ্ণদাস যদি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ পাইলা॥
আমারও গুরু তবে করিব নিশ্চয়।
সবে গিয়া নিব জীব গোসাঞির আশ্রয়॥
মহাপ্রভুর সঙ্গেতে যত ভক্তগণ।
তার মধ্যে নাহি শুনি এই বিবরণ॥
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু পুত্রে তেয়াগিলা।
মহাপ্রভু তারে নাহি গ্রহণ করিলা॥
গুরু কৃষ্ণ পদে যেঁই অপরাধী হয়।
শাস্ত্রে কহে কৃষ্ণ তাঁরে কভু নাহি ছোঁয়॥

তথাহি

সাধুদ্রোহী গুরুদ্রোহী ভবেৎ যশ্চ নরাধমঃ।
ভবার্নবং ন তরতি কুম্ভীপাকং স গচ্ছতি॥
অবৈষ্ণবঃ গুরুত্যক্ত বৈষ্ণবাশ্রয়ো যো ভবেৎ।
বিষ্ণুভক্তঃ সবৈখ্যাতঃ তজিতশ্চ কলিযুগে।
পুনশ্চঃ বিধিনা সম্যক গ্রাহয়েৎ বৈষ্ণব গুরুঃ।

কৃষ্ণস্থানে অপরাধী যদি কেহ হয়।
আর ভক্তগণ তারে কেহ না ছোঁয়য়।
মহাপ্রভু ছোট হরিদাসে তেয়াগিলা।
সাধুসঙ্গ না পাইয়া যমুনাতে ঝাঁপ দিলা॥
মহাপ্রভু ভক্তগণের এই হয় রীত।
কখন না দেখি শুনি এসব চরিত॥
শাস্ত্রে শুনিয়াছি আমি এই বিবরণ।
কৃষ্ণ বর্হির্মুখ গুরু করিতে ত্যজন।
আমি যদি অবৈষ্ণব গুরু তার হৈল।
ভাল হৈল কৃষ্ণদাস আমারে তেয়াগিল।
সব বৈষ্ণব লঞা বিচার করিব।
অবৈষ্ণব হৈলে জীবের শরণ লইব॥
তোমরা যে শীঘ্র চলি যাহ বৃন্দাবন।
আমারে আনিয়া দিবে জীবের লিখন।
সত্য মিথ্যা জানিব শ্রীজীব বাক্য শুনি।
সত্য হইলে গৌড়দেশে ভ্রমিয়া আপনি॥
সব ভক্তগণে তবে আনিব ডাকিয়া।
বিচার করিব তবে বৃন্দাবনে গিয়া॥
এত বলি ভক্তগণে বিদায় করিলা।
দশ পঞ্চ বৈরাগী তবে ব্রজেতে চলিলা॥
কতদিনে ব্রজ তবে করিল দর্শন।
শ্রীজীব নিকটে দিলা গোসাঞির লিখন।
লিখন সম্মুখে রাখি প্রণাম করিলা।
শ্রীজীব বৈষ্ণবগণে আলিঙ্গন কৈলা॥
শ্রীজীব পুছেন এই কাহার লিখন।
শুনিয়া কহেন তবে সব ভক্তগণ॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ গোসাঞির নিবেদন।
অপরাধ ক্ষমি মোর করহ পঠন॥
গোসাঞি কহেন বৈস আসন উপরে।
স্নান সারি রসুই করহ ততঃপরে।
ভক্তগণ কহে প্রভু করিয়াছি স্নান।
রসুই করিয়াছি সব দেহ সমাধান॥
হস্তপদ ধৌত করি বৈসহ আসনে।
মহাশয়ের লিখন করহ অবধানে॥
গোসাঞির আজ্ঞা পাই সব ভক্তগণে।
হস্তপদ ধুইয়া সবে বসিল আসনে॥

লিখন করিল পাঠ শ্রীজীব গোসাঞি।
মনে মনে পাঠ করি হাসিল তথাই॥
শ্রীজীব কহেন শুন সর্ব্ব ভক্তলোক।
আমি তাঁর কৃষ্ণদাসে না করি সেবক॥
আমি তাঁর প্রধান সেবক তুল্য নহি।
আমারে তাড়না করি এত কথা কহি॥
শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর যে মোরে।
পুত্রজ্ঞান করি তেঁই সদা স্নেহ করে॥
পণ্ডিত স্বরূপ আমি দেখি যে তাহারে।
মোরে ক্রুদ্ধ হন প্রভু নাহিক নিস্তারে॥
তাঁর কৃপ হৈতে কৃষ্ণদাস ব্রজে আইলা।
শ্রীভাগবত শুনিবারে মোর কাছে গেলা॥
তাঁহার সম্বন্ধে আমি নিকটে রাখিলা।
কৃষ্ণকথা শুনাইয়া নির্ম্মল করিলা॥
নির্ম্মল হৃদয়ে করে প্রেম পরকাশ॥
দ্বিগুণ বাড়ল তাঁর গুরুপদে আশ॥
কেবল সেবক মোর হৈলা কৃষ্ণদাসে।
তাঁহারে ডাকিয়া তুমি আন মোর পাশে॥
তবে কহে ভক্তগণ করি নিবেদন।
ব্রজ হৈতে গেলেন বৈরাগী দুইজন॥
তিঁহ গিয়া গোসাঞির নিকটে কহিলা
দুঃখিনী কৃষ্ণদাস তোমার চরণ ছাড়িল॥
শ্রীজীব গোসাঞির হৈল পদাশ্রয়।
সব ব্রজবাসীগণে এই কথা কয়॥
শ্যামানন্দী বলি এক তিলক রচিলা।
শ্যামানন্দ দাস নাম তাহার রাখিলা॥
একথা শুনিয়া গোসাঞি বিস্মিত হইলা।
সত্য মিথ্যা জানিবারে তোমারে লিখিলা॥
এত শুনি শ্রীজীব কহেন তাঁরে বাণী।
তোমার সাক্ষাতে সব ব্রজবাসী আনি॥
শুধাও তা সভারে এই সব কথা।
সত্য হৈলে অপরাধী হইমু সর্বথা॥
এত শুনি ভক্তগণ করে নিবেদন।
সত্য করি জানি গোসাঞি তোমার বচন॥
সত্য মিথ্যা এই সব শ্রীমুখে শুনিব।
তব আজ্ঞা লইয়া গোসাঞিরে জানাইব॥
এত শুনি কহে জীব মধুর বচন।
তোমারে কহিব আমি সব বিবরণ॥
শ্রীহৃদয়ানন্দের প দপদ্ম কৃপা হৈতে।
শ্যামানন্দ দাস নাম পাইল ব্রজেতে॥
তার পাদপদ্ম চিহ্ন তিলক করয়ে।
আমি জিজ্ঞাসিলে আমায় এই কথা কহে॥

একদিন আমিই তাহারে জিজ্ঞাসিলা।
শ্যামানন্দ এই নাম কে তোমারে
দিলা॥
এ বাণী শুনিয়া মোরে কহে বিবরণ।
তার বাক্য কহি আমি শুন সাধুজন॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা ভাগবত শ্রবণ।
লক্ষ নাম রাত্রিদিনে করয়ে সাধন॥
গোবিন্দ দর্শন আর সাধুর দর্শন।
সদা সাধু সেবা করে প্রসাদ ভক্ষণ॥
রাধাকৃষ্ণ নাম নামগুণ করেন কীর্ত্তন।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করেন স্মরণ॥
একদিন কৃষ্ণদাস স্বপন দেখিলা।
স্বপন দেখিয়া মোরে সকল কহিলা॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সদাই সে করে।
কুঞ্জে ঝাঁটি দিয়া বহে আমারি
মন্দিরে॥
একদিন স্বপ্নে কুঞ্জে ঝাঁটি দিতে
ছিলা।
ইহারে গোসাঞি আসি দরশন
দিলা॥
তৃণাসন আনি তবে গোসাঞিরে
দিলা।
তাহাতে বসিয়া তারে কিছু প্রশ্ন
কৈলা॥
কি করহ কৃষ্ণদাস গোসাঞি সুধায়।
তিঁহ নিবেদন কৈল গোসাঞির
ঠাঁই॥

ব্রজে বাস করি তোমা আজ্ঞা শিরে
লই।
কুঞ্জসেবা করি তোমা পাদপদ্ম ধ্যায়ি॥
এ বাক্য শুনি গোসাঞি আনন্দিত
হৈলা।
কতদিন এ কুঞ্জসেবা তোমার
মিলিলা॥
ধন্য তুমি তোমার ভাগ্যের নাহি ওর।
তোমার সৌভাগ্যে সুখী হৈলা চিত্ত
মোর॥
রাধাকৃষ্ণ এই কুঞ্জে সদা রাস করে।
ব্রহ্মাদির দুর্লভ সেবা মিলিলা
তোমারে॥
থাকি এই কুঞ্জে নিত্য করহ সেবন।
সেবিলে পাইবে রাধাকৃষ্ণ দরশন॥
সেবা দেখি শ্যামানন্দ আনন্দ হইবে।
সেইদিনে কৃপা করি দরশন দিবে॥
আজ হৈতে তোমার নাম হইল
শ্যামানন্দ।
তোমা নাম শুনি হবে শ্যামার
আনন্দ॥
এই নাম কৃপা করি গোসাঞি
চলিলা।
আশীর্ব্বাদ করি মাথে পদ তুলি
দিলা॥
পরিক্রমা লাগি কুঞ্জ ভিতরে পশিলা।
তাঁর পাদপদ্ম চিহ্ন তিলক হইলা॥

এই কথা কৃষ্ণদাস কহিল আমারে।
গোসাঞ্রির কৃপা শ্যামানন্দ নাম ধরে॥
সেইদিন হৈতে শ্যামানন্দ বলি ডাকি।
গোসাঞ্রির আজ্ঞা সম করিয়া যে লিখি॥
অনুভাব লোক কহে আমি দিনু নাম।
প্রকট হইল সব বৃন্দাবন ধাম॥
এত শুনি ভক্তগণ আনন্দিত হৈলা।
এই বার্ত্তা জীবচাঁদ লিখনে লিখিলা॥
শ্রীজীব মুখেতে শুনি এসব বচন।
শ্যামানন্দ পাইল শিক্ষা আনন্দিত মন।
কৃষ্ণদাসে শুধাও তোমার ভক্তগণ।
ইহার মুখেতে সব শুনিবে কারণ।
কৃষ্ণদাসে শুধাইল সব ভক্তগণ।
শ্যামানন্দ নাম তোমার হইল কেমন॥
কে দিল তিলক তোমার মস্তক উপরে।
ইহার কারণ সব কহ দেখি মোরে।
কৃষ্ণদাস প্রণাম করিয়া ভক্তগণে।
কহে সব বিবরণ আনন্দিত মনে।
যে দিন স্বপনে আমি গোসাঞ্রি দেখিনু।
সেইদিন তাঁর পদে নিবেদন কৈনু।
গোসাঞ্রি কহেন এই স্বপন যে নহে।
সাক্ষাৎ এ গুরু আজ্ঞা ভ্রম এই হয়ে॥

একথা কহি গোসাঞ্রি বহু কৃপা কৈলা।
শ্যামানন্দ নাম ধরি আমারে ডাকিলা॥
শ্রীহৃদয়ানন্দের পাদপদ্ম মোর মাথে।
পরশে তিলক হৈলা দেখিনু সাক্ষাতে।
তিলক দেখি গোসাঞ্রি আমার মাথাতে।
মোরে আজ্ঞা দিল এই তিলক করিতে॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ প্রভু ঠাকুর আমারি।
তাঁর পাদপদ্ম তিলক মস্তকেতে ধরি॥
গুরু আজ্ঞা আছে সাধুসঙ্গ যে করিতে।
শ্রীমহাপ্রভুর ভক্তগণের সঙ্গেতে রহিতে।
ব্রজে আছি গোসাঞ্রির চরণ দর্শনে।
ভাগবত কৃষ্ণকথা শুনি অনুক্ষণে॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ বিনে মোর অন্য নাই।
তাঁহার স্বরূপ করি জানিয়ে গোসাঞ্রি॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা করেছি অভীষ্ট।
গোসাঞ্রি চরণ সেবা এই মোর ইষ্ট।
গোসাঞ্রির সেবা আর সাধুর সেবন।
এই মোর প্রাপ্তি তিন সাধু দরশন।

শ্রীব্রজমণ্ডল শ্রীগোবিন্দ দরশন।
ইহাতে ডুবিল মোর অঙ্গ প্রাণ মন॥
রাসস্থলী কালিন্দী কদম্ব দরশন।
যমুনা শীতল জল পাতক নাশন॥
এই সব মহানন্দ শ্রীগুরু কৃপাতে।
হইলা আমারে লভ্য কহিলা সাক্ষাতে।
শ্রীহৃদয়ানন্দ প্রভুর রাতুল চরণ।
নিত্য ধ্যান করি এই স্মরণ সাধন॥
গুরুকৃপা সাধু আজ্ঞা করিয়ে ধারণ।
এই যে কহিনু আমি সব বিবরণ॥
অনুমানে লোক সব অন্য কথা কয়।
আমার সহজ কথা এই সুনিশ্চয়॥
শুনিয়া সকল ভক্ত আনন্দিত হৈল।
শ্রীশ্যানন্দে সবে আলিঙ্গন কৈলা॥
জীবচাঁদ করাইল সুপক্ক ভোজন।
বিহানে বিদায় দিলা সব ভক্তগণ॥
হৃদয়ানন্দের কাছে লিখন ভেজিলা।
শ্রীব্রজমণ্ডলে সবে আনন্দিত হৈলা॥
শ্রীশ্যামানন্দ গোসাঞিঁর চরণ কমল।
স্মরণ করিয়া কহুঁ এই মাত্র বল॥
শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে দ্বিতীয় দশা করিল আখ্যান॥

ইতি — শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশে শ্রীহৃদয়ানন্দ গোস্বামীর সেবক বৃন্দাবন আগমন ও শ্রীজীব গোস্বামীর প্রত্যাদেশ প্রদান নাম দ্বিতীয় দশা সম্পূর্ণ।

—০—

তৃতীয় দশা

জয় জয় শ্যামানন্দ দেবের চরণ।
স্মরণ করিয়া গ্রন্থ করিয়ে রচন॥
তবে সেই ভক্তগণ পরিক্রমা কৈল।
গোসাঞিঁর পত্র লইয়া আনন্দে চলিলা॥
সেই ভক্তগণ কথো দিনেতে মিলিলা।
শ্রীজীবের পত্র লইয়া গোসাঞিঁরে দিলা॥
পত্র পাঠকরি গোসাঞিঁ বিচার করিলা।
শ্রীজীবের বাক্য কিছু কহিতে লাগিলা॥
বুঝিতে নারিল কিছু কথার নিশ্চয়।
বঞ্চনা করিয়া জীব এই খুব কয়॥
কবে তারে স্বপ্নে আমি দরশন দিলা।
আমি নাহি জানি সেই প্রমাণ হইলা॥
শ্যামানন্দ নাম আমি না দিয়ে তাহারে।
আমি নাহি জানি সেহ আচরণ করে॥
গুরু কৃপা প্রাপ্ত নাম তিলক না মানে।
স্বপন দেখিয়া তেঁই করে আচরণে॥

স্বপন হইল সত্য সাক্ষাৎ সে মিথ্যা।
এই সব বাক্য যত প্রবঞ্চনা কথা॥
স্বপনের কথা এবে কহে ত্রিভুবনে।
স্বপনকে সত্য করি কেহ নাহি মানে॥
নিশ্চয় লইয়া জীব মোর কৃষ্ণদাসে।
বঞ্চন করিয়া মোরে লিখিল তরাসে॥
সব ভক্তগণ লৈয়া বৃন্দাবন যাব।
সাধুর সমাজ করি পরীক্ষা করিব॥
তবে মোর ঘুচে এই হৃদয়ের ব্যথা।
চল সবে বৃন্দাবন যাইব সর্ব্বথা॥
এত বলি গৌড়েতে চলিল ক্রোধভরে।
সকল মহান্তগণ আনিবার তরে॥
গোসাঞি জিজ্ঞাসা কৈল নিজ ভক্তগণে।
কেমন তিলক তার দেখিলে নয়নে॥
হরিপদাকৃতি মধ্যেতে বিন্দু হয়।
এমন স্বরূপ তরে দেখিনু নিশ্চয়॥
আপনি তিলক জীব দিয়াছে তারে।
দোষ এড়াইবার তরে মাঝে বিন্দু ধরে॥
শ্রীরাধাবল্লভী এই তিলকের নাম।
ইহাতে জানিল তার উপাসনা ধাম॥
নিশ্চয় জানিল জীবের হৈল আশ্রয়।
এই কথা সত্য সর্ব্ব মিথ্যা কভু নয়॥
এই সব কথা হৈয়া চলেন গোসাঞি।
নিশ্চয়ই হইল এই আর কিছু নাই॥
তবে গিয়া গৌড়দেশে প্রবেশ হইলা।
সকল মহান্তগণে বৃত্তান্ত কহিলা॥
সবে মিলি কৃপা করি চল বৃন্দাবন।
কৃষ্ণদাস বাঁধিলেক আমার জীবন॥
না গেলে সবার আগে পরাণ ত্যজিব।
এই কথা সত্য মোর নিশ্চয় জানিব॥
এত শুনিলেন যবে সকল মহান্ত।
শ্রীজীবের সনে হবে করিতে সিদ্ধান্ত॥
চৌষট্টি মহান্ত আর দ্বাদশ গোপাল[১]
সবে মিলি একযুক্তে করিল বিচার॥
ব্রজে যাইবারে সবে সম্মত হইলা।
গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর কাছে আইলা॥
কেহবা মহান্ত তাঁর অধিকারী গেলা।
একযুক্ত হইয়া সবে ব্রজেতে চলিলা॥
গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুরের বাড়ী আইলা।
শ্রীহৃদয়ানন্দ সবায় লইয়া চলিলা॥
কথো দিন পথিমধ্যে করিল গমন।
সকল মহান্তগণ আইলা বৃন্দাবন॥

১। দ্বাদশ গোপাল শ্রীদাম—অভিরাম গোপাল, সুবল—গৌরীদাস, সুবাহু—উদ্ধারণ দত্ত, কুসুমাসর—শ্রীধর, বাসুদাম—ধনঞ্জয়, অর্জ্জুন—পরমেশ্বর স্তোককৃষ্ণ—পুরুষোত্তম পণ্ডিত, লবঙ্গ—কালিয়া কৃষ্ণদাস, সুদাম—সুন্দরানন্দ, দাম—নাগর পুরুষোত্তম, মহাবাহু—মহেশ পণ্ডিত, মহাবল—কমলাকর পিপ্পলাই।

দ্বাদশ গোপাল আর চৌষট্টি মহান্ত।
সবে মিলি আইলেন করিতে সিদ্ধান্ত॥
বৃন্দাবনে আইলা সবে যমুনার তীরে।
সবে মিলি উতরিলা শ্রীধীর২ সমীরে॥
যমুনাতে করি স্নান রসুই ভোজন।
প্রেমে মত্ত হঞা করে নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
এক ভক্ত পাঠাইয়া সমাচার দিল।
শ্রীজীব আনিতে আর ভক্ত পাঠাইল॥
আসিয়া শ্রীজীবচাঁদ সাষ্টাঙ্গ হইয়া।
সভারে প্রণাম করে আনন্দিত হিয়া॥
সকল মহান্ত উঠি আলিঙ্গন কৈল।
কেহ ভৃত্যজ্ঞানে তারে আশির্বাদ দিল॥
কি ভাগ্য আমার আজ হৈল শুভদিন।
সাধু দরশন পাইলুঁ মুঞি দীনহীন॥
আদর করিয়া তারে বসায়া আসনে।
শুভবার্ত্তা জিজ্ঞাসেন সব সাধুজনে॥
শ্রীজীব কহেন সব আনন্দ লহরী।
ব্রজের যে শুভবার্ত্তা কি কহিতে পারি॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিলাস কদম্ব রসধাম।
সর্বানন্দময় সর্ব ভক্তের বিশ্রাম॥
মদনগোপাল৩ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ।
গৌড়িয়া উড়িয়া ভক্তের সেই প্রাণনাথ॥

২। ধীর সমীর – ধীর সমীর বংশীবটের নিকট। এখানে গৌরীদাস পণ্ডিতের সমাধি বিদ্যমান। তথাহি – ভক্তমালে—

ধীর সমীর তস্যোপরে সুশোভন।
শীতল সুস্নিগ্ধ বহে মলয় পবন॥
শ্রীমান গৌরীদাস পণ্ডিত গোসাঞি।
যার বশীভূত শ্রীমান গৌরাঙ্গ-নিতাই॥
তাহার সমাধি আর শ্যামরায় জীর।
বিরাজয়ে সেই শুভ ধীর সমীর॥

এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্য, ছয় চক্রবর্ত্তী ও বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সমাধি বিদ্যমান। হৃদয়ানন্দ মহান্তগণকে লইয়া ঐস্থানে অবস্থান করেন। ধীরে সমীরে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক বর্ণন।

তথাহি—শ্রীগীতগোবিন্দে—

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহর বেশম্।
নিরুর নিতম্বিনী গমন বিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্॥
ধীর সমীরে যমুনা তীরে বসতি বনে বনমালী॥

৩। মদনগোপাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীপাদ রূপ ও সনাতন গোস্বামী ব্রজে গমন করিয়া শ্রীগোবিন্দ—গোপীনাথ—মদনমোহনাদি শ্রীবিগ্রহগণকে প্রকট

শ্যামানন্দ গোসাঞি আইল
সেইস্থানে।
গুরুকে প্রণাম করি সর্ব্ব সাধুজনে॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ গোসাঞি বলিছেন
তারে।
দুখিনী কৃষ্ণদাস দণ্ডবৎ কর কারে॥
কৃষ্ণদাস কহেন প্রভু তোমার চরণে।
আর যত বসিয়াছেন সব সাধুজনে॥
তুমি আমার তিলক আছ ত্যাগ করি।
কি সম্বন্ধে দণ্ডবৎ সাধুজনে করি॥
আমার তিলক নাম সম্বন্ধ যে মোর।
ত্যাগ করি সাধুজনে দণ্ডবৎ কর॥
কৃষ্ণদাস কহে প্রভু তোমা কৃপা
হৈতে।
শ্যামানন্দ নাম তিলক ধরিয়াছে মাথে॥
গোসাঞি কহেন সত্য না হয় স্বপন।
আমি নাহি জানি তুমি কর আচরণ॥
আর কোন স্থানে তুমি সেবক হইলা।
বঞ্চনা করিয়া মোরে লিখন
লিখাইলা॥
শ্যামানন্দ কহে প্রভু বঞ্চনা না হয়।
লিখনের কথা এই সুসত্য নিশ্চয়॥

গোসাঞি কহেন তোমার তিলক
ধুইব।
ধুইলে তিলক যদি পুনর্বার হইব॥
শ্যামানন্দ নাম অঙ্গে লিখিয়া ধুইব।
সেইস্থানে নাম যদি পুনঃ বারাইব॥
তবেত তোমারে কৃপা নিশ্চয় জানিব।
নহিলে সমাজ হইতে বাহির করিব॥
এত শুনি শ্রীগোসাঞি আজ্ঞা মাগি
নিল।
উঠিয়া শ্রীগুরু পদে প্রণাম করিল॥
এ নাম তিলক সাধু সমাজে দেখাব।
এ সত্য নহিলে আমি অপরাধী হৈব॥
এ কথা প্রমাণ করি শ্রীজীবে শুধাই।
এই কথা সত্য করি মানহ গোসাঞি॥
শ্রীজীব কহেন, এই সত্য সুনিশ্চয়।
উদ্ধার করহ এই জীব নষ্ট হয়॥
শ্রীব্রজমণ্ডলে যত বৈষ্ণব আছিলা।
গোসাঞি সবারে আনি সমাজ
করিলা॥
বৃন্দাবন কল্পকুঞ্জ রাসস্থলী স্থানে।
সারি দিয়া বসিলেন মহান্তেরগণে॥

করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্য্যটন গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। ব্রজেশ্বর শ্রীগোবিন্দ—গোপীনাথ—মদনমোহনাদি শ্রীবিগ্রহগণকে প্রকট করিয়া সেবাস্থানই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের কীর্ত্তিস্তম্ভ। তাই চৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণিত রহিয়াছে—"এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে করিয়াছে আত্মসাথ। এ তিনের চরণ বন্দো তিন মোর নাথ॥"

দুঃখিনী কৃষ্ণদাসে তথায় আনিলা।
ভূমিতে পড়িয়া তিঁহ দণ্ডবৎ কৈলা॥
কৃষ্ণদাসে সকল মহান্ত জিজ্ঞাসিল।
কাহার সেবক তুমি নাম কোথা পাইল॥
এত শুনি কহেন দুখিনী কৃষ্ণদাস।
শ্রীহৃদয়ানন্দ প্রভুর ভৃত্য নামাভাস॥
শুন কৃষ্ণদাস তুমি আমার বচন।
স্বপনের কথা সত্য না হয় কখন॥
অপরাধী হৈলে স্থান কোথাও না পাবে।
এই অপরাধে মুক্তি কভু নাহি হবে॥
হরি রুষ্টে গুরুদেব করয়ে নিস্তার।
গুরু রুষ্ট হইলে কেহ নারে তারিবার॥

তথাহি—

হরি রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা, গুরু রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ॥

এখনও সত্য তুমি কহ সবাকারে।
সবে মিলিয়া নিস্তার করিব তোমারে।
এ সাধু সমাজে মিথ্যা কহিলে বচন।
নিশ্চয় করিবে তুমি নরকে গমন॥
যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য হইবে উদয়।
ততদিন নরকেতে থাকিব নিশ্চয়॥
ব্যাসের বচন তুমি শুনহ প্রমাণ।
শ্রীভাগবত কথা কভু নহে আন।

তথাহি—

সভায়াং ভাষতেমিথ্যাং লোভাৎ ক্রোধ ভয়াতুষঃ।
সবাংশো নরকং যাতি যাবৎ চন্দ্র দিবাকর।

কোন ঠাঁই সেবক হৈয়াছ যবে গুপ্তে।
ভয় ছাড়ি সেই কথা কহ সমাজেতে।
তুয়া অপরাধ যত করিব মোচন।
এই সত্য মান তুমি সাধুর বচন॥
স্বপনে কৃপা সত্য কভু নাহি হবে।
পরীক্ষা করিতে সাধু সমাজ নারিবে।
গোসাঞির সাক্ষাতে তিলককৃপা নাম।
ইহা না মানিলে হবে ভণ্ডের সমান।
এত বাক্য শুনিয়া দুখিনী কৃষ্ণদাস।
সকল মহান্তগণে করেন সম্ভাষ।
গুরু কৃষ্ণ সত্যবস্তু শাস্ত্রে লোকে কহে।
স্বপনের কৃপা সত্য হয়ে সুনিশ্চয়ে॥
সংসারে স্বপন বিষ্ণু মায়ার প্রচার।
অমায়িক গুরুকৃপা সর্ববেদ সার॥
যদি কৃপা সত্য নহে অন্তরে জানিব।
দণ্ড দুই রহ আমি বুঝিয়া কহিব॥
এত বাক্য কহিয়া গোসাঞি শ্যামানন্দ।
ধ্যানেতে বসিলা প্রভু হইয়া আনন্দ।

ললিতা কৃপামন্ত্র হৃদয়ে জপিলা।
শ্রীরাধা লক্ষণ তবে হৃদয়ে হইলা॥
রাগময় চিত্ত হৈয়া রাগাত্মিক হইলা।
আত্মা প্রাণ মন বুদ্ধি সিদ্ধে প্রবেশিলা॥
শ্রীরাধা মন্দিরে সিদ্ধদেহ চলি গেলা।
বাহির দুয়ারে বসি কান্দিতে লাগিলা॥
শ্রীরাধার সখীগণ দেখিয়া তাহারে।
শুধাইলেন নাম গ্রাম কান্দ কেন দ্বারে॥
শুনিয়া গোসাঞি তা সবারে প্রণমিয়া।
আপনার নাম গ্রাম কহে বিবরিয়া॥
কনক মঞ্জরী নাম হউ ব্রজবাসী।
শ্রীললিতা পদে মুই হইয়াছি দাসী॥
রাত্রিদিন ঠাকুরাণী সঙ্গেতে রাখিলা।
ঘরেতে যাইতে স্বামী মারিতে ধাইয়া॥
পরাণ লইয়া মুই আইনু পলাইয়া।
কহ গিয়া প্রাণ রাখু দরশন দিয়া॥
এত বলি প্রণাম করিলা সখীগণে।
ব্যাকুল হইয়া কাঁদে সজল নয়নে॥
সখীগণ কহিলেন ললিতার কাছে।
কাঁদিয়া ব্যাকুলে তোমার দাসী আসিয়াছে॥

তোমার ঘরেতে নিরবধি সে রহিলা।
ঘর যাইতে স্বামী মারিতে ধাইয়া॥
ললিতা কহেন ডাকি আন সেইজন।
আমি হেতা করিতেছি তাম্বুল সেবন॥
এক সখী গিয়া তবে ডাকিয়া আনিলা।
শ্রীরাধা চরণে আসি দরশন কৈলা॥
পালঙ্কে বসিয়া সই তাম্বুল খান রঙ্গে।
ললিতা তাম্বুলসেবা করে নানারঙ্গে॥
শ্রীরূপমঞ্জরী করেন চরণ সেবন।
চম্পকললিতা সখী চামর ব্যঞ্জন।
কনকমঞ্জরী দেখি প্রেমেতে ভাসিলা।
সাষ্টাঙ্গ হইয়া পদতলেতে পড়িলা॥
ঠাকুরাণী আজ্ঞা দিলা তাহারে তুলিতে।
উঠায়া ললিতা তারে করিলা কোলেতে॥
ললিতার পদ ধরি কান্দিতে লাগিলা।
স্নেহ করি ঠাকুরাণী নিকটে ডাকিলা॥
নিজ পাদপদ্মে তুলি দিলা তার মাথে।
শ্রীরূপমঞ্জরী পদে পড়িলা মূর্চ্ছিতে॥
শ্রীরূপমঞ্জরী তারে কোলেতে করিয়া।
রাই পাদপদ্ম তলে দিলেন ফেলিয়া॥
কৃপা কর ঠাকুরাণী হয় তোমার দাসী।
ও রাঙ্গা চরণতলে রাখহ আশ্বাসি॥

তবে রাই জিজ্ঞাসেন কাঁদ কি কারণ।
রোদন করহ কেন হইয়া অচেতন।
কি নাম তোমার কহ হও কার দাসী।
কে তোমার মাতাপিতা কোন গ্রামবাসী॥
শুনিয়া কহেন নাম কনকমঞ্জরী।
তব পাদপদ্মে সেবা মনে আশা করি॥
তোমার দাসীর দাসী হউ ব্রজবাসী।
শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্মে মুই দাসী॥
এহাঁর পালক দাসী এহোঁ মাতাপিতা।
এহোঁ মোর স্বামী হন প্রেমভক্তি দাতা॥
এহাঁর কৃপাতে পাই ললিতা দর্শন।
ললিতার কৃপায় পাইল তব শ্রীচরণ॥
রোদনের হেতু মোর শুন প্রাণেশ্বরী।
তোমার চরণে সব নিবেদন করি॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ গোসাঞির সঙ্গেতে রহিলা।
তাঁর শিক্ষায় তাঁর আজ্ঞায় ব্রজভূমে আইলা॥
আসিয়া শ্রীজীব গোসাঞির নিকটে রহিলা।
শ্রীজীব গোসাঞি মোরে বহু কৃপা কৈলা॥
ব্রজে তব দোঁহার লীলা সব শুনাইলা।
শুনিতে মোর চিত্তে আনন্দ বাড়িলা॥
তোমার চরিত লীলা অমৃতের সিন্ধু।
তাহাতে ডুবিলা মন পাঞা একবিন্দু॥
তৃষ্ণাতে আকুল প্রাণ ব্যাকুল হইলা।
শ্রীজীব সে ধারা মোরে পান করাইলা॥

তোমার চরণপ্রাপ্তি উপদেশ দিলা।
শ্রীরূপমঞ্জরী পদে মোরে সমর্পিলা॥
তবু পাদপদ্ম সেবা মকরন্দ আশে।
কুঞ্জসেবা করি নাম দুখিনী কৃষ্ণদাসে॥

অধম পতিত মুই মোরে কৃপা কৈলা।
শ্রীচরণ নূপুর রাখিতে আজ্ঞা দিলা॥
নূপুর আনিতে ললিতারে পাঠাইলা।
তেঁই কৃপা করি মোরে দরশন দিলা॥

নূপুর পাইয়া মনে আনন্দিত হৈলা।
কৃপা করি নূপুর কপালে ছুঁয়াইলা॥
শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন থাকুক তোমার মাথে।
ইহা বলি নূপুর ছুঁয়াইল কপালেতে॥
নূপুর পরশে মাথে তিলক হইলা।
শ্যামানন্দ নাম মোর তখনি রাখিলা॥
আমার শ্যামার আজি হইলা আনন্দ।
আজি হৈতে তোমার নাম হউ শ্যামানন্দ।

কহিলেন মাগ বর যে মাগিবে দিব।
এত শুনি কহিলাম বুঝিয়া মাগিব॥
এত অভিলাষ মোর অন্তরে আছয়ে।
ইহা পূর্ণ কর যদি মোরে কৃপা হয়ে॥
তব দাসী হৈয়া রাধাকৃষ্ণকে সেবিবা।
এই বর মাগি ঠাকুরাণী মোরে দিবা॥
সদয় হইয়া মোরে এই বর দিলা।
কৃপা করি মোরে এই নিষেধ করিলা॥
জীব বিনা এই কথা কারো না কহিবে।
অন্যত্র কহিলে তুমি জীবন হারাবে॥
এত জানি তব কৃপা কারে না কহিয়ে।
তব নাম পদচিহ্ন তিলক বহিয়ে॥
তব নাম পদচিহ্ন গোসাঞি দেখিলা।
অবিশ্বাস কৈলা মনে আমারে ছাড়িলা॥
একথা জানিতে মনে প্রভু জিজ্ঞাসিলা।
কাহার সেবক নাম তিলক কে দিলা॥
গোসাঞিরে কহিলাম সেবক তোমার।
তুমি দিলে এই নাম তিলক আমার॥
ব্রজে বাসা করি কুঞ্জসেবায় রহিলা॥
স্বপ্নে আসি প্রভু মোরে দরশন দিলা॥
গোসাঞি দেখিয়া আমি প্রণাম করিলা।
আশির্ব্বাদ করি মোরে বার্ত্তা জিজ্ঞাসিলা॥
কি কার্য্য করহ কিবা ভজন সাধন।
মোরে কেন নাহি যাহ করিতে দরশন॥
এ শুনি কহিলাম প্রভুর চরণে।
কুঞ্জসেবা করি থাকি এই বৃন্দাবনে॥
তব পাদপদ্ম সেবা স্মরণ সাধন।
কৃষ্ণনাম অনুক্ষণ করিবে গায়ন॥
এ বাক্য শুনিয়া প্রভু আনন্দিত হৈলা।
কহেন এ কুঞ্জসেবা তোমারে মিলিলা॥
থাক এই কুঞ্জে তুমি করহ সেবন।
সেবিলে পাইবে রাধা-কৃষ্ণের চরণ॥
সেবা দেখি শ্যামাশ্যাম আনন্দ পাইবে।
সেইদিন কৃপা করি দরশন দিবে॥
আজি হৈতে তোমার নাম হউক শ্যামানন্দ।
তোমার নাম শুনি হবে সবার আনন্দ॥
এই নাম কৃপা করি গোসাঞি রাখিলা।
আশির্ব্বাদ করি মাথে পদ তুলি দিলা॥

তব পাদপদ্ম চিহ্ন তিলক হইল।
পরিক্রমা করিতে কুঞ্জ ভিতরে
প্রবেশিলা॥
এই কথা কহিলাম গোসাঞিরে।
সত্য না মানেন তিঁহ ক্রোধ করেন
মোরে॥
কহেন সাক্ষাৎ নাম তিলক না
মানিলা।
স্বপন দেখিয়া তাহা আচরণ কৈলা॥
স্বপন দেখিলে তুমি আমি নাহি
জানি।
স্বপনের কথা সত্য করিয়া না মানি॥
আমার সেবক যদি ধর মোর চিহ্ন।
কৃষ্ণদাস নাম বিনে না করিবে অন্য॥
এত শুনি কহিলাম গোসাঞির পায়।
তোমার তিলক বটে মুছে এই দায়॥
গোসাঞি বলেন তোমার তিলক
ধুইব।
ধুইলে তিলক যদি পুনর্বার হব।
শ্যামানন্দ নাম অঙ্গে লিখিয়া মুছিব।
সেইস্থানে নাম যদি পুনর্বার হব।
তবে মোর কৃপা সত্য নিশ্চয় জানিব।
শ্যামানন্দ নাম তোমার সত্য যে হইব।
এত শুনি গোসাঞির আজ্ঞা মাগি
নিলুঁ।
উঠিয়া শ্রীগুরুপদে প্রণাম করিলুঁ।

এ নাম তিলক সাধু সমাজে দেখাব।
এ সত্য নহিলে আমি পরাণ ত্যজিব॥
গৌড়দেশে ব্রজে যত মহান্ত আছিলা।
গোসাঞি সবারে আনি সমাজ
করিলা॥
বৃন্দাবনে কল্পকুঞ্জ রাসস্থলী স্থানে।
সবাই বসিলা আসি মহন্তের গণে।
আমারে আনিয়া তাহা পরীক্ষা
করিতে।
কহিতে লাগিল সব মহান্ত বর্গেতে।
শুন কৃষ্ণদাস তুমি সবার বচন।
স্বপনের কথা সত্য না হয় কখন।
অপরাধী হৈলে স্থান কোথাও না
পাবে।
এই অপরাধে মুক্ত কভু না হইবে।
এখনও সত্য তুমি কহ সবাকারে।
সবে মিলিলা তোমা করিবে উদ্ধারে।
এ সাধু সমাজে মিথ্যা কহিলে বচন।
নিশ্চয় করিবে তুমি নরকে গমন॥
কৃপাসিদ্ধ হইলে তুমি হইবে নিস্তার।
নহিলে তোমার গতি নাহি দেখি
আর।
এত শুনি কহিলাম সর্ব্ব সাধুজনে।
এই কৃপা সত্য প্রভু এ নহে স্বপনে।
যদি কৃপা সত্য নহে অন্তরে জানিব।
দণ্ড তুই রহ আমি বুঝিয়া কহিব।

এত বাক্য কহি তব পাদপদ্ম ধ্যানে।
মোর মন প্রাণ আইল তোমার চরণে।
বহু জন্ম ভাগ্যে মোর সাধন আছিল।
তব পাদপদ্ম আসি দরশন কৈলা॥
মুঞি মূঢ় অধম পতিত দুরাচারী।
তোমার চরণ ধ্যানে আইনু অবতরি॥
কৃপা কর ঠাকুরাণী দেহ পদছায়া।
নিজ দাসী জানিয়া করহ মোরে দয়া॥
গুরুর চরণ পাই তোমার চরণ।
মহান্ত সমাজে মোরে কর উদ্ধারণ॥
রোদনের হেতু আর মনের বাঞ্ছিত।
দুই কথা তব পদে কৈলুঁ নিবেদিত॥
ললিতা কহেন কৃপা কর ঠাকুরাণী॥
তোমার চরণে দাসী হউ আমি জানি॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী কহে তব পদে দাসী।
ও রাঙ্গা চরণতলে রাখহ আশ্বাসী॥
কনকমঞ্জরী হাতে ললিতা ধরিয়া।
রাইর চরণতলে দিলেন ফেলিয়া॥
কনকমঞ্জরী তবে প্রণাম করিলা।
রাই কৃপা করি মাথে পদ তুলি দিলা॥
তবে রাই সুবল চাঁদে আনাইলা।
যে কিছু সকল কথা তাহারে কহিলা॥
তোমার দাসের দাস নাম কৃষ্ণদাস।
সে মোর চরণ প্রতি কৈল বড় আশ॥
মোর কুঞ্জসেবা করি রহে অনুক্ষণ।
আত্ম প্রাণ মন মোরে কৈল সমর্পণ॥
জন্মে জন্মে দাসী মোর কনকমঞ্জরী।
নিত্য কুঞ্জসেবা তারে দিয়াছি কৃপা করি॥
তাহারে লঞ্যাছি আমি তব আজ্ঞা পাই।
সুবল বলেন মোর ভাগ্য হৈল রাই॥
তব পদে দাসী হৈলা মোর ভৃত্য গণে।
মোর বাঞ্ছা দাসী হউ তোমার চরণে॥
এত বাক্য শুনি রাই আনন্দ হইলা।
সুবল চরণে শ্যামানন্দে ফেলাইয়া॥
চরণে ধরিয়া শ্যামানন্দে প্রণমিলা।
শ্রীসুবল কোলে করি আশির্ব্বাদ কৈলা॥
ভাগ্যবতী হও তুমি রাইর প্রিয় দাসী।
লভিলে দুর্লভ প্রেম সেবা অভিলাষী॥
রাই কহেন সুবল তিলক তুমি দিবে।
মহান্ত সমাজে যেই পরীক্ষা করিবে॥
শ্যামানন্দ নাম ইহার বক্ষে লেখি দেহ।
মহান্ত সকলে তোমা কৃপা বলি কহ॥
আমার নিত্যপ্রিয় এই শ্যামানন্দ দাস।
ইহারে না করে যেন লোক উপহাস॥

মোর পদচিহ্ন তিলক শ্যামানন্দ নাম।
ভুবনে প্রচার যেন হয় বিদ্যমান॥
শুনিয়া সুবলচাঁদ আনন্দিত হইলা।
শ্যামানন্দ কপালেতে তিলক রচিল॥
শ্রীরাধাবল্লভী এই তিলক যে দিল।
রাধাপদাকৃতি মাঝে বিন্দু প্রকাশিলা॥
শ্যামানন্দ নাম তার হৃদয়ে লিখিলা।
মোর কৃপা হয় এই বলিতে কহিলা॥
কহিবে আমার গুরুর স্বরূপ ধরিয়া।
পণ্ডিত ঠাকুর মোর কৃপা কৈল আনিয়া॥
মহান্ত সমাজে মোর স্মরণ করিবে।
তবে যে তিলক নাম তেজোময় হবে॥
এত শুনি শ্যামানন্দ সাষ্টাঙ্গ হইলা।
শ্রীপাদপল্লব তার মাথে তুলি দিলা॥
পুনঃ পুনঃ শ্রীরাধা চরণে শ্যামানন্দ।
দণ্ডবৎ হঞা মাথে নিল পদদ্বন্দ্ব॥
তবে নিজ পদ দিয়া আশির্ব্বাদ কৈলা।
সেইস্থান হৈতে দোঁহে বিদায় করিলা॥
পুনর্বার প্রণাম করিলা শ্যামানন্দ।
পড়িল রাধিকা পদে হইলা আনন্দ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণে।
প্রণাম করয়ে গিয়া সবার চরণে॥
শ্রীরূপমঞ্জরী পদে দণ্ডবৎ কৈলা।
তাঁহার যতেক সখী তাঁরে প্রণমিলা॥
সবারে প্রণাম করি রাই কাছে গেলা।
দুই কর জুড়ি তাঁর মুখ নিরখিলা॥
নিরীক্ষণ করিতে ভাসিলা প্রেমজলে।
ঝর ঝর বহে নীর নয়ন যুগলে॥
কনকমঞ্জরী কহে বিনয় বচন।
রাতুল চরণে রাখ তনু প্রাণ-মন॥
এত শুনি প্রেমময়ী প্রবোধ করিলা।
পাইবে আমার পদ নিশ্চয় কহিলা॥
কিছুদিন উৎকলেতে জীব উদ্ধারিয়া।
পুনরপি আমার সেবায় রহিবে আসিয়া॥
প্রবোধ করিয়া তারে বিদায় করিলা।
এক সখী সঙ্গে আগে কথো দূরে গেলা॥
তারে পথ দেখাইয়া সখী ফিরি গেলা।
কনকমঞ্জরী তবে গমন করিলা॥
এথা বৃন্দাবনে সব মহান্তাদিগণ।
শ্যামানন্দ দেহ দেখি ছাড়িল জীবন॥
দেখিয়া মহান্তগণে বিস্মিত হইলা।
ব্রজেতে আসিয়া মোরা কি কার্য্য করিলা॥
হায় হায় করে সব মহান্তের গণ।
অপরাধ ভয়ে চিত্তে করেন রোদন॥
সকল মহান্তগণে ব্যাকুল হইলা।
আমরা থাকিতে বৈষ্ণব নষ্ট গেল॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ বড় কাতর হইলা।
গড়াগড়ি দিয়া কুঞ্জে পড়িয়া রহিলা॥

শ্রীজীব দেখিয়া সবাকারে প্রবোধিলা।
বস্ত্র ঢাকাইয়া শ্যামানন্দেরে রাখিলা ॥
কহিলেন কর সবে নাম সংকীর্ত্তন।
এখনি আসিবে শ্যামানন্দের জীবন ॥
শ্রীজীব জানেন শ্যামানন্দের অন্তরে।
জানিয়া কহেন কথা মহান্ত সবারে ॥
তোমরা সবে কৃষ্ণনাম কর সংকীর্ত্তন।
শ্রীগোবিন্দ শ্যামসুন্দর কমললোচন ॥
কতক্ষণে শ্যামানন্দ দেহে প্রবেশিলা।
শ্রীহৃদয়ানন্দ বলি উঠিয়া বসিলা ॥
দেখিয়া মহান্তগণে হরিধ্বনি কৈলা।
হৃদয়ানন্দের চিত্তে আনন্দ বাড়িলা ॥
শ্যামানন্দে জিজ্ঞাসিলা মহান্ত সকল।
শুনিব তোমার বাক্য কহহ বিরল ॥
শ্যামানন্দ বলেন যে কহি সেই কথা।
পণ্ডিত ঠাকুর কৃপা করিয়াছেন সর্বথা ॥
গোঁসাই স্বরূপ হঞা দরশন দিলা।
শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত মোরে কৃপা কৈলা ॥
যদি আমি তাঁহার চরণে ভৃত্য হব।
এ নাম তিলক তাঁর প্রত্যক্ষে দেখাব ॥
এত বাক্য শুনি তবে মহান্ত সকল।
শ্যামানন্দ মাথে দিল তিলক নির্মল ॥
হরি পদাকৃতি করি মাঝে বিন্দু দিলা।
শ্যামানন্দ নাম তার হৃদয়ে লিখিলা ॥
মহান্ত সমাজ আনি তাহে উভা কৈলা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম সবে উচ্চারিলা ॥
সকল মহান্ত বর মাগে প্রভুস্থানে।
যদি তব কৃপা সত্য রাখ ভক্তজনে ॥
সকল মহান্তগণ কহেন গোসাঞিরে।
তিলক মুছহ তুমি ধৌত কর নীরে ॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ গোসাঞি চিন্তিত হইয়া।
তিলক ধুইতে যান হাতে বারি লইয়া ॥
শ্যামানন্দ ডাকেন তবে আতঙ্ক হইয়া।
শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর রাখহ আসিয়া ॥
তবে শ্রীহৃদয়ানন্দ শ্যামানন্দের মাথে।
জল দিলা তিলক ধুইল কপালেতে ॥
হৃদয়ে ধুইল শ্যামানন্দ নামাক্ষর।
গোসাঞি বসিলা গিয়া মহান্ত ভিতর ॥
শ্যামানন্দ গোসাঞি ডাকেন উচ্চৈঃস্বরে।
পণ্ডিত ঠাকুর আসি রক্ষা কর মোরে ॥
এত বলি ডাকিলেন শ্যামানন্দ রায়।
তিলক হইল মাথে বিন্দু শোভা পায় ॥
শ্যামানন্দ নাম তার হৈল হৃদি মাঝে।
দেখিতে লাগিলা সব মহান্ত সমাজে ॥
যেমত তিলক ছিলা সেই মত হৈলা।
শ্যামানন্দ নামাক্ষর হৃদে প্রকাশিলা ॥
নিরীক্ষণ করি সব মহান্ত দেখিলা।
সে নাম তিলক বিন্দু উজ্জ্বল হইলা ॥
সুবলের কৃপা শ্রীমতীর আজ্ঞা হৈতে।
সে নাম তিলক সবা হৈল বিদিতে ॥

হৃদয়ানন্দ গোসাঞি তিলক নাম
দেখি।
লজ্জাতে আকুল হৈয়া হৈল অধোমুখি॥
সকল মহান্তগণ উঠে মহাধ্বনি করি।
আনন্দ হইল শ্যামানন্দে বুকে ধরি॥
কেহ কেহ কোলে করি চুম্ব খায় মুখে।
কেহ শ্যামানন্দ বলি ডাকে অতি সুখে॥
কেহ বলে এই অতি অপূর্ব্ব দেখিলা।
স্বপনের কথা সাধু সাক্ষাৎ হইলা॥
কেহ বলে সুবল চাঁদের এই ভঙ্গি।
কৃপা করি শ্যামানন্দে কৈল আত্মসঙ্গী॥
কেহ বলে শ্যামাপদ চিহ্ন কপালেতে।
শ্যামার আনন্দে শ্যামানন্দ নাম তাহে॥
এত দেখি শ্রীগোসাঞি অষ্টাঙ্গ হইলা।
সর্ব্ব মহান্তের গণে প্রণাম করিলা॥
তবে হৃদয়ানন্দ গোসাঞি পদে।
দণ্ডবৎ করে প্রেমে অশ্রু গদগদে॥
গোসাঞি করিয়া কোলে গলায়
বান্ধিয়া।
মুখেতে চুম্বন দিয়া কোলে বসাইয়া॥
আশির্ব্বাদ করি তারে বহু প্রশংসিল।
প্রাণাধিক করি গোসাঞি সঙ্গেতে
রাখিল॥
সকল মহান্তগণে পুনঃ স্নান কৈলা।
রসুই করিয়া সবে ভোজন করিলা॥
শ্রীজীব গোসাঞি কাছে শ্যামানন্দ
গেল।
অষ্টাঙ্গ হইয়া বহু দণ্ডবৎ কৈল॥
শ্রীজীব গোসাঞি কোলে করি চুম্ব
দিলা।
কহে আমি প্রাণ—দেহ তোমা
সমর্পিলা॥
তুমি ভক্ত নহ মোর হও প্রাণ সম।
তোমার প্রেমেতে বান্ধা হইল আমার
জীবন॥
ধন্য ধন্য কনকমঞ্জরী শ্যামানন্দ।
তোমার সেবাতে শ্যামার হইল
আনন্দ॥
এত কহি পাঠাইল গোস্বামীর স্থানে।
তার কাছে থাক তুমি চরণ সেবনে॥
শ্রীশ্যামানন্দ গোঁসাইর চরণ কমল।
স্মরণ করিয়া কহুঁ এই মাত্র বল॥
শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল তিন দশার আখ্যান॥

ইতি—শ্যামানন্দ প্রকাশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদবর্গের ব্রজধামে গমন, বিচারসভা ও হরিপদাকৃতি মধ্যে বিন্দু তিলক ও শ্যামানন্দ নাম প্রকাশ নামক তৃতীয় দশা সম্পূর্ণ।

—০—

চতুর্থ দশা

জয় জয় শ্যামানন্দ দেবের চরণ।
স্মরণ করিয়া গ্রন্থ করি যে রচন॥
তারপর দিন সব মহান্ত উঠিলা।
ব্রজ পরিক্রমা লাগি সবাই চলিলা॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ গোসাঞি সঙ্গে শ্যামানন্দ।
পরিক্রমায় চলিলেন হইয়া আনন্দ॥
দ্বাদশ বন আর যত উপবন।
আর যত কুঞ্জ সব করিলা দরশন॥
একদিন সঙ্কেত কুঞ্জে রাস হইতে ছিলা।
দর্শন করিতে সব মহান্ত আসিলা॥
রাধাকৃষ্ণ নৃত্য করেন সখীগণ লঞা।
মধুর গাওন করেন প্রেমে মত্ত হঞা॥
নানাবিধ নৃত্য করেন নানাবিধ গান।
নানাবিধ যন্ত্র বাজে অতি অনুপাম॥
দেখিয়া মহান্তগণ আনন্দিত হৈলা।
শ্যামানন্দ গোসাঞি দেখি মূর্চ্ছিত হইলা॥
রাধাকৃষ্ণ বলি কুঞ্জে গড়াগড়ি যান।
প্রেমেতে ভাসিল সব নয়ান বয়ান॥

উঠিয়া গোপীর ভাব প্রকাশ করিলা।
মাথে বস্ত্র দিয়া তথা নাচিতে লাগিলা॥
রাধাকৃষ্ণ নাম মুখে করেন গায়ন।
নাচিতে লাগিলা প্রেমে করিয়া রোদন॥
হৃদয়ানন্দ গোসাঞি নিরখিয়া ভাব।
রাধিকার ভাব এই মোর নাই লাভ॥
আমার কৃষ্ণের সঙ্গী নহে শ্যামানন্দ।
এতক্ষণে বুঝিলুঁ ইহার পরিবন্ধ॥
মোর নিজ ভাব ছাড়ি করে রাধাভাব।
রাধিকার সখী এই মোর নাই লাভ॥
এত বলি রাস ছাড়ি আইলা নিজ স্থানে।
অন্তরে বাধিলা অভিমান হইল মনে॥
শ্যামানন্দ গোসাঞি রহিলা রাস স্থানে।
শ্রীহৃদয়ানন্দের বড় ক্রোধ হইলা মনে॥

রাস পূর্ণ হৈলা তবে আইলা
শ্যামানন্দ।
সকল মহান্ত আছিলা হইল আনন্দ॥
শ্যামানন্দ শয়ন করিলা নিজস্থানে।
প্রাতঃকালে গেল তবে গুরু দরশনে॥
দর্শন করিয় বহু প্রণাম করিলা।
দেখিয়া হৃদয়ানন্দ বড় ক্রোধ হৈলা॥
ক্রোধ করিয়া গোসাঞি বলিতে
লাগিলা।
আমার কৃষ্ণের ভাব কেন হে
ছাড়িলা॥
গোপীভাব হৈল তোর গোপীর
লক্ষণ।
আর আমা সঙ্গে তব কিবা
প্রয়োজন॥
এত শুনি শ্যামানন্দ কহেন মধুর।
রাধিকার ভাবে ভজে পণ্ডিত ঠাকুর॥
কৃষ্ণ সঙ্গে রহে রাধাভাব অনুক্ষণ।
রাধাকৃষ্ণ দোঁহাকার করেন মিলন॥
রাধাকৃষ্ণ সঙ্গেতে থাকেন অনুক্ষণ।
রাধাকৃষ্ণ রাসলীলা করেন দর্শন॥
সেই সঙ্গে ভাব মোর হইল উদ্দীপন।
কেমনে ছাড়িনু প্রভু তোমার চরণ॥
রাধা বেশ হন কুঞ্জে সুবল ঠাকুর।
তার ভাব আস্বাদন করিলা মধুর॥
এত শুনি গোসাঞি কহেন সব মিথ্যা।
পণ্ডিত ঠাকুর মুখে না শুনি একথা॥

সখা বিনু রাধাভাব কভু না করিবে।
মোর সখ্যভাব যেই সেই আচরিবে॥
এত শুনি শ্যামানন্দ বলেন বচন।
সখ্যভাব করিতে নারিব আচরণ॥
শুনিয়া হৃদয়ানন্দ মহাক্রোধ হইলা।
উঠিয়া শ্যামানন্দে প্রহার করিলা॥
ছড়ি দুই তিন মারি হাতে গায়ে
পিঠে।
মাংস ফাটি রক্ত পড়ে গোসাঞি
ভূমে লুটে॥
দেখিয়া মহান্তগণ ধাইয়া ধরিলা।
সবে ক্রোধ করি তারে বলিতে
লাগিলা॥
শুনহ হৃদয়ানন্দ কি তোমার চিত।
শ্যামানন্দে মার তুমি ভাল নহে রীত॥
পূর্ব্বে শ্যামানন্দ মোরে বিরলে
কহিলা।
এতে তুমি সাক্ষাৎ বধের ভাগী
হৈলা॥
মধুর ভাবাশ্রিতে সর্ব্বভাব মিলে।
কি বুঝিয়া শ্যামানন্দে তাড়না
করিলে॥
সকল মহান্ত শ্যামানন্দে আশ্বাসিল।
তবে শ্যামানন্দ কিছু প্রার্থনা করিল॥

মোর ভাগ্য হৈল প্রভু অঙ্গীকার কৈলা।
মহা আনন্দিত হৈয়া অষ্টাঙ্গ হইলা॥
এতদিনে প্রভু মোরে প্রসাদ করিলা।
অঙ্গ অপরাধ মোর সব দূর হৈলা॥
মোর অপরাধ প্রভু ক্ষমহ অন্তরে।
প্রভু আজ্ঞা নষ্ট কৈনু মুই মূর্খ ছাড়ে॥

পঞ্চপুত্র হৈল যেন এক হইল সুতা।
ইহা জানি প্রভু কিছু না করিহ চিন্তা॥
এত বাক্য শুনি গোসাঞি কোলেতে করিলা।
দুঃখ না করিবে মনে আমি তোরে মাইলা॥
এত শুনি গোসাঞিরে প্রণাম করিলা।
দুঃখ নহে প্রভু মোর আনন্দ বাড়িলা॥

প্রহার সে নহে মোর সুগন্ধি চন্দন।
শীতল হইল মোর তনু প্রাণ মন।
একদিনে প্রভু মোরে অঙ্গীকার কৈলা।
আপনা করিয়া মোরে প্রসাদ করিলা।
শ্রীশ্যামানন্দের শুনি এসব বচন।
ধন্য ধন্য করে যত মহান্তের গণ॥

তবে সব সাধুগণ স্নানেতে চলিলা।
সমেত কুণ্ডেতে গিয়া সবে স্নান কৈলা॥
স্নান সারি করিলেন রসুই ভোজন।
সমেত দর্শন কৈলা যত কুঞ্জবন॥

সেইদিন সেই স্থানে বিশ্রাম করিলা।
রাত্রে শ্রীহৃদয়ানন্দ স্বপন দেখিলা॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দরশন দিলা।
তারে দেখিয়া গোসাঞি প্রণাম করিল।
মহাপ্রভু অঙ্গে শুক্ল উড়ানি আছিলা।
রক্তে ভিজিয়াছে কিছু দেখিতে পাইলা॥
হাতে পায়ে পৃষ্ঠে মাংস কাটিয়া গিয়াছে।
রক্তেতে উড়ানি ভিজি কামড়িয়া আছে।

মহাপ্রভু দেখিয়া সে গোসাঞি শুধায়।
একি বিপরীত প্রভু শ্রীঅঙ্গে দেখায়॥
তব কৃপা হৈতে পরি এ রক্ত বসন।
শ্যামানন্দ মোর আত্মা করিলে ঘাতন॥
কনকমঞ্জরী রাইর নিজ সহচরী।
তারেহ পরীক্ষা কর কি সংশয় করি॥
তাহারে মারিলে মোর অঙ্গেতে বাজিল।
রক্তেতে জর্জ্জর তনু বসন ডুবিল॥
এত শুনি গোসাঞি পড়িল শ্রীচরণে।
আর মোর নিস্তার নাহিক ত্রিভুবনে॥

শ্যামানন্দ তব দেহ আমি নাহি জানি।
এবার উদ্ধার মোরে কর পদ্মপাণি ॥
মোর অপরাধ হৈল তব শ্রীচরণে।
প্রভু না ক্ষমিলে আমি ত্যজিব পরাণে ॥
এত শুনি মহাপ্রভু করুণা করিলা।
প্রসন্ন হইয়া তবে কহিতে লাগিলা ॥
হৃদয়ানন্দ আমার শুনহ বচন।
শ্রীরাধার নিজ প্রিয়ে করিলে দণ্ডন ॥
ভক্তঠাঁই অপরাধ প্রভু নাহি সয়।
রাধাকৃষ্ণ অতি প্রিয় শ্যামানন্দ রায় ॥
যে হইল অপরাধ শুন বলি আমি।
সাধু অপরাধে সাধু সেবা কর তুমি ॥
বৈষ্ণবের অপরাধ তুমিহ মানিবে।
দ্বাদশ মহোৎসব কর তবে ক্ষমা হবে ॥
শুনিয়া হৃদয়ানন্দ মহোৎসব মানিলা।
মহাপ্রভু পদ তুলি তার মাথে দিলা ॥
আশির্ব্বাদ দিয়া প্রভু অন্তরাল হৈল।
তবে শ্রীহৃদয়ানন্দ উঠিয়া বসিল ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি স্মরণ করিলা।
প্রাতঃকাল হৈলে স্বপ্ন মনে স্মৃতি হৈলা ॥
প্রাতঃকালে মহান্তগণ দরশন কৈল।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব সকলে কহিল ॥
কালি আমি শেষ রাত্রে দেখিনু স্বপন।
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দিলেন দরশন ॥

শ্যামানন্দ অঙ্গে যত করিয়াছি ঘাত।
মহাপ্রভুর ঠাঁই হৈছে রক্তপাত ॥
হাতে পায়ে পৃষ্ঠে মাংস কাটিয়া গিয়াছে।
রক্তে উড়ানি সব ডুবিয়া রহিছে ॥
শুধাইনু প্রভুপদে প্রণাম করিয়া।
প্রভু কহে, তব কৃপা শ্যামানন্দ দিয়া ॥
মোর আত্মা শ্যামানন্দ তাহারে মারিলা।
মোর অঙ্গে বাজি রক্তে বসন ভিজিলা ॥
এত শুনি প্রভুপদে পড়িনু কাতরে।
একবার উদ্ধার করহ প্রভু মোরে ॥
শ্যামানন্দ দেহ তোমার আমি না জানিল।
সেই অঙ্গে ঘাত করি অপরাধী হৈল ॥
শ্রীঅঙ্গে করিনু ঘাত নাহিক নিস্তার।
তোমার চরণ বিনু, গতি নাহি আর ॥
এত শুনি মহাপ্রভু করুণা করিল।
দ্বাদশ মহোৎসব মোরে আজ্ঞা দিল ॥
তাঁর বাক্য শুনি আমি অঙ্গীকার কৈলা।
অষ্টাঙ্গ হইয়া তবে প্রণাম করিলা ॥
মহাপ্রভু পদ তুলি মোর মাথে দিলা।
কৃষ্ণে ভক্তিবস্তু বলি অন্তর্ধান হৈলা ॥
সাধু স্থানে অপরাধী হৈনু প্রভুস্থানে।
এবার উদ্ধার কর মোরে সাধুগণে ॥

শুনিয়া মহান্ত সব কহিতে লাগিলা।
এই কথা সত্য সবে নিশ্চয় জানিলা॥
শ্যামানন্দে স্বপ্নে কৃপা তুমি না
মানিলা।
সেই সত্য হয় যদি এই সত্য হৈলা॥
সকল মহান্তস্থানে গোসাঞি কহিলা।
মহোৎসব মানি সব সত্য জানাইলা॥
এত শুনি শ্যামানন্দ কহেন
গোসাঞি।
মোর এক ভিক্ষা সব সাধুজন ঠাঁঞি।
প্রভু সঙ্গে কৈনু বাদ মোর অপরাধ।
সকল মহান্ত মোরে করহ প্রসাদ॥
দ্বাদশ মহোৎসব মোরে এই ভিক্ষা
দেহ।
সবে কৃপা করিয়া আপনা করি লহ॥
সকল মহান্তগণে আনন্দ হইলা।
দ্বাদশ মহোৎসব আমরা তোমারে যে
দিলা॥
সবে কহে ধন্য শ্যামানন্দ নাম
তোমার।
আপনি উদ্ধারি কৈলে গুরুকে
উদ্ধার॥
তুমি রক্ত নহ হও সবাকার প্রাণ।
এত বলি দিল তারে আলিঙ্গন দান॥
তবে শ্যামানন্দ উঠি প্রণাম করিলা।
গোসাঞির পায়ে পড়ি সাষ্টাঙ্গ
হইলা॥

গোসাঞি করিয়া কোলে আশির্ব্বাদ
কৈলা।
সকল মহান্তপদে সাষ্টাঙ্গে নমিলা॥
সবে মিলি পুন তবে বিচার করিল।
শ্যামানন্দে আগে বৃন্দাবনে পাঠাইল॥
মহোৎসবের সামগ্রী কর তুমি গিয়া।
আমরা মিলিব পাছে পরিক্রমা দিয়া॥
শুনি শ্যামানন্দ বড় আনন্দ হইলা।
সকল মহান্ত পদে প্রণাম করিলা॥
বিদায় হইয়া তবে গেল বৃন্দাবন।
পরিক্রমা করিতে গেলেন সাধুগণ॥
শ্যামানন্দ বৃন্দাবন প্রবেশ হইলা।
শ্রীজীব গোসাঞির পায় দণ্ডবৎ
হৈলা॥
শ্রীজীবে কহিল তবে সব বিবরণ।
শুনিয়া হইল সেহ আনন্দিত মন॥
শ্যামানন্দ গোসাঞিরে কোলেতে
করিয়া।
ধন্য শ্যামানন্দ তুমি সবায় উদ্ধারিলা॥
শ্রীজীব গোসাঞি তবে ভাণ্ডার
হইবে।
মহোৎসব সামগ্রী সব সংগ্রহ
করিবে॥
শ্রীজীব ডাকিয়া ব্রজবাসীগণে।
মহোৎসব তরে ভিক্ষা কৈল
সবাস্থানে॥

শ্যামানন্দ গোস্বামীর মহোৎসব শুনি।
ভাণ্ডার খুলিয়া দিল ব্রজবাসী আনি॥
তবে শ্যামানন্দ শ্রীমথুরা ভিক্ষা কৈলা।
মহোৎসব সামগ্রী সেও স্থানে হইলা॥
মথুরা হইতে বৃন্দাবনেতে আইলা।
মহোৎসবের সামগ্রী প্রস্তুত করিলা
পরিক্রমা করি সব মহান্ত আইলা।
সবে আসি বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলা।
শ্যামানন্দ নিবেদিল শ্রীজীব চরণে।
আমি কিছু নাহি জানি জানহ আপনে॥
যে আজ্ঞা করিবে মোরে সে কার্য্য করিব।
শ্রীজীব গোস্বামী আজ্ঞা দিল ভৃত্যগণে।
আমন্ত্রণ কর ব্রজে যত সাধুজনে॥
সকল মহান্ত আর ব্রজবাসীগণে।
সবাকারে নিমন্ত্রণ কর ব্রজস্থানে॥
আজ্ঞা পাঞা ভৃত্যগণে আমন্ত্রণ কৈলা।
জ্যৈষ্ঠ শুক্লা তৃতীয়াতে মহোৎসব আরম্ভিলা॥
লুচি পুরী মিঠাই ক্ষীর শর্কর দধি।
ঘর ভরা দ্রব্য সব নাহিক অবধি॥
নানা উপহার তার কে করিবে লেখা।
সকল পক্কান্ন দ্রব্য অদ্ভুত অধিকা॥

এ সকল দ্রব্য কৈল পর্ব্বত প্রমাণে।
পাকা মহোৎসব দিল সব সাধুজনে॥
সব ব্রজবাসী গিয়া করিল ভোজন।
বোঝাবাঁধি কত দ্রব্য নিল কতজন।
এই মতে এক মহোৎসব হৈলা।
দ্বাদশ দিবস অন্ন মহোৎসব কৈলা।
পূর্ণিমাতে রাধাকৃষ্ণ রাস দরশন।
যাত্রা দেখি সবলোক আনন্দিত মন॥
এই মতে দ্বাদশ দিবস পূর্ণ হৈলা।
পূজা করি সাধুজনে বিদায় করিলা॥
তবে শ্যামানন্দ শ্রীহৃদয়ানন্দ স্থানে।
প্রণাম করিয়া তাঁরে করে নিবেদনে।
মোর কিছু নাই প্রভু সকল তোমার।
যে কৃপা করিবে প্রভু সেই যে আমার।
এত বলি পাঁচটি মোহর হাতে লইয়া।
অষ্টাঙ্গ হইল তবে প্রভুপদে দিয়া।
তবে শ্রীহৃদয়ানন্দ কোলেতে করিলা।
মাথে পদ দিয়া কৃষ্ণভক্তি বর দিলা॥
নাম মন্ত্র দিয়া জীবে করিবে উদ্ধার।
শ্যামানন্দ কহে প্রভু যে আজ্ঞা তোমার॥
তবে সব সাধুগণে বিদায় করিলা।
হৃদয়ানন্দ গোসাঞি আগমন কৈলা॥
শ্রীজীব গোসাঞি সব মহান্ত মিলিয়া।
যথাযোগ্য সারে তারে বিনীত হইয়া॥

শ্যামানন্দ গোসাঞিরে কোলেতে
করিল।
শ্রীজীব গোসাঞি কাছে সমর্পিয়া
দিল॥
সকল মহান্তগণে গমন করিলা।
শ্যামানন্দ অনুব্রজি কতদূরে গেলা॥
সকল মহান্ত তারে বিদায় করিতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া তেঁহ পড়িলা ভূমিতে॥
সকল মোহন্ত তারে প্রবোধ করিয়া।
কোলাগ্রত করি কহে সদয় হইয়া।
গোসাঞি সবার মান্য দণ্ডবৎ করে।
একে একে প্রণাম করি শ্রীচরণ ধরে।
সকল মহান্তগণে করিলা গমন।
শ্যামানন্দ বৃন্দাবনে আছিল ততক্ষণ॥
শ্রীজীব সঙ্গেতে বাস করিয়া রহিলা।
এইরূপে কথোদিন বৃন্দাবনে গেলা॥
নিত্য কুঞ্জসেবন শ্রীভাগবত শ্রবণ।
লক্ষ হরিনাম নিত্য করেন ভজন।
এইমত থাকে সদা শ্যামানন্দ রায়।
ব্রজভূমি ছাড়িয়া অন্যত্র নাহি যায়॥
একদিন রাতে করে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
তার মধ্যে তন্দ্রা আসি গ্রাসিল নয়ন॥
রাধাকৃষ্ণ দুইজনে রত্ন সিংহাসনে।
সর্ব সখীগণ সঙ্গে করেন সেবনে।
নিরখিয়া শ্যামানন্দ দণ্ডবৎ কৈল।
ললিতারে উঠাইতে রাই আজ্ঞা দিল॥

সকল বৃত্তান্ত তারে জিজ্ঞাসা করিল।
শ্রীচরণে শ্যামানন্দ সব জানাইল।
শুনি রাধা কৃষ্ণ হইল পরম আনন্দ।
আজ্ঞা করে বাক্য আমার শুন
শ্যামানন্দ।
উৎকলের লোক সব হৈল পাপাচার।
উপদেশ দিয়া তারে করহ নিস্তার॥
মোর ব্রজবাসী সব গতায়াত করে।
পথেতে যাইতে তা সবারে নাহি
পারে॥
দুষ্টলোক সব তুমি করিবে নিস্তার।
মোর প্রেম-ভক্তি দিয়া কর প্রতিকার॥
মোর নিত্যপ্রিয় হয় রসিক মুরারী।
তারে লৈয়া তুমি গিয়া কর সবে পরি॥
এই মতে রাধাকৃষ্ণ দুই জনা কয়।
হেনকালে শ্যামানন্দের নিদ্রাভঙ্গ
হয়।
নেত্র মেলাইয়া দেখে শ্যামানন্দ রায়।
কোথা গেল রাধাকৃষ্ণ দেখিতে না
পায়॥
ক্ষণেক রোদন করি সুস্থির হইল
জাগ্রত স্বপন বলি কারে না কহিল।
এই মত কথোদিন গেল সেইস্থানে।
একদিন জীবচাঁদে দেখেন স্বপনে॥

রাধাকৃষ্ণ দরশন একদিন হৈল।
তারে দেখি শ্রীরাধিকা কহিতে লাগিল॥
শুন শুন ওহে জীব আমার বচন।
শ্যামানন্দে কহ করু উৎকলে গমন।
রসিক মুরারী মোর অতি প্রিয় হয়।
তারে লইয়া মোর ভক্তের সেবা আচরয়॥
মোর ভক্তজনে পথে সেবন করিবে।
উৎকলের দুষ্টলোকে প্রবোধন দিবে॥
আমি কহিয়াছি সে না যায় কি কারণে।
তুমি তারে থাকিতে না দিবে বৃন্দাবনে।
এত কহি রাধাকৃষ্ণ অন্তর্ধান হইল।
শ্রীজীব স্বপন দেখি উঠিয়া বসিল।
প্রাতঃকালে জীব শ্যামানন্দেরে ডাকিল।
স্বপ্নের সকল কথা তাহারে কহিল।
রাধাকৃষ্ণ আজ্ঞা তোমা উড়িষ্যা যাইতে।
আজ্ঞা না মানিয় রহ কি ভাবিয়া চিতে।
শ্রীজীব করিলা আজ্ঞা যাইতে উড়িষ্যায়।
সে দেশে পতিত তারি আসিবে এথায়।
শ্রীমতীর এই আজ্ঞা হঞাছে তোমারে।
আজ্ঞার পালন করি আসিবে সত্বরে।
রসিক মুরারী তথা আছেন অবতরি।
তাঁহারে কহিব তব বৃত্তান্ত বিবরি।
আমার বচন তুমি চলিবে এখন।
রসিক মুরারী লৈয়া তারহ ভুবন।
শ্রীজীবের আজ্ঞা পায়া দণ্ডবৎ করি।
প্রস্থান করিল রাধাকৃষ্ণ হৃদে স্মরি॥
শ্রীশ্যামানন্দ গোসাঞির চরণ কমল।
স্মরণ করিয়া কহি এই মাত্র বল॥
শ্রীজীব মঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিয়ে চারি দশার আখ্যান।

ইতি—শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশে শ্রীহৃদয়ানন্দের শ্যামানন্দ প্রভুকে প্রহার, দ্বাদশ দিবস ব্যাপী দণ্ডমহোৎসব ও শ্যামানন্দ প্রভু প্রভৃতি উৎকলে রসিক মুরারী সহ প্রেমদান প্রচার ও জীবোদ্ধারণে শ্রীরাধারাণীর আজ্ঞা নাম চতুর্থ দশা সম্পূর্ণ।

—০—

পঞ্চম দশা

জয় জয় শ্যামানন্দ দেবের চরণ।
স্মরণ করিয়া গ্রন্থ করিয়ে রচন॥

হেনরূপে ১বৃন্দাবনে শ্যামানন্দ রায়।
রাধাকৃষ্ণ আজ্ঞা পায়া উৎকলেতে যায়।

বৃন্দাবন ত্যজিব বলি মনোদুঃখ কৈলা।
শ্রীজীবে প্রণাম করি গমন করিলা॥

নিকুঞ্জ ভবনে গিয়া গড়াগড়ি দিল।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমোল্লাস হৃদেতে বাড়িল॥

সদা বৃন্দাবন লীলা স্মরণ অন্তরে।
মনোদুঃখে বাহিরিল উৎকল নগরে॥

শ্রীশ্যামানন্দ গোঁসাই যেই পথে যায়।
প্রেমে মত্ত হঞা লোক হরি বলি ধায়॥

প্রেম দেখি সঙ্গ হইলা বৈষ্ণবগণ।
শ্রীশ্যামরায় বিগ্রহ ঠাকুর সেবন॥

এইমত কতদিন পথেতে চলিলা।
উৎকলের বলভূমে গিয়া প্রবেশিলা॥

এথা রাজা নাম ধল নবীন কিশোর।
বড় দুষ্ট দুরাচার নষ্টামীতে ঘোর॥

তার ইষ্টদেবী নাম মুণ্ডুলিয়া রঙ্কিনী।
মহাপ্রতাপিনী তিনি কি কহিব আমি॥

তীর্থবাসী বৈষ্ণব, পরদেশী যে আইসে।
বাসা লয়া দেন সবে তাঁহার আবাসে॥

চতুর্দিক রুদ্ধমাত্র দ্বার আছে খানে।
বাসা দিয়া কপাট নাড়েন দুষ্টগণে॥

রাত্রে দেবী সে সবারে সংহার করয়ে।
রাজাকে আশিষ দিয়া শোনীমাংস
খায়ে॥

শ্রীগোসাঞি সেইখানে প্রবেশ হইল।
রাজার সেবক লৈয়া দেবীগৃহে গেল॥

বাহিরে কপাট দিয়া চলিয়া আইলা।
ভক্ষণ করহ মাতঙ্গিনী বলিয়া কহিলা॥

গোসাঞি বলে রাজা ভালবাসা দিল।
নির্ম্মল নির্জন স্থান মনস্থির হইল॥

গোসাঞি কহেন সব বৈষ্ণবের গণে।
রাধাকৃষ্ণ স্মরণ করহ সর্ব্বজনে॥

হেনমতে নিশা অর্দ্ধ প্রবেশ হইলা।
শ্রীশ্যামানন্দ দর্শনে রঙ্কিনী আইলা॥

১—ভক্তিরত্নাকর ও প্রেমবিলাসাদি গ্রন্থ প্রমাণে শ্রীনিবাস-নরোত্তমসহ শ্যামানন্দ গোস্বামী গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে আসেন বন বিষ্ণুপুরে গ্রন্থ অপহৃত হইলে নরোত্তম সহ খেতুরী—কালনা হইয়া উৎকলে প্রবেশ করতঃ রসিকনন্দসহা মিলিত হন।

শ্রীগোস্বামীকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গী হইল।
চরণেতে পড়ি বহু স্তুতি আরম্ভিল॥
কহেন গোস্বামী দেবী উঠহ সত্বর।
দেবী কহেন দোষ ক্ষম দয়ার সাগর॥
এত কহি রাজ কাছে গমন করিল।
শয়ন স্থানেতে গিয়া প্রবেশ হইল॥
হাতে কাতি খর্পর লইয়া ক্রোধ ভরে।
বলে রাজা সবংশে মারিব আমি তোরে॥
মোর ইষ্টদেব প্রভু শ্যামানন্দ রায়।
তারে মোর গৃহে ভরি কপাট লাগায়॥
যার তেজে ছাতি মোর চড়চড় করে।
ভয়েতে চরণে আমি পড়িনু কাতরে॥
বড় কৃপাময় প্রভু দয়ার সাগর।
আস্তব্যস্ত দেখি প্রাণ রাখিল মাত্তর॥
সবংশ লইয়া রাজা পদে পড় গিয়া।
না গেলে মরিবে সবে গেনু আমি কঞা॥
এত শুনি রাজা হৃদে বড় দুঃখ কৈলা।
দেবীর চরণে রাজা পড়িয়া রহিলা॥
কি বুদ্ধি করিব আমি আজ্ঞা দেহ মোরে।
দেবী কহে সবে গিয়া সেব গোস্বামীরে॥
এত বলিয়া রঙ্কিনী অন্তর্ধান হৈলা।
শ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামী কাছে প্রবেশিলা॥

দেখিলেন শ্রীগোস্বামী পহুড়িয়া আছে।
রঙ্কিনী গিয়া বসিলেন শ্রীচরণ কাছে॥
নিজহস্ত দিয়া প্রভুর চরণ সঞ্চালে।
মহোল্লাস হইয়া দেবী ভাসে প্রেম জলে॥
এত রাজা চিত্তে ভাবি মহাভয় কৈলা।
সবংশে লইয়া দেবী ভবনে চলিলা॥
রাজা পাটরাণী চলে অর্ঘ্যথালি লইয়া।
আর কেহ কেহ যায় দিছড়ী জ্বালিয়া॥
দেবীর ভবনে গিয়া প্রবেশ হইলা।
কপাট মেলিয়া তারে সাষ্টাঙ্গী হইলা॥
গলেতে বসন দিয়া উচ্চারয় তুণ্ডে।
রাখ প্রভু শ্যামানন্দ এত বলি কান্দে॥
আমি পাপী দুরাচার বিষয়েতে অন্ধ।
বহু অপরাধ কৈলুঁ প্রভু পদদ্বন্দ্ব॥
অভয় চরণে মুই শরণ লইমু।
প্রভু না ক্ষমিলে আমি সমুদ্রে ভাসিমু॥
এত শুনিয়া শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু বলে।
ভক্তদ্রোহী মুখ নাহি চাহি কোন কালে॥
এত বলি সব সাধুগণে আজ্ঞা দিলা।
কপাট পাড়হ দ্বারে বলিয়া বলিলা॥

প্রভু আজ্ঞা পাইয়া সব বৈষ্ণবগণ।
দ্বারেতে কপাট দিলা আনন্দিত মন॥
কিছুদিনে বিভাবরী পোহান্তি হইলা।
কুক্কুট বায়স আদি কোলাহল কৈলা॥
রাজা পাত্র মন্ত্রী রাজা সেবাতে আইল।
না দেখিয়া রাজা সবে মনোদুঃখ কৈল॥
কেহ এই বিবরণ সকল কহিলা।
শুনিয়া আশ্চর্য্য হৈয়া রাজা কাছে গেলা॥
শ্রীগোস্বামী নিদ্রা ত্যজি উঠিয়া বসিল।
প্রাতঃস্মরণ সারি মুখ পাখালিল॥
শ্যামানন্দ প্রভু কহে শুন ভক্তগণ।
অন্যস্থানে যাব আমি করহ গমন॥
টেরাবাড় দেহ রাজার মুখ না চাহিব।
সাধু অপরাধী রাজা দেশে না থাকিব॥
এত শুনি ভক্তগণ টেরাবাড় দিল।
তবে শ্যামানন্দ প্রভু বাহির হইল॥
পথেতে গমন করে হরিধ্বনি দিয়া।
রঙ্কিনী চলেন পাছে সুবেশ হইয়া॥
দেখি রাজা রাণী সব মন দুঃখ কৈলা।
সমদল লইয়া সবে পাছে গুড়াইলা॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা হৃদে সুমরিয়া।
পথেতে চলেন প্রভু সাধুগণ লইয়া॥
এই মত শ্রীগোস্বামী ষড়ক্রোশ গেলা।
সুবর্ণরেখা নদীতীরে গিয়া প্রবেশিলা॥
দুই তটে বন দেখে যেন বৃন্দাবন।
মধ্যেতে যমুনা বহে অতি সুশোভন॥
শ্রীগিরিগোবর্দ্ধন আছে এই কাছে।
এইখানে রাধাকৃষ্ণ বিহার করিছে॥
এই কৃষ্ণলীলা ভাবি প্রেমোল্লাস হৈলা।
ভক্তগণে শ্রীগোস্বামী চাহিয়া আজ্ঞা দিলা॥
এই আম্র বাগিচাতে উত্তরহ গিয়া।
স্নানার্চ্চন সকলি সারিব আমি ইঁহা॥
এত শুনি ভক্তগণ আনন্দ হইলা।
আম্র বাগিচাতে গিয়া সবে উত্তরিলা॥
শ্যামানন্দ তবে স্নানেতে রহিল।
সেইক্ষণে রাজা গিয়া চরণে পড়িল॥
বলে ত্রাহি মহাপ্রভু পতিত পাবন।
আমি তুচ্ছ হীনাচার রাখহ জীবন॥
শরণ লইনু প্রভু কর তব দাস
শুনি প্রভু কৃপা করি করিল আশ্বাস॥

স্নান সারিয়া গোসাঞি বাসাতে আইলা।
নিত্যকর্ম্ম পূজাবিধি সকলি সারিলা।
তবে রাজা লৈয়া দেবী রঙ্কিনী চলিলা।
গোস্বামী চরণতলে গিয়া প্রণমিলা॥
বহু কৃপা করি তবে প্রভু শ্যামানন্দ।
হরিনাম দিল তারে হইয়া আনন্দ॥

রাজার সবংশ প্রভুস্থানে শিষ্য হৈলা।
তবে প্রভু কৃপা করি তাহারে বলিলা।
শুনহ নবীন কিশোর আমার বচন।
পাপ ত্যাগ করি ধর্ম্ম কর আচরণ॥
কৃষ্ণনাম শরণ করহ রাত্রদিবা।
অনুক্ষণে বিপ্র বৈষ্ণবে কর সেবা॥

সাধু দর্শনে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবে।
অভীষ্ট কহিয়া তার চরণামৃত পাবে॥

জীবেতে হিংসন কভু না করিহ কভু।
আপনা জীবন যেন তারা জীব জানি॥

এত শুনি রাজা শ্রীচরণেতে পড়িলা।
যে আজ্ঞা তোমার প্রভু বলিয়া চলিলা॥

রাজা কহে অপরাধ ক্ষমহ আমারে।
কিছু সামগ্রী আনিব আজ্ঞা দেহ মোরে॥

এত শুনি শ্রীগোস্বামী অঙ্গীকার কৈলা।
ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ কিছু করহ বলিলা।
শুনি রাজা পাত্র মন্ত্রীদিগে আজ্ঞা দিল।
সকল সামগ্রী হেথা ভেজহ বলিল॥
রাজ আজ্ঞা পাঞা সভে চলিল সত্বর।
প্রবেশ হইল গিয়া রাজার নগর॥
হেথা সকল সামগ্রী ভিয়ান করিল।
শত শত ভার বোঝা দিয়া চালাইল॥
আপন সীমাতে যত বৈষ্ণব ছিলা।
ব্রাহ্মণ সমেত সবে আমন্ত্রণ কৈল॥
যে জন শুনিল শ্যামানন্দের চরিত।
আশ্চর্য্য মানিয়া সবে হৈল কৃত কৃত্য॥
যারা যে ব্যবসায়ী ছিলা সব ত্যাগ কৈলা।
উৎকণ্ঠ হইয়া প্রভু দরশনে গেলা॥
তবে রাজভৃত্য সব সামগ্রী লইয়া।
প্রবেশ হইল আম্র বাগানেতে গিয়া॥
সামগ্রী দেখিয়া প্রভু আনন্দ হইল।
পক্ক কর সাধুগণ বলি আজ্ঞা কৈলা॥

শুনিয়া বৈষ্ণব সবে উঠিল সত্বর।
রসুই আরম্ভ কৈল তোটার ভিতর।
একক্ষণ মাত্র পক্ক সকলি করিলা।
বিগ্রহ শ্রীশ্যামরায় ভোগ ভাগাইয়া।

শ্যামানন্দ প্রভু সব বৈষ্ণব লইয়া।
সুপক্ক ভোজন করে আনন্দিত হৈয়া॥
আর যত জন ছিল সবে দিয়াইল।
ভোজন সম্পূর্ণে প্রভু আচমন কৈল॥
তবে রাজা আপনার সবংশ লইয়া।
অধরামৃত পায় সবে আনন্দিত হইয়া॥
ভোজন সারিয়া রাজা প্রভুস্থানে গেলা।
একশ মোহর দিয়া প্রণাম করিলা॥
সব বৈষ্ণব বস্ত্র পরিধান কৈলা।
রাজভক্তি দেখি প্রভু আনন্দ হইলা॥
যেইখানে আছে প্রভু শ্যামানন্দ রায়।
নাম হৈল শ্যামসুন্দরপুর পরে তার॥
তবে রাজা গোস্বামীর চরণতলে গিয়া।
অসংখ্য প্রণাম করে বিনতি করিয়া॥
মোরে কৃপা করি এই গ্রামেতে থাকিবে।
সুদয়া করিয়া সদা দরশন দিবে॥
শুনি শ্যামানন্দ রায় আনন্দ হইল।
তবে রাজা দিব্যগৃহ বানাইয়া দিল॥
দশপঞ্চ গ্রাম রাজ দিলেক সুচিত্তে।
সাধুগণ লৈয়া প্রভু রহে আনন্দেতে॥
দ্বাদশ মহোৎসব তবে নিকট হইলা।
গোস্বামী আজ্ঞাতে রাজা বহু দ্রব্য কৈলা॥
শ্রীশ্যামানন্দ গোসাঞির চরণ কমল।
স্মরণ করিয়া কহি এই মাত্র বল॥
শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিয়ে পঞ্চম দশার আখ্যান॥

ইতি—শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশে ব্রজভূমি উৎকল ভুবনে বিজয়, ধলভূমে গড়ে রাজা নবীন কিশোর উদ্ধার নাম পঞ্চম দশা সম্পূর্ণ।

—০—

ষষ্ঠ দশা

জয় জয় শ্যামানন্দ দেবের চরণ।
স্মরণ করিয়া গ্রন্থ করিয়ে রচন॥
এইমতে ধলভূমে মহোৎসব হৈল।
নামামৃত উপহার বহু দ্রব্য কৈল॥
রাজা প্রজা অনেক সামগ্রী সবে দিলা।
কত শত সম্প্রদায় প্রবেশ হইলা॥
কেহ নাচে গায় কেহ করে সংকীর্ত্তন।
রাজা প্রজা দরশনে প্রেমে মত্ত হন॥
কেহ কেহ নানাদ্রব্য লৈয়া ভেটি করে।
গড়াগড়ি দিয়া সবে বলে 'হরে হরে'॥
যেই দিকে দেখে হরিধ্বনি আছে পুরি।
উঠিল মঙ্গল নাদ চৌদিকেতে ভরি॥

দাম মিশ্র সামবেদী ব্রাহ্মণ্য প্রধান
সর্ব্বকার্য্যে ভাণ্ডারেতে করে সমাধান ॥

এই মতে দ্বিতীয়াত্তে অধিবাস কৈল।
জ্যৈষ্ঠ মাস পূর্ণিমাতে পূর্ণ তবে হৈল ॥

মহোৎসব শুনি লোক আনন্দ সাগরে।
দূরদেশী লোক আসে প্রভু দেখিবারে ॥

এথা বয়নীতে থাকি অচ্যুত নন্দন।
দিবানিশি রাধাকৃষ্ণ জপেন সঘন।

রাত্রে রাধাকৃষ্ণ আসি দরশন দিল।
অচ্যুত নন্দনে দেখি কহিতে লাগিল ॥

বলে চল তুমি শীঘ্র ঘাটশিলা নগরে।
সেথা আইসে শ্যামানন্দ মিলিবার তরে ॥

তার কাছে শিষ্য হবে তারে আজ্ঞা মোর।
তুমি গেলে হবে তেঁহ আনন্দ অপার ॥

এত আজ্ঞা কহি অন্তর্ধানে চলি গেল।
শুনি অচ্যুতনন্দন প্রেমেতে ভাসিল ॥

ততক্ষণে গমন করিল আজ্ঞা পাঞ্যা।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমে মত্ত আনন্দিত হঞ্যা ॥

কাশীপুর দক্ষিণেতে পঞ্চতীর্থ নাম।
মধ্যাহ্ন কালেতে গিয়া মিলে সেই স্থান ॥

উচ্চে রাধাকৃষ্ণ বলে জয় শ্যামানন্দ।
ময়ূরের নাদ শুনি প্রেমেতে আনন্দ ॥

বেনু বৃক্ষ লাগি সংঘর্ষণে নাদ হৈল।
অচেতনে বসি ভ্রমে পড়িয়া রহিল।

ব্যাঘ্র হস্তী ভল্লুক বানর মৃগপক্ষী।
কারো হিংসা নাহি মনে আছেন নিরখি ॥

বনবাসে ভ্রমি পূর্ব্বে পাণ্ডু পঞ্চপুত্র।
ভ্রমি মিলি গেল যেই স্থানেতে অদ্ভুত ॥

কুন্তী তৃষ্ণা হইতে দেখি যুধিষ্ঠির রাজন।
বৃকোদরে আজ্ঞা কৈল জলের কারণ ॥

শুনিয়া মারুতি গদা ভূমেতে চাপিল।
সেইস্থানে গঙ্গাদেবী বাহির হইল ॥

জলপান কৈল কুন্তী পুত্রগণ লৈয়া।
হেন পাণ্ডুয়াতে প্রভু রহিল পড়িয়া ॥

রাধাকৃষ্ণ আসি তবে দিল দরশন।
আজ্ঞা কৈল শ্যামানন্দ করহ সেবন ॥

গুরুশিষ্য দুইজন উৎকল তারিবে।
হরিনাম মহামন্ত্র দিয়া উদ্ধারিবে ॥

আজ্ঞা দিয়া অন্তর্ধান হইল ততক্ষণ।
সচেতন হইয়া তবে উঠিল সঘন ॥

তবে কতক্ষণে ধল সীমাতে মিলিল।
ঘণ্টশিলা গ্রামে আসি প্রবেশ হইল ॥

লোকমুখে শ্যামানন্দ বৃত্তান্ত শুনিয়া।
সিংহ প্রায় রসিকেন্দ্র পঁহুছিল গিয়া ॥

যেই দেখে বলে এই হয় নারায়ণ।
হরিধ্বনি দিয়া পাছে চলে সবজন॥
এথা শ্যামানন্দ প্রভু আছেন নিগমে।
রসিকেন্দ্র মিলনের উৎকণ্ঠিত মনে॥
বহুজন সঙ্গে চলে হরি হরি বলে।
দেখি শ্যামানন্দ প্রভু জানিল অন্তরে॥
এইত রসিক বলি আনন্দ হইল।
দেখি অচ্যুত নন্দন চরণে পড়িল॥
শ্রীগোস্বামী তুলি তারে লৈয়া কোলে করি।
আনন্দ হইল পাঞা রসিক মুরারী॥
তবে শ্রীগোস্বামী পদে রসিক পড়িল।
মোরে মন্ত্র দেহ প্রভু বলি নিবেদিল॥
শুনি শ্যামানন্দ প্রভু আনন্দিত হৈলা।
রসিকেরে মহামন্ত্র উপদেশ দিলা॥
স্বহস্তে মস্তক লয়া তিলক রচিল।
ললিতার দত্ত মন্ত্র মুরারিরে দিল॥

তথাহি—

নাসার্দ্ধং কেশপর্য্যন্তং উদরপুণ্ড্র সুশোভনং।
মধ্যে কৃপাবিন্দুঃ যুক্তং তিলকং শ্যামমোহনং॥

তবে আজ্ঞা করে শুন রসিক মুরারী।
দাম মিশ্রে শিষ্য কর আমা আজ্ঞা ধরি॥
তবে দাম মিশ্র চরণেতে প্রণমিল।
রসিক মুরারী তারে হরি নাম দিল।
ঠাকুর পূজারী তুমি হঞা থাক সদা।
আমার কাছেতে তুমি থাকিবে সর্বদা॥
এত বলি শ্রীগোস্বামী আজ্ঞা তারে দিল।
শুনি দাম মিশ্র বহু আনন্দ হইল॥

মহোৎসবে যতকিছু পত্র দোনা হয়।
রঙ্কিনী সিঙেন সব বসিয়া নিশ্চয়॥
অদ্যপিহ রঙ্কিনী দেবী গুপ্ত বৃন্দাবনে।
পত্র দোনা সেবা সিঙেন বসিয়া নিগমে॥
ঘণ্টশিলা রাজসভা মহা পুণ্যস্থান।
মুরারি শ্রীশ্যামানন্দ যেথায় মিলন॥

আর দিন শ্রীগোস্বামী স্নান পূজা সারি।
বলে ভাগবত পড় রসিক মুরারী॥
শুনিয়া রসিক চাঁদ আনন্দ হইল।
আজ্ঞা পায়া ভাগবত পড়িতে লাগিল॥
অন্যান্য দেশের সব রাজা প্রজা আসি।
ভাগবত শ্রবণ করেন সবে বসি॥
শ্রীরসিক দেব বহুজনে শিষ্য কৈল।
এই মতে কতদিন সেখানে রহিল॥
জয় জয় শ্যামানন্দ জয় রসিকেন্দ্র।
চক্ষু দান দিও মোরে হইয়া আনন্দ॥

শ্রীশ্যামানন্দ গোঁসাইর চরণ কমল।
স্মরণ করিয়া কহি এই মাত্র বল॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিয়ে ষষ্ঠ দশার আখ্যান॥

ইতি—শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশে পঞ্চতীর্থ প্রকাশ শ্যামানন্দ রসিক মুরারী মিলন ও দাম মিশ্র উদ্ধার নাম ষষ্ঠ দশা সম্পূর্ণ।

—০—

সপ্তম দশা

জয় জয় শ্যামানন্দ দেবের চরণ।
স্মরণ করিয়া গ্রন্থ করিয়ে রচন॥
একদিন শ্রীগোস্বামী করিছে শয়ন।
রাধাকৃষ্ণ তারে আসি দিল দরশন॥
বলে শুন শ্যামানন্দ আমার বচন।
কাশীপুরে চল তুমি লয়ে ভক্তগণ॥
সুবর্ণরেখা নদীতীরে আছে শ্রেষ্ঠস্থান।
শ্রীগোপীবল্লভপুর দিবে তার নাম॥
গুপ্ত বৃন্দাবনে যেও বড় পুণ্যস্থান।
প্রকট করহ সেই স্থান সুনির্ম্মল॥
এখানে সেখানে আমার পূজা পধারিবে।
মহোৎসব আদি সব সেখানে করিবে॥
এত কহি রাধাকৃষ্ণ অন্তর্ধান হৈলা।
শ্রীগোস্বামী চেতি মুরারীরে বোলাইলা॥
যেই আজ্ঞা কৈল তারে সকলি কহিল।
শুনি রসিকেন্দ্র প্রেমে আনন্দ হইল॥
প্রেমভরে গদগদে অশ্রু পুলকিল।
মহাপ্রেম হৈতে প্রভু আনন্দ হইল॥
তবে রাজাকে ডাকিয়া বলেন বচন।
মল্লভূমি যাব আমি লয়া ভক্তগণ॥
রাজাকে বিদায় নিয়া প্রভু শ্যামানন্দ।
সঙ্গেতে রসিক চাঁদ আর ভক্তবৃন্দ॥
সধীরে সধীরে প্রভু করেন গমন।
সব ভক্তগণ করে নাম সংকীর্ত্তন॥
যে গ্রামে প্রবেশ হয় শ্যামানন্দ রায়।
আনন্দিত হইলা লোক পূজা করে পায়॥
এই মত মল্লভূমে প্রবেশ হইল।
কাশীপুর কোথা বলি লোকে জিজ্ঞাসিল॥
অচ্যুত নৃপতি গৃহে যেখানে আছিলা।
কাশীনাথ শিব কাছে গিয়া প্রবেশিলা॥
বলে লোক এইস্থান হয় কাশীপুরী।
এই কাশীনাথ শিব এথা অধিকারী॥
শুনি শ্যামানন্দ রায় আনন্দ হইল।
রম্যস্থান দেখি প্রভু প্রেমেতে ভাসিল॥

সুবর্ণরেখা দেখি বৃন্দাবন ভাবি মনে।
দুই তটে বন আছে মধ্যেতে যমুনে॥
এত বিচরিয়া মনে রসিকে কহিল।
এ স্থান গোপীবল্লভপুর নাম হৈল॥
এত কহি কাশীনাথ কাছে প্রবেশিয়া।
মানাই কহিল অন্যস্থানে রহ গিয়া॥
এখানেতে শ্রীমন্দির আমি বানাইব।
তুমিহ থাকিলে এথা কেমন হইব॥
বাসঙ্গ বনের মধ্যে আছে রহিয়া।
মৃত্যুঞ্জয় মিশ্র গাভী সেখানেতে গিয়া॥
শিব পরে দণ্ডাইয়া বহু ক্ষীর ঢালে।
তবে তৃণ ভক্ষণ কারণে গাভী চলে॥
এইমত নিত্যদিন ক্ষীর পান করে।
গোসাঞিের আজ্ঞা হৈল যাহ স্থানান্তরে॥
শুনিয়া কাশীনাথ কাপাশিয়া গেল।
সেখনেতে গিয়া অতি আনন্দে রহিল॥
কাশীপুর সন্নিকট পশ্চিম ভাগেতে।
বেলবন ছিল এক সুন্দর দেখিতে॥
সেইস্থানে রঙ্কিনী থাকিতে আজ্ঞা দিল।
শুনিয়া রঙ্কিনী দেবী আনন্দে রহিল॥
উত্তরেতে শ্রীগোপেশ্বর শিবের আলয়।
বৃন্দাবনে যৈছে তেঁহ করিল নিশ্চয়॥
হেন লীলা করে প্রভু শ্যামানন্দ রায়।
রাজা প্রজা কত শত দরশনে যায়॥

মঙ্গলার এক ব্রাহ্মণ দামোদর পতি।
ধার্ম্মিক পণ্ডিত বড় বহু ধনে স্থিতি॥
একদিন গোঠে গাভী দোহন করয়।
আচম্বিতে বংশীধ্বনি শুনি নিরিখয়॥
অগ্রেতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ দেখিতে পাইলা।
প্রেমে মত্ত হয়া গড়াগড়ি দিল।
তারে আজ্ঞা কৈলা প্রভু শুনহ ব্রাহ্মণ।
শ্যামানন্দ রসিকেন্দ্র সেব দুইজন॥
এত কহি রাধাকৃষ্ণ অন্তর্ধানে গেলা।
দামোদর পতি সেথা পড়িয়া রহিলা॥
তবে লোক ধাইয়া পড়িল সেইস্থানে।
কি হ'ল কি হ'ল বলি বলিল বিমানে॥

এই মত তৃতীয় প্রহর বেলা হৈল।
তবে দামোদর পতি চেতন পাইল॥
অতিষ্ঠ হইয়া বলে শ্যামানন্দ রায়।
কেমনে পাইব আমি রসিকেন্দ্র পায়॥
এত মনে ভাবি কারে কিছু না কহিল।
কাশিয়াড়ি হইতে মল্লভূমেতে আইল॥
কতক্ষণে গোপীবল্লভপুরে প্রবেশিলা।
শ্রীগোস্বামীর কাছে আসি প্রবেশ হইলা॥

চরণেতে উলগিঁয়া করতে বিনতি।
দাস করি রাখ প্রভু এ হীন কুমতি॥

এত শুনি শ্যামানন্দ আনন্দ হইল।
দামোদর পতি কর্ণে হরিনাম দিল॥

জয় শ্যামানন্দ জয় জয় রসিকেন্দ্র ।
জয় ভক্তবৃন্দ বন্দো তোমা পদদ্বন্দ্ব ॥
ভঞ্জভূমি রাজা শুনি আনন্দ হইল ।
শ্রীগোস্বামী দরশনে সেখানে আইল ॥
পাত্র মন্ত্রী দলবল সাথেতে লইয়া ।
পথেতে গমন করে আনন্দিস হইয়া ॥
শ্রীক্ষেত্র হইতে এক বৈষ্ণব আইলা ।
শ্যামানন্দ গোস্বামীরে নিবেদন কৈলা ॥

ভঞ্জ রাজা আইল দরশনের কারণ ।
নাম বৈদ্যনাথ ভঞ্জ প্রতাপী রাজন ॥

এত শুনি শ্রীগোস্বামী বৈষ্ণব ভেজিল ।
রাজা আসি শ্রীচরণ দরশন কৈল
বহুদ্রব্য ভেটি দিয়া আনন্দ সাগরে ।
সাষ্টাঙ্গ হইয়া নামে শ্রীচরণ তলে ॥

তবে শ্যামানন্দ তারে আশ্বাস করিল ।
দলবল লৈয়া রাজা প্রসাদ পাইল ॥

অটুট ভাণ্ডার প্রভুর লক্ষ্মীর সহায় ।
যত লোক খায় তাতে কিছু নাহি যায় ॥

ভঞ্জ রাজা নিবেদিল প্রভুর চরণে ।
মোরে শিষ্য করি প্রভু রাখ দাসপণে ॥

এক দোষ আছে আমার পূর্ব্ব বংশ হৈতে ।
আজ্ঞা হৈলে নিবেদন করি চরণেতে ॥

প্রভু আজ্ঞা কৈল তবে শুনি বিবরণ ।
শুনি রাজা কহে তবে আনন্দিত মন ॥

প্রতিমাদেই পুর নামে একই শাসন ।
বুড়াবলঙ্গের তটে আছেন ব্রাহ্মণ ॥
সেথা একই ব্রাহ্মণ বিংশতি বৎসর ।
তার পত্নী ষোড়শ বয়স মনোহর ॥
পতিপত্নী দুইজনা আর নাহি কেহ ।
পতিব্রতা নারী পতিসেবাতে বিমোহ ॥
একদিন জল আনিবার তরে গেল ।
বুড়াবলঙ্গের তটে গিয়া প্রবেশিল ॥

সেইদিন দিগ্বিজয় করিয়া রাজন ।
ভ্রমিয়া মিলিল সেই স্থানে সেইক্ষণ ॥
জল লৈয়া ব্রাহ্মণী উঠিল তীরেতে ।
রাজা দেখিয়া পুছিল মন্ত্রী আমলাতে ॥
অপূর্ব্ব সুন্দরী এই কাহার রমণী ।
কিবা মর্ত্তে আসিয়াছে স্বর্গের কামিনী ॥

মত্তগজী চলি কটি সিংহী হৈতে সরু ।
ভাঙ্গিয়া পড়িবে কিবা কুচ মহাগুরু ॥
বিরেশ্বর ভঞ্জ আজ্ঞা শুনি মন্ত্রীবর ।
বলে হেথা আছে সব ব্রাহ্মণের ঘর ॥

কার বহু কিংবা বেটি হবে সুনিশ্চয় ।
জল নিবার কারণে হেথা আসিছয় ॥

রাজা বলে মোরে যদি না দিবে আনিয়া ।
না রহিবে প্রাণ মোর তারে না পাইয়া ॥

এত শুনি মন্ত্রী তার পতি কাছে গেল।
ব্রাহ্মণে ডাকিয়া বহু বুঝাইয়া কৈল॥
চারি ক্রোশ পৃথ্বী চারি কন্যা দিব তোরে।
তোমার প্রেয়সী রাজা দিবে দ্বিজবরে॥
এত শুনিয়া ব্রাহ্মণ মহাকোপ কৈলা।
ভৎর্সনা করিয়া রাজার লোকে গালি দিলা॥

শুনি মন্ত্রী বীরেশ্বর ভঞ্জ কাছে গেলা।
ব্রাহ্মণের বিবরণ সকলি কহিলা॥
এত শুনি রাজা দুষ্ট লোকেরে ভেজিলা।
সেহ গিয়া ব্রাহ্মণেরে ধরিয়া আনিলা॥
তবে তারে বুঝাইয়া অনেক কহিল।
কোন বন্দেতে ব্রাহ্মণ নাহিক মানিল॥

রাজা আজ্ঞা দিল তবে ভৃত্যগণে শুন।
ব্রাহ্মণ মারিয়া তার বল্লভীরে আন॥
এত শুনি কেহ দুষ্ট কোপে চলি গেলা।
ব্রাহ্মণের পরে লৈয়া লাঠি প্রহারিলা॥
শিরে ফাটিয়া ব্রাহ্মণ পড়ি প্রাণ গেলা।
কেহ লোক গিয়া তার পত্নীরে কহিলা॥

পতি মৃত্যু হইবা শুনি সেই মহাসতী।
আম্রডাল লৈয়া তবে বাহারি তড়তি॥
গ্রাম সব লোক মিলি কুণ্ড খুলাইল।
অগ্নি প্রজ্বালন করি সতীরে কহিল॥
তবে সতী গিয়া কুণ্ড পরিক্রমা দিলা।
সেইখানে রাজা গিয়া প্রবেশ হইলা॥
রাজা চাঞ্‌া সতী সনে মহাক্রোধ হৈলা।
বলে অকারণে আমার পতি নাশ কৈলা॥

তোর বংশে কেউ রাজা হইবে জনম।
ষোড়শ বছরকালে নিবে তারে যম॥
তার পত্নী পতিহীনা কান্দিয়া বেড়াবে।
যবে সতী আমি এঁউ প্রমাণ হইবে॥
শুনিয়া রাজা কাতরে চরণে পড়িলা।
ত্রাহি সতী বংশ রাখ উচ্চে ডাক দিলা॥

আমি পাপী হীনবল দোষ ক্ষম মোরে।
এত বলি ভূমে রাজা পড়িলা কাতরে॥
দেখি সতী বলে পঞ্চদশে পুত্র হবে।
ষোড়শ বৎসরে রাজা অবশ্য মরিবে॥
এত বলি সতী গিয়া কুণ্ডেতে পড়িলা।
বিস্ময় হইয়া রাজা গৃহেতে গমিলা॥

সেইদিন হৈতে বংশে এমনি হইল।
ষোড়শ বৎসরকালে সবে নাশ গেল॥

এবে মোর চতুর্দ্দশ বৎসর হইরে।
ষোড়শ বৎসরে প্রাণ কেহ না রাখিবে॥
এত বলি গোস্বামীর চরণে পড়িলা।
ত্রাহি কর প্রভু মোরে বলিয়া রইলা॥
এত শুনি শ্যামানন্দ প্রভু দয়া কৈল।
সিদ্ধমন্ত্র তেজে ব্রহ্মশাপ দূরে গেল।
গোস্বামী কহেন রাজা শুনহ বচন।
পঞ্চবিংশতি বৎসর হইবে যখন।
তবে সত্য মিথ্যা কিবা আমারে জানিবে।
নিশ্চয় করিয়া মনে মোর শিষ্য হবে।
শুনি রাজা হরষিত প্রণাম করিলা।
বিদায় মাগিয়া তবে নিজপুরে গেলা।

এই মত পঞ্চবিংশ বৎসর হইলা।
আনন্দ হইয়া রাজা শিষ্য তবে হৈলা॥

আজ্ঞা অনুসারে রাজা রসিকে সেবিলা।
কৃপাসিদ্ধ মন্ত্রে ভঞ্জ ভূপে উদ্ধারিলা।
বহু দ্রব্য বহু ধন বহু গ্রাম দিল।
ভঞ্জ সীমা যত্ত সব লোক শিষ্য হইল।

শ্যামানন্দ গোঁসাইর চরণ কমল।
স্মরণ করিয়া কহি এই মাত্র বল॥

শ্রীরূপ মঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে করিয়ে সপ্তম দশার আখ্যান।

ইতি—শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশে শ্রীগোপীবল্লভপুর প্রকাশ, দামোদর পণ্ডিত ও বৈদ্যনাথ ভঞ্জ উদ্ধার নাম সপ্তম দশা সম্পূর্ণা।

—০—

অষ্টম দশা

জয় জয় শ্যামানন্দ দুরিকা নন্দন
জয় শ্রীরসিকানন্দ জীবন প্রাণধন।

একদিন শ্রীগোস্বামী করিলেন শয়ন।
মহাপ্রভু আসি তবে দিল দরশন॥

আজ্ঞা কৈল শুন ওহে শ্যামানন্দ রায়।
আমি দুঃখ পাই তুমি সুখে নিদ্রা যায়।

পদ্মবসানের কাছে পূজা মোর ছিল।
একই সন্ন্যাসী গিয়া মোরে দূর কৈল॥

মীর্জ্জাপুর সন্নিকট পাষণ্ডী গ্রামেতে।
একই ব্রাহ্মণ গৃহ করিয়াছে তাতে।

তার ঘরে আছি আমি হেঁসের ভিতরে
তুমি গিয়া লয়া আইস সেথা হইতে মোরে।

এত বলি মহাপ্রভু অর্ধন্তান কৈল।
চেতিয়া গোস্বামী মুরারীরে বোলাইল॥
স্বপ্নের বৃত্তান্ত তারে সকলি কহিল।
পদ্মবসান যাব কালি বলিয়া বলিল॥
তবে নিশি ভোর হৈল কাবারব কৈলা।
ভক্তগণ সঙ্গে লৈয়া গোস্বামী চলিলা॥
অচ্যুতের গৃহে প্রভু প্রবেশ হইল
মহোল্লাসে সেইদিন সেখানে রহিল॥
অচ্যুতের জ্যেষ্ঠপুত্র নাম কাশীদাস।
সবংশ লইয়া গোস্বামীর কাছে হৈল দাস॥
শাখাগণ যে রূপেতে সেখানে মিলিল।
রসিক মঙ্গলে সব বিস্তার হইল॥
এথা হইতে শ্রীগোস্বামী চলিল সত্বর।
মঙ্গলার সন্নিকটে মিলিল তৎপর॥
দামোদরের বংশ সেথা শিষ্য হইল।
তবে শ্রীগোস্বামী বলরামপুর গেল॥
সেথা প্রভু হরিচন্দন মহাপাত্র নাম।
বড়ই ধার্ম্মিক যেঁই সর্ব্বগুণ ধাম॥
তারে শিষ্য কৈল প্রভু শ্যামানন্দ রায়।
বহু ধন দিল সেহোঁ কি কহিব তায়॥
সেথা হইতে শ্যামানন্দ শাঁকুয়াতে গেল।
মধুসূদন শাখা সেখানে হইল॥
এইমত পথে যাইতে বহু শিষ্য কৈল।
ময়নাগড়েতে গিয়া প্রবেশ হইল॥

সেখানেতে রাজা নাম বীর মহানন্দ।
তারে শিষ্য কৈল প্রভু হইয়া আনন্দ॥
বহু ধন বিত্ত দিল সেই মহারাজা।
শ্রীগোস্বামী চরণেতে কৈল দিবাপূজা॥
তবে শ্যামানন্দ প্রভু ভক্তগণ লৈয়া।
প্রবেশ হইল পদ্মবসানেতে গিয়া॥
সেথা রাজার নগরেতে প্রবেশ হৈল।
একই দুর্গামণ্ডপ সেখানে দেখিল॥
তার পিণ্ডার উপর বসিল কৌতুকে।
ভক্তগণ বেষ্টিত হয়েছে অতি সুখে॥
কেহ লোক গিয়া রাজা কাছেতে কহিল।
কোথা হৈতে বৈষ্ণব আসি এখানে মিলিল॥
দশ পঞ্চ গোষ্ঠী হইয়া দুর্গার মণ্ডপে।
বসিয়া আছেন সবে মহা পরতাপে॥
রাজা কাছে একই সন্ন্যাসী বসি ছিলা।
গোস্বামীর কথা শুনি বড় ক্রোধ হৈলা॥
বড় মায়াবাদী চণ্ডবিদ্যা সেই জানে।
তারে রাজা কোথা কে না ছাড়ে একক্ষণে॥
সেই বলে দুর্গার মণ্ডপ মার গেল।
ঝুটাখোর বৈষ্ণব সেখানে বসিল॥

যে অন্তরে বসিয়াছিল বৈষ্ণবের গণ।
খুদিয়া মাটি ভরহ সেখানে নূতন॥
এত শুনি রাজা বড় অস্তাব্যাস্ত হৈল।
শ্রীগোস্বামী কাছে ভৃত্য লোকেরে ভেজিল॥
সেহ গিয়া সন্ন্যাসীর বচন কহিলা।
গোপগৃহে সব বৈরাগীরে বাসা দিলা॥
শুনিয়া গোস্বামী চিত্তে মহাক্রোধ হইল।
গোপগৃহে না গিয়া রাজদ্বারেতে রহিল॥
এক বটগাছ ছিল সেহ সন্নিকটে।
তার তলে রৈল প্রভু করিয়া যুকতে॥
তবে রাজার দুর্গার মণ্ডপ খুদাইল।
মাটি রাশি রাশি করি দাণ্ডে ফেলাইল॥
দেখিল চৌকা তবে নাহিক মিটিল।
যত খুলে পুনঃ পুনঃ সমতল হইল॥
দেখিয়া সন্ন্যাসী বড় আশ্চর্য্য মানিলা।
লোকে দেখি সবে বলে রাজা নীশ গেলা॥
পাত্র মন্ত্রী সবে গিয়া রাজারে কহিলা।
গোস্বামী ঈশ্বর তিনি এবে জানা গেলা॥
সবে মিলি মাটি রাশি রাশি খুলাইনু।
চৌকা না মিটে আমি স্বনেত্রে দেখিনু॥
যদি তুমি গোস্বামীর চরণ না লেবে।
তার কোপে তোমার সবংশ নাশ যাবে॥
এত শুনি রাজা চিত্তে মহাভয় হৈল।
সবংশ লইয়া শ্রীগোস্বামী কাছে গেল।
রাজা আইলা বলি শুন গোস্বামী আজ্ঞা দিল।
মুখ না চাহিব তার সাধুরে নিন্দিল॥
টেরাবাড় ধর মুখালম্ব না করিব।
গোস্বামী আজ্ঞাতে বাড় দিলেন বৈষ্ণব॥
রাজা আসিতে বৈষ্ণব নিষেধ করিল।
রাড়ের পারেতে রাজা পড়িয়া রহিল॥
বিনতি করিয়া বহু স্তব প্রকাশিলা।
গলায় বসন দিয়া পড়িয়া রহিলা॥
একই বৈষ্ণবে কহে গোস্বামীর কাছে।
সন্ন্যাসী সব ঠাকুরে অগ্নে ফেলাইছে॥
এই প্রগণাতে যত বিগ্রহ আছিল।
সবে লইয়া সন্ন্যাসী অগ্নিতে ফেলিল॥
বিষ্ণু-হরি-ভীমা এই দুই মাত্র আছে।
বল্লী বিন্ধিল যাইতে নারে তার কাছে॥

১। বিষ্ণু হরি-ভীমা—তমলুক শহরের মাঝখানে বর্গভীমার মন্দির অদ্যাপি বিরাজিত। ইহা দেবীতীর্থ একান্ন পীঠের একপীঠ। দেবীর বাম গুল্ফ এখানে পতিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে মহাপ্রভু ১টোটা গোপীনাথ গেলা।
বাসুদেব ঘোষ শুনি মহাদুঃখী হৈলা॥
পত্নীরে লইয়া ঘোষ নেত্রে পট বাঁধি।
হা-হা প্রভু কোথা গেলা বলে উঠে কাঁদি॥
আর প্রাণ না রাখিব তাঁরে না পাইয়া।
শ্রীক্ষেত্রে মহোদধিতে ঝাঁপ দিব গিয়া॥
এত বলি পতি-পত্নী উপবাস কৈল।
মহাপ্রভু তার মন অন্তরে জানিল।
বাসুদেব ঘোষ২ শ্রীগৌরগত প্রাণ।
গৌরলীলা বর্ণিয়াছে তাহার প্রমাণ॥
নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ সাক্ষাৎ অদর্শনে।
মাটি খোঁড়ে নিজ দেহ দিবে বিসর্জ্জনে॥

১। টোটা গোপীনাথ—শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তি রত্নাকর প্রমাণে টোটা গোপীনাথে অপ্রকট হন।

তথাহি - ভক্তিরত্নাকরে—

অহে নরোত্তম এইখানে গৌরহরি। কি জানি কি পণ্ডিতে কহিল ধীরি ধীরি।
দোঁহার নয়নে ধারা বহে অতিশয়। তাহা নিরখিতে দ্রবে পাষাণ হৃদয়॥
ন্যাসী শিরোমনি চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার। অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার॥
প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে। হৈলা অদর্শন পুন না আইলা বাহিরে॥

শ্রীগোপীনাথদেব শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী কর্ত্তৃক সেবিত। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত ক্ষেত্রধামে গমন করিলে প্রভু তাহাকে যমেশ্বর টোটায় অবস্থানের নির্দেশ প্রদান করেন। তথায় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত যমেশ্বর টোটায় শ্রীগোপীনাথ দেবের সেবা স্থাপন করেন।

২। বাসুদেব ঘোষ—বাসুদেব ঘোষ শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ। বাসুদেব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ তিন ভাই। বর্দ্ধমান জেলার অগ্রদ্বীপে আবির্ভাব। বাসুদেব ঘোষ, গৌরাঙ্গ কীর্ত্তনীয়া ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী রচনায় বাসুদেব ঘোষ অগ্রগণ্য।

অত্যাপিহ নরপোতা সর্ব্বলোকে গায়।
অভয় বরদ দিয়া মহাপ্রভু রয়॥
তবে রাত্রি কালরূপ হইয়া আইলা।
পট্ট খুলি দেখ দেখ মোরে বলি আজ্ঞা কৈলা॥
ঘোষ কহে কহো তুমি তোমা নাম কোন।
তবে কহে প্রভু মোর শ্রীনিমাই নাম॥
শুনি ঘোষ বলে যদি নিমাই হইবে।
নিশ্চয় মানিব আঁখে পট খুলি যাবে॥
তবে প্রভু ইচ্ছাতে পট খুলি গেলা।
শুইয়া আছেন নিমাই ক্রোড়েতে দেখিলা॥
বলে কোথা ছিলে প্রভু আমায় ছাড়িয়া।
দরিদ্র ধন পায় যেন দিয়ে ফেলাইয়া॥
এত বলি কোলে ধরি হৃদে লাগাইয়া।
প্রভু কহে বর মাগ বলিয়া বলিল॥
ঘোষ বলে মোরে যদি করিবে সুদয়া।
সদা এইখানে তুমি রবে মোরে লঞা॥
এত শুনি মহাপ্রভু অঙ্গীকার কৈল।
সেই দিনাবধি প্রভু সেখানে রহিল॥
এবে কোথা গেল নাই দেখি কোন ঠাঁই।
শ্রীগোস্বামী বলে কহ রাজারে বোলাই॥
মহাপ্রভু আনি আমি মন্দিরে থাকিব।
পূর্ব্ব হইতে বৃত্তি বাড়ি দিগুণ সে দিব॥
সন্ন্যাসীরে প্রগণা হোতে দূর করাইবে।
তবে তার সর্ব্বপাপ বিমোচন হইবে॥
সে আজ্ঞা শুনিয়া সত্বর বৈষ্ণব গেলা।
রাজার কাছেতে গিয়া সকলি কহিলা॥
রাজা বলে যেই আজ্ঞা করিবে আমারে।
দাস হইয়া শ্রীচরণে খাটিমু তাহারে॥
এত শুনিয়া বৈষ্ণব শীঘ্র চলি গেলা।
শ্রীগোস্বামীর কাছে সব বৃত্তান্ত কহিলা॥
তবে শ্রীগোস্বামী মুরারীকে আজ্ঞা দিল।
মহাপ্রভু কোথা আছেন আনহ বলিল॥
শুনি রসিকেন্দ্র মনে আনন্দ হইলা।
ভক্তগণ লৈয়া মিলি মীর্জাপুর গেলা॥
পূজারীর গৃহে গিয়া প্রবেশ হইল।
এই কন্যারে দেখিয়া তাহারে পুছিল॥
বলে এথার পূজারী কোথাকে গিয়াছে।
শুনি কন্যা বলে গ্রামে ভিক্ষাতে চলিছে॥

তবে রসিকেন্দ্র কহে শুন আমি বলি।
তোমার মাতা মোর হাতে দিছে টাকা শাড়ি।
এত বলি টাকা শাড়ি তার হাতে দিল।
দেখি কন্যা অতি বড় আনন্দ হইল॥
তবে রসিকেন্দ্র তারে কহিতে লাগিল।
একই অপূর্ব্ব কথা শুনিতে পাইল॥
মহাপ্রভু আসি গৃহে রহিয়াছে হেথা।
দর্শন করিব আমি কহ আছে কোথা॥
তুই মুই দেখিব আর কেহ না দেখিবে।
এ সকল কথা আর কেহ না শুনিবে॥
কন্যা বলে এই কুঁড়িয়াতে আছে বয়্যা॥
হেঁসের ভিতর স্তম্ভে আছেন শুইয়া॥
শুনিয়া রসিক মুরারী কুঁড়িয়াতে গেল।
প্রেমানন্দ চিত্ত হঞা হেঁস খুলাইলা॥
নব চৈতন্য দেখিয়া আনন্দ হইল।
বিনতি করিয়া বহু প্রণতি করিল॥
এই মন্তে রাখি তবে ফিরিয়া আইল।
কতক্ষণে শ্রীগোস্বামী কাছে প্রবেশিল॥
প্রণতি করিয়া সব বৃত্তান্ত কহিল।
শুনি শ্যামানন্দ প্রভু আনন্দিত হৈল॥
আজ্ঞা দিল ভক্তগণে কর সঙ্কীর্ত্তন।
নামগান কর সবে পুরুক ভুবন॥
শুনি ভক্তগণ সবার উৎকণ্ঠা বাড়িল।
নাম সঙ্কীর্ত্তন ভরে ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিল॥
তবে শ্রীগোস্বামী চলে প্রেমাবেশ হৈয়া।
রসিকেন্দ্র চলে আর বহু ভক্ত লৈয়া॥
রাজা অগ্রেতে আসিয়া চরণে পড়িলা।
সাষ্টাঙ্গ হইয়া তবে বহু স্তুতি কৈলা॥
দয়ার সাগর প্রভু কৃপা কৈল তারে।
উঠ রাজা কোন দোষ নাহিক তোমারে॥
সৈন্যগণ লয়্যা চল প্রভু যাব আনি।
আনন্দিত হৈলা রাজা গোস্বামী আজ্ঞা শুনি॥
তাম্রলিপ্ত রাজন কৃষ্ণের সাক্ষাৎ দাস।
১ফাল্গুনি সহ তাম্রধ্বজ যথায় বিলাস॥

১। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই সময় যজ্ঞঅশ্ব তাম্রধ্বজ রাজা ধরিয়াছিলেন, ভক্ত তাম্রধ্বজের মহিমা প্রকাশের জন্য শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও অর্জ্জুনকে সেবক করতঃ রাজার অর্দ্ধ অঙ্গ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেই রাজবাটি ও শ্রীবিষ্ণু মন্দির তমলুক শহরে প্রবেশ পথেই বিরাজিত।

তবে বহু সৈন্য লয়্যা পিছে গড়াইলা।
শ্রীগোস্বামী মীর্জাপুরে প্রবেশ হইলা॥
ব্রাহ্মণেরে বোলাইয়া বহু প্রশংসিল।
মহাপ্রভু লয়্যা তবে ফিরিয়া আইল॥
মন্দির প্রতিষ্ঠা করি তাহা পধারিল।
রাজারে দেখি গোস্বামী তারে আজ্ঞা কৈল॥
পূর্ব্ব সেবাতে দ্বিগুণ বিত্ত করি দিবে।
তবে তোমার সব দোষ মোচন হইবে॥
এত শুনি রাজপাত্র মন্ত্রী বোলাইলা।
শ্রীগোস্বামীর আজ্ঞা সব তাহারে কহিলা॥
বলে শ্রীমহাপ্রভুর যত বন্ধন হয়।
তাতে দ্বিগুণ করি আমি দিব সুনিশ্চয়॥
এত শুনি মন্ত্রী তার সনদ লিখিল।
আট মোহরের সঙ্গে রাজা হাতে কৈল॥
পাত্র মন্ত্রী সঙ্গেতে গোস্বামী কাছে আইলা।
মোহর সনদ রাখি চরণে পড়িলা॥
বলে বড় পাপী মুই উদ্ধারিহ মোরে।
শরণ রাখহ প্রভু শ্রীপাদ কমলে॥
এত শুনি প্রভু তারে সুদয়া করিল।
উঠ রাজা বলি পাদ তার মাথে দিল॥

খেতুরীতে মহোৎসব ঠাকুর মহাশয়।
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ তথা করিল আলয়॥
নরোত্তম আজ্ঞাতে শ্রীরসিক মুরারী।
তৈছে আয়োজিল তেঁহ সাক্ষাৎ অবতরি॥
তাম্রলিপ্ত নরপোতায় তৈছে মহোৎসব।
শ্যামানন্দ সাক্ষাৎ তেন বড়ই অপূর্ব্ব॥
মুরারীর শিষ্য কায়স্থকুল বৈরাগী এক ছিলা।
তার নাম রাধাবল্লভ তারে আজ্ঞা কৈলা॥
বলে তুমি রাজাকে শিষ্য কর গিয়া।
তবে রাজা শিষ্য হইল সবংশ লইয়া॥
ততদিন হইতে মহাপ্রভুর সেবা বাড়িল।
অনেক সামগ্রী লোক লৈয়া ভেটী দিল॥
সন্ন্যাসী পলায়া গেল অন্তর্বেদ দেশে।
শ্রীগোস্বামী কিছুদিন রহিল হরিষে॥
মহাপ্রভু যেই পথে নীলাচলে গেলা।
রসিক মুরারী সেথা বহু শিষ্য কৈলা॥
মহাপ্রভু লীলা বর্ণন চৈতন্যমঙ্গলে।
প্রেমে মত্ত হয়্যা প্রভু পড়ে ভূমিতলে॥

তবে প্রভু শ্যামানন্দ কাজলী আইলা।
এইমতে রাজ্যে বহু শিষ্য প্রকাশিলা॥
কথোদিনে আইল ১শ্রীগোপীবল্লভ পুরে।
দ্বাদশ মহোৎসব কৈলা বড়ই সন্তারে॥
তবে রথযাত্রা দর্শনে শ্রীক্ষেত্র গেলা।
মুরারী আদি বহু শিষ্য সঙ্গেতে লইলা॥
দিন চারি বাদে কানপুরে প্রবেশিলা।
২উদণ্ড রায় মহাভয় পাইল দেখিয়া।
বহু সৈন্য লৈয়া সঙ্গে তীর চাপাইলা।
মহাক্রোধ হৈয়া সভে আসিয়া বেড়িলা॥
সেই বিন্ধে তারে শর ফিরি বাজে গিয়া।
উদ্দণ্ড রায় মহাভয় পাইল দেখিয়া॥
বলে এই নারায়ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
অনীতি করিনু তাঁরে মুই হীন পামর॥
এত বলি সর্ব্বজন সঙ্গেতে লইলা।
গলেতে বসন তৃণ মুখেতে লইলা।
তবে শ্রীগোস্বামী পদে সাষ্টাঙ্গ হইয়া।
রক্ষা কর প্রভু বলি নমে সবে গিয়া॥
আমি বড় পাপীমুখ কারে নাহি চিনি।
অজ্ঞানেতে অপরাধ করেছি না জানি।
দয়ার সাগর প্রভু বারেক উদ্ধার।
শ্রীপাদ কমলে শরণ লইনু তোমার॥
এত শুনি শ্রীগোস্বামী তারে দয়া কৈল।
সভক্ত লইয়া সেথা সেদিন রহিল॥
তবে উদণ্ড রায় তেঁহ নিজ ঘর হৈতে।
সাতশ অষ্টাদশ গুধুড়ি আনিল ত্বরিতে॥

১। গোপীবল্লভপুর—গোপীবল্লভপুর মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। দক্ষিণ-পূর্ব্ব রেলপথে হাওড়া ষ্টেশন হইতে খড়গপুরে নামিয়া বাসে কুটীঘাট নামিতে হয়। তথা হইতে সুবর্ণরেখা নদীর পারে শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমন্দির বিরাজিত। হাওড়া ষ্টেশন হইতে ঝাড়গ্রামে নামিয়া বাসে কুটীঘাট যাওয়া যায়।

২। উদ্দণ্ড রায় উদ্দণ্ড রায় বৈষ্ণব বিদ্বেষী পরাক্রান্ত জমিদার ছিলেন। প্রভু শ্যামানন্দের করুণায় তাহার শুভবুদ্ধির উদয় হয়। প্রভু শ্যামানন্দ লীলা অন্তে তাঁহার ঘরেই অন্তর্দ্ধান করেন।

শ্রীগোস্বামীর সম্মুখে লয়া রাখি
কৈল।
দেখিয়া গোস্বামী বড় আশ্চর্য্য
মানিল॥
বহু ভক্তগণ এহু পাপী ঘাত কৈল।
তবে ভুঞা গিয়া পড়ে শ্রীপাদ কমল॥
সবংশ লইয়া বলে উদ্ধারহ মোরে।
না জানিয়া ঘাত কৈনু এসব ভক্তেরে॥
এই মত বহু স্তুতি প্রণতি করিল।
তবে শ্রীগোস্বামী তারে প্রসন্ন হইল॥
বলে হেন কাজ তুমি না করিহ আর।
সাধু সেবা কর তবে ভবসিন্ধু পার॥
তারে শিষ্য কৈল প্রভু শ্যামানন্দ রায়।
সবংশে সেবিল ভুঞা গোস্বামীর পায়॥
তবে উদণ্ড রায় বহু বিপত্তি করিয়া।
বলে প্রভু সতত থাকহ এথা রয়া॥

তবে শ্রীগোস্বামী তারে বহু কৃপা
কৈলা।
কিছুদিন থাকি প্রভু রেমুনা চলিলা॥
সেখানেতে যে যে লীলা কৈল
শ্যামানন্দ।
কহিব সকল কথা শুন ভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ দুঃখীজন বন্ধু।
অধম তারিহ প্রভু কৃপাময় সিন্ধু॥
আমি বড় হীনাচার অজ্ঞান পামর।
অধমেরে কৃপা কর দয়ার সাগর॥
শ্যামানন্দ গোঁসাইর চরণ কমল।
স্মরণ করিয়ে কহি এই মাত্র বল॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে করিয়ে অষ্টম দশার
আখ্যান॥

ইতি—শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশে তাম্রলিপ্তে শ্রীমন্মহাপ্রভু সেবা প্রকাশ ও তাম্রলিপ্ত ময়না, কাজলী ও কানপুর (নৃসিংহপুর) নৃপতিবৃন্দ উদ্ধার নাম অষ্টম দশা সম্পূর্ণা।

—০—

নবম দশা

জয় জয় শ্যামানন্দ উৎকল জনপ্রাণ।
কহিব তোমার লীলা দেহ মোরে
জ্ঞান॥
রেমুনাতে প্রভু গিয়া কৈল বহু লীলা।
সেথা শ্রীগোপীনাথ সেবা প্রকাশিলা॥

আর বিবরণ এবে শুন সর্ব্বজন।
অন্য কথা না শুনিয়া এথা দিও মন॥
ত্রেতায়া যুগেতে রাম বনবাসে গেল।
সীতা সতী সঙ্গে আর লক্ষ্মণকে নিল॥

বুলিতে বুলিতে চিত্রকুটে প্রবেশিলা।
সীতা সতী লয়া বটমূলেতে রহিলা॥
তবে রাম সীতা কাছে কহেন বচন
এই একস্থান আমার শুন প্রিয়োত্তম॥
দ্বাপরের রূপ কলিযুপে এথা হবে
গোপীনাথ নাম আমার অবশ্য হইবে॥
শুনি সীতা ঠাকুরাণী বলেন বচন।
কেমনে স্বরূপ আমি দেখিব নয়ন॥
শুনি রঘুনাথ অতি আনন্দ হইল।
একই পাষান প্রভু তাহাই আনিল॥
সীতাকে নয়ন বুজিতে আজ্ঞা কৈলা।
প্রভু আজ্ঞা পাই সীতা নয়ন বুজিলা॥
তবে শরমূলে লেখেন শ্রীরঘুনন্দন।
বলে দেখ প্রাণপ্রিয়ে নয়ন ফেড়িয়া।
ব্রজেন্দ্র নন্দন এই আছেন বসিয়া॥
রাম আজ্ঞা পাই সীতা নয়ন মেলিল।
গোপীনাথ মূর্ত্তি দেখি মূর্চ্ছিত হইল॥
কতক্ষণে জ্ঞান পায়া চাহিল নিরূপি।
কোটি কোটি চন্দ্র জিনি মুখ আছে ব্যাপি॥
শ্যাম মেঘকান্তি দিশে অতি মনোহর।
দেখি সীতা অঙ্গ কামবানে থরথর॥
রাম কহে শুন প্রিয়ে জনকনন্দিনী।
সর্ব্বাঙ্গ লিখিনু আমি নেত্র লিখ তুমি॥

রাম আজ্ঞা শুনি সীতা ধৈর্য্য ধরিল।
অতি আনন্দেতে তেঁহ নেত্র বানাইল॥
তবে গোপীনাথে বটমূলেতে স্থাপিল।
সেখান হইতে তিনজনা চলি গেল॥
একদিন বশিষ্ঠ মুনি সেখানে মিলিল।
বটমূলে মূর্ত্তি দেখি আচম্বিত হৈল॥
ধ্যানেতে জানিল রঘুনাথের নির্ম্মাণ।
দ্বাপরেতে এইরূপ হবে ভগবান॥
এত বিচারিয়া মুনি শিষ্যে আজ্ঞা কৈল।
এই সেবা তোমারে সমর্পণ করা গেল।
মন্দির বনায়া তাহাতে স্থাপিল।
শিষ্য আজ্ঞা করি মুনি অন্তর্ধানে গেল॥
রেমুনাতে খ্যাতি শ্রীগোপীনাথ নাম।
মহামহোৎসব সেবা হৈল সেইস্থান॥
কলিযুগে মাধবেন্দ্র পুরীর কারণ।
ক্ষীর চুরি কৈল প্রভু ভক্তের কারণ॥
চরিতামৃততে সব আছেন কহিয়া।
সেথা শ্যামানন্দ রায় প্রবেশিল গিয়া॥
লোকে জিজ্ঞাসিল গোপীনাথ আছে কোথা।
দর্শন করিব মোরা কহ আছে যথা॥
লোক শুনি বলে সত্য ছিল এইখানে।
যবন ভয়েতে গ্রাম ভাঙ্গিল যখনে॥

সেইদিন হৈতে নাহি দেখি গোপীনাথ।
শুনি শ্যামানন্দ রায় হইল চিন্তিত।
ভোজন শয়ন আর কিছু না রুচিল।
রাত্রিকালে গোপীনাথ আসি স্বপ্ন দিল।
কনকমঞ্জরী শুন আমার বচন।
না করিহ কোন চিন্তা আপনার মন॥
লোকে লৈয়া হাটে চণ্ডী কহিছে আমারে।
সিন্দুর দিয়াছে আমার সর্ব্বাঙ্গ শরীরে।
আমারে আনিয়া তুমি মন্দিরে স্থাপিবে।
পূর্ব্বমত করি সেবা আমারে করিবে।
এত কহি গোপীনাথ হইল অন্তর্ধান।
স্বপ্ন দেখি শ্যামানন্দ আনন্দিত মন।
আর দিন প্রাতে গ্রাম্যলোক ডাকাইল।
সবারে লইয়া হাটে প্রবেশ করিল॥
সিন্দুর ধুইতে মূর্ত্তি বাহির হইলা।
দেখি শ্যামানন্দ প্রভু আনন্দিত হৈলা॥
পঞ্চতীর্থ জল লৈয়া স্নান করাইল।
মহামহোৎসব করি মন্দিরে স্থাপিল।
আর সব রসিক মঙ্গলে বিস্তারিছে।
সংক্ষেপে কহিনু মুই না কহিও পাছে।
যে যে সেবা পরিচর্য্যা হইয়াছে সেথা।
রসিক মঙ্গলে [1]ইহা শুনিবে সর্ব্বথা॥
কিশোর দেবের[2] কথন শুনি সাধুজন।
শ্রুতিসার গ্রন্থে আছে বিস্তার বর্ণন।
জয় জয় শ্যামানন্দ দুঃখীজন বন্ধু।
অধম তারিহ প্রভু নাম কৃপাসিন্ধু॥
শ্যামানন্দ ভক্তজনে করি নমস্কার।
মুই পাপী হীন মোরে করহ উদ্ধার॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিয়ে নবম দশার আখ্যান।

ইতি—শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশে রেমুনাতে শ্রীশ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথ সেবা প্রকাশ নাম নবম দশা সম্পূর্ণা।

—০—

১। রসিকমঙ্গল ধারেন্দা নিবাসী রসময়ের জ্যেষ্ঠপুত্র গোপীজনবল্লভ কর্ত্তৃক বিরচিত। রসিকানন্দ ঠাকুরের মহিমা বর্ণনই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়।

২। কিশোরদেব—প্রভু শ্যামানন্দের দ্বাদশ জন প্রধান শিষ্যের অন্যতম।

দশম দশা

জয় জয় শ্যামানন্দ কৃপার ভাজন।
জীব উদ্ধারিহ প্রভু দিয়া প্রেমধন॥
শ্রীরসিক মুরারী ত্রিভুবন ধন্য।
অনিরুদ্ধ অবতার সাক্ষাৎ প্রমাণ॥
রেমুনাতে দুই প্রভু বহু লীলা কৈল।
যবন শাহাজী আসি দর্শন করিল॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধাগোবিন্দ॥
চব্বিশ প্রহর হয় নাম সংকীর্ত্তন।
ক্ষণে পড়ে ক্ষণে উঠে প্রেমমত্ত মন॥
শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত নাম আরম্ভিল।
নিতাই গৌরাঙ্গ দোঁহে প্রেমে নৃত্য কৈল॥
নাম নামী অভিন্ন নিগম সিদ্ধান্ত।
রসিকানন্দের বাণী পরম অদ্ভুত॥
সপ্তসরা, রামচণ্ডী, ব্রজ সরোবর।
মাধবেন্দ্রপুরী যথা বিশ্রাম করিল॥
গর্গেশ্বর মহাদেব আছেন তথায়।
গৌড়দাণ্ডের শোভা কহনা না যায়॥
শ্রীধর স্বামীর স্থানে গমন করিল।
দর্শনমাত্রে ধূলায় গড়াগড়ি দিল॥
বলদেব নাম তিনবার উচ্চারিল।
মহাপ্রভু যৈছে নরোত্তমে প্রকাশিল॥
হেনমতে দুই প্রভু চলিল দক্ষিণে
বিরাট রাজার গড় অদ্ভুত কথনে॥
মহাভারতে শমীবৃক্ষ অপূর্ব্ব বর্ণন।
দর্শন করিল প্রভু মহাহৃষ্ট মন।
সেইদেশে মারুতি কৈল কীচক সংহার।
মহাসতী দ্রৌপদীর হইল উদ্ধার।
রাজাপ্রজা সবে আসি প্রভুশিষ্য হৈল।
কৃষ্ণনাম মহিমাতে ক্লেশ দূরে গেল।
কতদিনে নীলগিরি রাজ্যে প্রবেশিল।
মর্দরাজ হরিচন্দন[১] আসি প্রণমিল।
পর্বতশোভিত দেশ অতি মনোহর।
অপূর্ব্ব গহনরাজি শোভে থর থর।
বন্যপশু সিংহ ব্যাঘ্র অহী অগণন।
রাজা প্রজা মদে মত্ত অসুরের সম।
প্রভু কৃপাবলে সবে হৈল কৃষ্ণভক্ত।
অনুক্ষণ নাচে গায় হয়া প্রেমে মত্ত॥
রাজার পাটরাণী আসি চরণ সেবিল।
মহাদুঃখ পুত্রশোকে কৃষ্ণ নাম গেল।

১। হরিচন্দন—উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের পুত্র—শ্রীচৈতন্যতত্ত্বানুসারে—

প্রতাপরুদ্র মহাশয় গজপতি রাজা। ইন্দ্রদ্যুম্ন রূপে করে জগন্নাথের পূজা।
তাহার পুত্র হরিচন্দন মহাশয়। জগন্নাথের নিজ ভৃত্য মধুর আশ্রয়।

মহাপ্রভু গৌড়ে আগমনকালে হরিচন্দন মহাপ্রভুর সেবায় ব্রতী ছিলেন।

নীলগিরি রাজ্যে ধোবশিলা পুণ্যস্থান।
অধিকারী স্থাপিল তথা বড় ভাগ্যবান॥
সংকীর্ত্তনানন্দে রসিক চলে সূর্য্যপুরে।
শ্যামানন্দে বড় গ্রামে মিলিল সত্বরে॥
বংশীধন শ্যামা সেবা বলভদ্রে দিল।
মঙ্গলপুর ভূঞ্যা আসি চরণে পড়িল॥
ভদরকে গিয়া প্রবেশিলা শ্যামানন্দ।
তথা বহু শিষ্য কৈল শ্রীরসিকচন্দ্র॥
এই মত দেশে দেশে বহু শিষ্য কৈলা।
বানপুরে গিয়া তবে প্রবেশ হইলা॥
যেথা পূর্ব্বে মহাপ্রভু গমন করিল।
নবারের এক মুস্তুদ্দী সেথা ছিল॥
জাতিতে কায়স্থ তার নাম হরিহর।
তার গৃহে প্রবেশিলা শচীর কুমার॥
এক শালগ্রাম সেহ নিত্য পূজা করে।
নিযুক্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা ভোগ নিবেদন করে॥
তণ্ডুল পাঁচ সের নিত্য প্রতি ভোগ তরে।
অনেক করিয়া প্রভু বলিল তাহারে॥
তুমি অন্ন পাক করি স্বচ্ছন্দে খাইবে।
ঠাকুরের তণ্ডুল খালি ভোগ লাগাইবে॥
এই দোষে হস্তী[১] হবে সবংশ তোমার।
এত বলি প্রভু গেল ক্রোধেতে অপার॥
সেইদিন হৈতে তা সবাই হস্তী হইলা।
গ্রাম আদি করি সব ভঙ্গ নষ্ট কৈলা॥
তা সবারে রসিক মুরারী প্রবোধিলা।
সেই হস্তী মহাভক্ত তাহার হইলা॥
রসিকমঙ্গলে আছে সব বিবরণ।
পুনরুক্তি হৈবে বলি না কৈনু লিখন॥
সেই খানেতে বহু শিষ্য করিলা মুরারী।
তবে ভক্তগণ লৈয়া চলে ক্ষেত্রপুরী॥
সেইখানে মিলে প্রভু শ্যামানন্দ রায়।
বহু গ্রাম হৈতে লোকে দর্শনেতে ধায়॥
এই মতে পথে প্রভু গমন করিলা।
দেশে দেশে শ্রীরসিক বহু শিষ্য কৈলা॥
প্রবেশে হইল সাক্ষীগোপালের স্থানে।
দর্শন করিলা গোস্বামী লয়া ভক্তগণে॥
রূপ দেখি ভাবাবেগে পুলক শরীর।
স্বেদ কম্প গদগদ বচন অস্থির॥

১। হস্তী—প্রভু রসিকানন্দের কৃপা প্রাপ্তির পর তাহার নাম গোপাল দাস হয়। তিনি রসিকানন্দের বহু সেবা করিয়াছেন।

ক্ষণে নাচে গায় ভূমে গড়াগড়ি যায়।
হরি হরি বোলে প্রভু শ্যামানন্দ রায়।
বহুলোকে সংঘট্ট হৈল দেখিবারে।
আশ্চর্য্য মানিল সবে বলে হরে হরে।
তবে কিছুক্ষণে প্রভু সুস্থির হৈলা।
গোপালসেবক সব আসিয়া মিলিলা।
মালা চন্দন দিয়া তারে প্রসাদ খাওয়াইলা।
তবে গোস্বামীর বড় আনন্দ হইলা।
গোপাল সেবকে প্রভু বিদায় করিল।
ভক্তগণ সঙ্গেতে সেখান হইতে গেল।
ধীরে ধীরে চলে প্রভু শ্যামানন্দ রায়।
গ্রামে গ্রামে লোক সব দেখিবারে ধায়॥
পঞ্চক্রোশী মধ্যে প্রভু সেদিন রহিলা।
রাত্রে জগন্নাথ আসি দরশন দিলা।
আজ্ঞা কৈল শুন ওহে শ্যামানন্দ রায়।
গ্রামে গ্রামে লোক সব দেখিবারে ধায়।
পঞ্চক্রোশী মধ্যে প্রভু সেদিন রহিলা।
রাত্রে জগন্নাথ আসি দরশন দিলা।
আজ্ঞা কৈল শুন ওহে শ্যামানন্দ রায়।
যানে নাহি চড়ি কেন পদে চলি যাও॥
তোমার দুঃখ হৈলে মোর দুঃখ হয়।
মোর অঙ্গ যেই তোমার অঙ্গ সুনিশ্চয়॥

এত আজ্ঞা করি অন্তর্ধানে চলি গেলা।
তবে শ্রীগোস্বামী স্বপ্ন চেতিয়া উঠিল॥
মুরারীরে স্বপ্নকথা সকলি কহিলা।
সেখান হইতে প্রভু প্রভাতে চলিলা।
ভক্তগণ সঙ্গে গেলা আঠার নালাতে।
নাম সঙ্কীর্ত্তন করে সবে আনন্দেতে।
সেদিন রহিল সেথা প্রভু শ্যামানন্দ।
রসিক শেখর সঙ্গে আর ভক্তবৃন্দ।
কৃষ্ণকথা রঙ্গেতে রজনী পোহাইলা।
প্রভাতে স্নান সুবিধি সকলি সারিলা।
তবে ভক্তগণ কৈল নাম সঙ্কীর্ত্তন
মধ্যে নাচে শ্যামানন্দ আনন্দিত মন।
সেথা রথে জগন্নাথ বিজয় করিলা।
শঙ্খ ভেরী দুন্দুভি বহু বাদ্য হৈলা।
সংখ্যা নাহি লোক সবে আছেন পুরিয়া।
নিজগণ লঞা রাজা আছেন দাঁড়াইয়া।
অগ্রে বলদেব ভাল ধ্বজেতে বিজয়।
মধ্যেতে সুভদ্রা বিজয়াতে শোভা পায়।
পাছে জগন্নাথ বিজে নন্দী ঘোষ রথে।
অতি শোভা পায় প্রভু বড়দণ্ড পথে॥

অগ্রে বলভদ্র সুভদ্রা রথ চলিল।
জগন্নাথ রথ তিলর্দ্ধেক না চলিলা॥

তবে বহু লোক টানে রথ দড়ি ধরি।
কোনমতে নাহি চলে যেন আছে গিরি॥

তবে রাজা বহু মত্ত করিবর আনি।
রথে জোগাইল সেহ না পারিল টানি॥

দেখি রাজা চিত্তে অতি বিস্ময় হইলা।
তবে মুদি রথ গিয়া নিবেদন কৈলা॥

তারে আজ্ঞা কৈল প্রভু জগত ঈশ্বর।
মোর ভক্ত শ্যামানন্দ রসিক শেখর॥

আঠার নালাতে আছে তারা দুইজন।
তারে আন গিয়া সবে করিয়া যতন॥

জগন্নাথ আজ্ঞা শুনি মুদিরথ গেলা।
রাজা কাছে গিয়া তবে সকলি কহিলা॥

শুনি রাজা আনন্দেতে চলিলা সত্বর।
যাঁহা আছে শ্যামানন্দ রসিক শেখর॥

চরণে পড়িয়া বহু বিনতি করিলা।
দেখি শ্যামানন্দ প্রভু আলিঙ্গন কৈলা।

দর্শনে চলিলা তবে লঞা ভক্তগণ।
নাম সংকীর্ত্তন করে আনন্দিত মন॥

এইমতে কতক্ষণে প্রবেশ হইলা।
জগন্নাথ দেখি প্রেমে বহু স্তব কৈল॥

রথ পরিক্রমা দিয়া রসিক মুরারী।
হরি হরি বলি রথ ঠেলে মাথে করি॥

তবে ঘড় ঘড়ে রথ সত্বরে চলিলা।
একক্ষণে গুণ্ডিচাতে প্রবেশ হইলা॥

দেখি সবলোক বড় আশ্চর্য্য মানিল।
দর্শন করিতে সবে উৎকণ্ঠে ধাইল॥

রাজা পাত্র মন্ত্রী লৈয়া চরণে পড়িলা।
বলে সদা থাক এথা বলিয়া রইলা॥

এক স্থান ছিল সেথা উত্তম দেখিয়া।
সেখানে রহিল প্রভু ভক্তগণ লঞা॥

'কুঞ্জ মঠ' নাম তার দিল শ্যামানন্দ।
কিছুদিন রৈল সেথা লঞা ভক্তবৃন্দ॥

একদিন শ্রীগোস্বামী করিছে শয়ন।
জগন্নাথ গিয়া রাত্রে দিল দরশন॥

বলে শুন শ্যামানন্দ আমার বচন।
বহু দুঃখ পাইলে আমায় করিতে দর্শন॥

সেইখানে একই বিগ্রহ বানাইবে।
শ্রীকৃষ্ণের রূপ শ্রীগোবিন্দ নাম দিবে॥

সদা সেবা করি সদা করিবে দর্শন।
এত দুঃখ না আসিবে তোমা দুইজন॥

এত কহি অন্তর্দ্ধানে জগন্নাথ গেল।
শ্রীগোস্বামী স্বপ্নচেতি রসিকে কহিল॥

তবে কিছুক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইলা।
নিদ্রা ত্যজি শ্যামানন্দ রসিকে ডাকিলা॥

আজ্ঞা কৈল জগন্নাথে ভোগ লাগাইব।
ছাপ্পান্ন প্রকার ভোগে কৈলি ভরিব॥
এত আজ্ঞা পাঞা তবে রসিকেন্দ্র রায়।
বহুত সামগ্রী কৈল কি কহিব তায়॥
কৈলি ভরিয়া তবে ভোগ লাগাইল।
পঞ্চক্রোশী লোক সবে ভোজন করিল॥
যাহার যে যোগ্য দেখি বিদায় করিলা।
সবে ভক্তগণে শ্যামানন্দেরে মিলিলা॥
কুঞ্জমঠে রসিকেন্দ্র সেবার কারণে।
অধিকারী এক সেথা স্থাপিল যতনে॥
দিন পঞ্চ রহি প্রভু আইলা নিজদেশে।
লীলাক্রমে কিছুদিন হইল প্রবেশে॥
গ্রাম সন্নিকটে যবে প্রবেশ হইলা
আচম্বিতে বংশীধ্বনি পূর্ব্বতে শুনিলা॥
তবে শ্যামানন্দ চাঁহা দিল পূর্ব্বদিকে।
বটমূলে দেখে কৃষ্ণ রাধা আছে সঙ্গে॥
অন্তর্ধান হৈল প্রভু মুরলী বদন।
তবে শ্যামানন্দ রায় হৈল অচেতন॥
ক্ষণে নাচে হাসে ক্ষণে গড়াগড়ি যায়।
হরি হরি বলে প্রভু শ্যামানন্দ রায়॥
এই মত কতক্ষণে হইল চেতন।
বট পরিক্রমা কৈল লৈয়া ভক্তগণ॥
সেইদিন হৈতে বংশীবট হইল নাম।
তবে গিয়া নিজ গৃহে করিল বিশ্রাম॥
জয় জয় শ্যামানন্দ ভক্তজন বন্ধু।
সুদয়া করিও প্রভু নাম কৃপাসিন্ধু॥
শ্যামানন্দ গোসাঞির চরণ কমল।
স্মরণ করিয়া কহি এই মন্ত্রবল॥
শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিয়ে দশম দশার আখ্যান॥

ইতি—শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশে শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভুর দক্ষিণদেশে গমন, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা দর্শন, কুঞ্জমঠ স্থাপন নাম দশম দশা সম্পূর্ণা।

—০—

একাদশ দশা

জয় জয় শ্যামানন্দ জয় রসিক শেখর।
কৃপা কর মোরে মুই পাপিষ্ঠ পামর॥
আর দিন প্রভাতে উঠিয়া শ্রীগোস্বামী।
প্রাতঃস্মরণ করেন বসিয়া আপনি॥
সেইকালে মুহুরিয়া মুহুরী বাজায়।
সজনিয়ারে পিরীতি রসের রস বলিয়া বাজায়॥

শুনি অচেতন হৈল প্রভু শ্যামানন্দ।
দেখি নাম সঙ্কীর্ত্তন কৈল ভক্তবৃন্দ॥
তবে কিছুকালে প্রভু চেতনা পাইল।
'হরি হরি' বোলে বলি উঠিয়া বসিল।
তবে সুবর্ণরেখা স্নান গেল ভক্তগণ সঙ্গে।
জলক্রীড়া করে প্রভু হই অতি রঙ্গে।
হেনমতে নদীর মকর মন স্নান সারি।
আনন্দে আইল গোঁসাই তবে নিজপুরী॥
এই মত লীলা করে ভক্তগণ সঙ্গে।
অধম তারণ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে।
একদিন গোসাঞি আছেন বসিয়া।
শিলা কারিগর সেথা প্রবেশিল গিয়া।
দুইজন মাত্র সেথা আর নাহি কেহ।
মহাশিলা রহিয়াছেন বড়ই বিগ্রহ।
দেখি শ্রীগোস্বামী তারে পুছিতে লাগিলা।
কোথা হৈতে আইলা কেহ বা আজ্ঞা কৈলা।
শুনি শিল্পীকার বলে শ্রীক্ষেত্র হইতে।
শ্রীজগন্নাথ আজ্ঞা দিল আসিতে এথাতে॥
কহিল কি শ্যামানন্দ রসিকেন্দ্র রায়।
আমা দর্শনে আসিতে মহা দুঃখ পায়।
এক শিলা লইয়া যাও তুমি সেই স্থানে।
প্রতিমা গড়িয়া দিবে অত্যন্ত যতনে॥
সেইখানে আমি গিয়া আবির্ভূত হৈব।
দর্শনে সকল লোকে মুকতি পাইব॥
এই আজ্ঞা দিল আমায় শুন মহাশয়।
তাতে আমি আসিয়াছি করিয়া নিশ্চয়।
এত শুনি শ্রীগোস্বামী আনন্দ হইল।
তবে রসিকেন্দ্রে আজ্ঞা দিল শ্যামানন্দ।
মদন মূরত্তি শ্যাম নিন্দে কোটি চন্দ্র।
বৃন্দাবন যোগপীঠে যে রূপ দেখিল।
সেই সদৃশেতে মুরারীরে আজ্ঞা দিল।
শুনি রসিকেন্দ্র দাঁড়াইল হয়া ঠানি।
দেখি শিল্পীকার তবে গড়িল তেমনি।
মহা সৌন্দর্য্য নটবর মাধুর্য্যের সিন্ধু।
প্রকাশিল শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণ ইন্দু।
মহোৎসব করি তবে মন্দিরে স্থাপিলা।
এই সব রসিক মঙ্গলে বিস্তারিলা॥
বসন্তীয়ার নিকট মছন্দ্র সাহা নাম।
মসল্লা ফকির সেহ বড় তেজোবান॥
ব্যাঘ্র চড়ি আইসে সেহ গোস্বামী দরশনে।
শ্রীগোপীবল্লভপুরে আনন্দিত মনে॥

এক ভৃত্য কহে আসি গোস্বামীর
কাছে।
ব্যাঘ্র চড়িয়া এক ফকির আসিয়াছে॥
গ্রাম সন্নিকটে আমি দেখিলা উহারে।
বহুজন সঙ্গে আছে আইসে ধীরে
ধীরে॥
এত শুনি ভুবন মঙ্গলে আজ্ঞা দিল।
নাগরী উদ্ধবে আন ত্বরিতে কহিল॥
এথা আগে নাহি আসে বলিবে
তাহারে।
ফকির আনিতে যাবে কহ যাই সত্বরে॥
শুনি ভুবন মঙ্গল শীঘ্র গেল চলি।
নাগরী উদ্ধবে গিয়া প্রভু আজ্ঞা বলি॥
কাঁথ বসি দন্ত ঘসে নাগরী উদ্ধব।
বলে কাঁথ চলে ফকির আনি যাব॥
শুনি কাঁথ চলে তবে শীঘ্রতর।
ফকির আইসে যাঁহা প্রবেশ সত্বর॥
দেখিয়া ফকিরগণ চমকিত হইল।
মছন্দ্রসা কাছে গিয়া ফিরিয়া কহিল॥
কাঁথে চড়ি মহাতেজে আসে কোনজন।
কিবা গোস্বামীর শিষ্য না যায় কহন॥
শুনি মছন্দ্রসা কহে গিয়া তথ্য কর।
একই ফকির তবে গেলা শীঘ্রতর॥
নাগরী উদ্ধবে সেহ গিয়া জিজ্ঞাসিল।
কোথা হতে আইলা তুমি কেহ বা
হইল॥

শুনি নাগরি উদ্ধব কহেন বচন।
শ্যামানন্দ গোস্বামীর ইহ শিষ্যজন॥
মছন্দ্রসা নিবার কারণে আসিয়াছি।
কোথা আছে মছন্দ্রসা তোরে আমি
পুছি॥

এত শুনিয়া ফকির শীঘ্র চলি গেল।
মছন্দ্রসা কাছে গিয়া সকলি কহিল॥

শুনি মছন্দ্রসা কহে শিষ্যে এক গুণ।
গুরু কিবা নাহি হবে স্বয়ং নারায়ণ॥
এত শুনি ব্যাঘ্রের পিঠেতে উত্তরিলা।
নাগরীর কাছে গিয়া বন্দনা করিলা॥
তবে সেথা হৈতে শ্রীগোস্বামীর কাছে
গেলা।
বন্দন পূজন করি বহু ভেটি দিলা॥

কিছুদিন রৈল সেথা অত্যন্ত হরিষে।
গোস্বামীরে লৈয়া গেলা বসন্তিয়া
দেশে॥

সেথা রাজা সাগরেন্দ্র শিষ্য যে হইল।
বহু ধন গ্রাম দিয়া শরণ লইল
বসন্তিয়া গ্রামে এক প্রতিমা স্থাপিল।
শ্রীগোকুলচন্দ্র বলি তাঁর নাম দিল॥

মহামহোৎসব কৈল ভক্তগণসঙ্গে।
কিছুদিন রৈল সেথা নানাবিধ রঙ্গে॥

শ্রীরসিক মুরারী 'খোয়াস সঙ্গে ছিলা।
অধিকারী করি তারে সেখানে রাখিলা॥

শ্রীগোপীবল্লভপুরে বিজে শ্যামানন্দ।
নাম সঙ্কীর্ত্তন করে সব ভক্তবৃন্দ॥

তবে কিছুদিনে প্রভু থুরিয়া চলিল।
শ্রীরাসবিহারী সেবা সেথা পধারিল॥

সেথা হৈতে ঘেলাড়িতে প্রবেশ হইলা।
ভুঞ্যা শিষ্য করি নাড়াজোলেতে চলিলা॥

শ্রীমদনমোহন সেবা সেথা প্রকাশিল।
গঙ্গাস্নান যাইতে পথে বহু শিষ্য কৈল॥

গঙ্গাস্নান সারি প্রভু শ্রীপাটে গমন।
আনন্দেতে আইল শ্রীগুপত্ত বৃন্দাবন॥

পশ্চিম গমনে ব্যাঘ্র সর্প নিস্তারিল।
স্থানে স্থানে অধিকারী শিষ্য বসাইলা॥

বহুদেশে বহু সেবা তার পধারিল।
দেশে দেশে হরিনাম দিয়া উদ্ধারিল॥
শ্রীরাস গোবিন্দপুরে রঙ্গে রাস কৈলা।
শ্রীবিনোদ রায় সেবা তথা পধারিলা॥
কানপুরে গোস্বামী উদ্দণ্ড রায় ঘরে।
অৰ্দ্ধ বৎসর তথা রহে তার স্নেহভরে॥
পুনঃ শ্রীগোপীবল্লভপুরে প্রবেশিল।
রসিক মুরারীরে গাদীতে সাড়ী দিল॥

মহামহোৎসব কৈল আনন্দিত মনে।
তিন পুরে ধন্য ধন্য শ্যামানন্দ নামে॥
গুরু শিষ্যে মহারঙ্গে ভক্তগণ সঙ্গে।
প্রেমে মত্ত হৈয়া বুলে মনের তরঙ্গে।
জয় শ্যামানন্দ জয় শ্রীরসিক চন্দ্র।
মোরে দয়া কর মুঞি ত্রিভুবন মন্দ॥
জগৎ তারিলে দিয়া প্রেমের লহরী।
মুঞি হীন মোরে ওহে তার দয়া করি॥
শ্রীবৃন্দাবন পশ্চিমভাগে এক স্থান॥
শ্রীসম্প্রদায় গাদী সেহ গলতা নাম॥

সেথা মহান্তের নাম হয় সূর্য্যানন্দ।
বড় তেজোমণি তিনি প্রেমেতে আনন্দ॥

বহু ভক্ত লঞা তেঁহ পুরীতে চলিল।
বড়চেলা রঘুদাসে গাদীতে স্থাপিল॥

রঘুদাস কহে প্রভু না পারিব আমি।
আর কারে দেখি কহ তুমি অন্তর্য্যামী॥

আজ্ঞা ভ্রষ্ট হৈল শুনি মহান্ত সূর্য্যানন্দ।
শাপ দিল কুড়ি তুই হবে আর মন্দ॥

এত শুনি রঘুদাস চরণে পড়িল।
বিনতি করিয়া বহু নতি স্তুতি কৈল॥
তবে কৃপা করি তারে পুনঃ আজ্ঞা দিলা।
রাম নাম জপ সদা কর সাধু মেলা॥

বলে আমি একবার জন্মিব পৃথ্বীতে।
দর্শন পাইবে আমার শ্রীক্ষেত্র চলিতে॥
পৃষ্ঠে তরোয়ালী চিহ্ন দেখিয়া চিনিবে।
চরণামৃত পাইলে এই কুষ্ঠ যাবে।
এত আজ্ঞা করি তারে চলে পূর্ব্ব দিকে।
চৌদ্দ হাজার নাগা আছে তাহার সঙ্গে।
শ্রীগোপীবল্লভপুরে কিছুদিনে আসি।
প্রবেশিল সূর্য্যানন্দ মহাপ্রেমরাশি।
দেশোয়ালী লোক গিয়া শ্রীগোস্বামী কাছে।
বলে বহু বৈষ্ণব এথা আসিতেছে।
শুনি শ্যামানন্দ রসিকেন্দ্র চূড়ামণি।
আনন্দ হইয়া তবে গেল তারে আনি॥
সূর্য্যানন্দ শ্রীগোস্বামী দেখিয়া মিলিল।
কোলাকুলি হয়া দোঁহে প্রেমেতে ভাসিল।
তবে শ্রীগোবিন্দ দরশনে গেল চলি।
ভেটাদিয়া ভূমে পড়ি যায় গড়াগড়ি॥
দর্শন করিয়া সূর্য্যানন্দ আনন্দেতে।
বলে ধন্য ধন্য রূপ পাই ত্রিজগতে॥
এমন মাধুর্য্য মূর্ত্তি কোথা নাই দেখি।
দর্শনে সকল জীবের পূর্ণ করে আঁখি॥
এইমত কতক্ষণ রহিয়া প্রসংশিল।
তবে শ্রীগোস্বামী তারে বাসা দেওয়াইল।
সম্পূর্ণ ভোজন করাইল বৈষ্ণবেরে।
পীঠা পানা ক্ষীর আদি কে বর্ণিতে পারে॥
কিছুদিন রৈল সেথা মহান্ত সূর্য্যানন্দ।
সর্ব বৈষ্ণব সঙ্গে করিয়া আনন্দ॥
একদিন বসিয়া আছেন শ্রীগোস্বামী।
সূর্য্যানন্দ বলে এক দ্রব্য মাগি আনি॥
শ্রীগোস্বামী বলে এই সকল তোমার।
যে ইচ্ছা সেই মাগ নাই কোন ভার।
তবে সূর্য্যানন্দ বলে শ্রীহরি দ্বারেতে।
লড়াই হৈল সব সন্ন্যাসীর সাথে।
মহাগোল দেখি আমি ফিরিয়া চলিল।
সেইখানে পৃষ্ঠে তরোয়ালী কে মারিল॥
এই পাপে পৃথিবীতে একবার আমি।
মনুষ্য শরীর জাত করাইব স্বামী॥
এই কারণেতে মাগি প্রার্থনা করিয়া।
রসিক চাঁদের পুত্র হইব বলিয়া।

শুনি শ্যামানন্দ প্রভু কহেন বচন।
আমার কৃপাতে হইয়াছে তিন নন্দন॥
সেই অবধিতে স্ত্রী ত্যাগ সে করিল।
নহিলে তাহাতে কিছু সন্দেহ না ছিল॥
তার পুত্র রাধানন্দ কৃষ্ণগতি আর।
রাধাকৃষ্ণ তেজোবান হঞাছে কুমার।
বড়পুত্র রাধানন্দে শিষ্য আমি করি।
তার পুত্র হও তুমি মানা নাহি করি॥
এত শুনি সূর্য্যানন্দ অঙ্গীকার কৈল।
এক কথা আছে আর বলিয়া রইল॥
রাধানন্দ পুত্র আর বহত হইবে।
আমি জাত হৈনু বলি কেমনে জানিবে॥
এই তরোয়াল চিহ্ন পৃষ্ঠেতে আমার।
দেখিয়া চিনিবে তবে করি নিরাধার॥

আমার সঙ্গেতে আছে শ্রীনৃসিংহদেব।
সঙ্গেত মানিয়া তবে এথা পধারিব॥
এইমত কহি তবে কিছু দিনান্তরে।
নৃসিংহ রাখিয়া সেথা শ্রীপুরীতে চলে॥
কিছুদিনে প্রবেশিল শ্রীক্ষেত্রেতে গিয়া।
বহু মেলা করি সেথা পূজা ভেটা দিয়া।
সেথা হৈতে শ্রীরামনাথেতে গেলা চলি।
কিছুদিন রয়্যা গেল শ্রীগল্‌তাপুরী॥
বহু বৈষ্ণব সঙ্গে প্রবেশ হইলা।
নানা সামগ্রী করি ভক্তে খাওয়াইলা॥

তার শিষ্যগণ সব বহু পূজা কৈল।
তবে সূর্য্যানন্দ সেথা আনন্দে রহিল॥
কিছু দিনান্তরে মায়াদেহ ত্যাগ কৈলা।
সিদ্ধদেহ লৈয়া শ্রীপাটাতে প্রবেশিলা॥
শ্রীরাধানন্দ নন্দন হৈয়া জনমিল।
মহাহর্ষে সর্ব্বে নয়নানন্দ নাম দিল॥
দিন দিন হৈতে মহাতেজ প্রকাশিলা।
শুক্লপক্ষে দ্বিজরাজ যেমনি হইলা॥
সেই মত কিছু দিনান্তর গেলা চলি।
তবে রঘুদাস সূর্য্যানন্দ কথা ভালি॥
শ্রীক্ষেত্র দর্শনে চলে আনন্দিত মনে।
পূর্ব্বকথা ভাবি মনে চিহ্নে সর্ব্বজনে॥
এইমতে কিছু দিনে পুরী প্রবেশিলা।
সেথা হতে রমনাথে দর্শনে চলিল॥
কতদিনে সেতুবন্ধ দর্শন করিল।
সেথা হতে রঘুদাস ফিরিয়া চলিল॥
শ্রীগোপীবল্লভপুরে আসি প্রবেশিলা।
শ্রীগোবিন্দ দর্শন করিয়া বাসা কৈলা॥
রসুই না করি কৈল প্রসাদ ভোজন।
কিছু দিন রৈল সেথা আনন্দিত মন॥
একদিন নয়নানন্দ গেলা স্নান করিতে।
পৃষ্ঠে চিহ্ন দেখি রঘুদাস ভাবে চিতে॥
বলে এইখানে আমার সংকেত মিলিল।
নিশ্চে সূর্য্যানন্দ এথা আসি জাত হৈল॥

এত কহি নয়নানন্দ স্নান কাছে গেলা।
চরণামৃত পাইয়া পরিক্রমা কৈলা॥
মহাপ্রেমে মহানন্দে নতি-স্তুতি কৈল।
সেইদিন হৈতে তার কুষ্ঠ দূর হৈল॥
তবে নয়নানন্দে নিজ পরিচয় দিল।
পূর্ব্বকথা কহ্যা সর্ব্ব আনন্দিত হৈল॥
কিছু দিন থাকি গলতাতে প্রবেশিল।
মহান্ত হইয়া সেথা গদীতে বসিল॥
জয় শ্যামানন্দ জয় রসিকেন্দ্র চন্দ্র।
তোমার বংশেতে যত বন্দো তার পদ॥
রাধাকৃষ্ণ আজ্ঞা পাঞা উৎকল তারিল।
এই সব লীলা প্রভুর বিস্তারিল॥
মুই হীন পাপী মন্দ দুষ্ট দুরাচার।
কৃপা করি তার মোরে এ ভব সংসার॥
শ্যামানন্দ গোসাঞির চরণ কমল।
স্মরণ কয়িয়া কহি এই মাত্র বল॥
শ্রীরূপ মঞ্জরীর পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিয়ে একাদশ দশার আখ্যান॥

ইতি—শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশে শ্রীগোপীবল্লভপুরে শ্রীগোবিন্দ প্রকাশ, মুরারী, গাদী সমর্পণ, মহান্ত সূর্য্যানন্দ মনোভিষ্ট পূরণ নাম একাদশ দশা সম্পূর্ণা।

—০—

দ্বাদশ দশা

জয় জয় শ্যামানন্দ ভক্তজন বন্ধু।
কৃপা কর মোরে প্রভু নাম কৃপাসিন্ধু।
একদিন রসিকচাঁদেরে আজ্ঞা কৈলা।
পূর্ব্বদিশা যাব আমি বলিয়া রহিলা॥
শুনি শ্রীরসিকানন্দ বলেন বচন।
যেই ইচ্ছা কর সেই কে করে টালন॥
তবে শ্রীগোস্বামী পালঙ্কীতে বিজে কৈল।
বহু বৈষ্ণব সঙ্গে ঘিরিয়া চলিল॥
নাম সঙ্কীর্ত্তন হরি হরি ধ্বনি আর।
কি উপমা দিব তার পুরল সংসার॥

যে গ্রামে প্রবেশ হয় প্রভু শ্যামানন্দ।
ভেটি পূজা দিয়া লোক প্রেমেতে আনন্দ॥

এই মত রোহিনীতে প্রবেশ হইলা।
মধু শ্রীকর ভ্রমর বরে শিষ্য কৈলা॥
দামোদর পতি পুরুষোত্তম গোঁসাই।
কাশিয়ারী হৈতে আসি মিলে প্রভু ঠাঁই।
নাম সঙ্কীর্ত্তন করি ঘরে লঞা গেল।
মহা আনন্দেতে বহু ভেটি পূজা কৈল॥
কাশিয়াড়ী লোক আর আশপাশ গ্রামে।
প্রভুরে দেখিতে চলে আনন্দিত মনে॥
দেখি মহাপ্রেমে লোক গড়াগড়ি যায়।
শ্রীচরণামৃত পিয়ে অধরামৃত পায়॥
কি কহিব আমি তার ভাগ্যের প্রমাণ।
প্রেমেতে ভাসিল সব কাশিয়াড়ী গ্রাম॥
মহামহোৎসব কৈল দামোদর পতি।
সেবা করি তোষ কৈলা শ্যামানন্দ মতি।
রাত্রেতে সর্ব্বমঙ্গলা দিবারূপ হৈলা।
শ্রীগোস্বামী শয়ন স্থানেতে প্রবেশিলা॥
সাষ্টাঙ্গ হইয়া ভূমে দণ্ডবৎ কৈলা।
বহু স্তুতি করি করজোড়ি দাঁড়াইলা॥
বলে কৃপা কর মোরে প্রভু শ্যামানন্দ।
যাহার প্রেমেতে হৈলা শ্যামার আনন্দ॥
মুই হীন পাপমতি দুষ্ট দুরাচার।
শরণ রাখিহ প্রভু চরণে তোমার॥
শুনি শ্যামানন্দ প্রভু বলেন বচন।
সকল জীবের হিংসা তোমার জীবন॥
পশুঘাতী তুষ্ট না ছুঁইব আমি।
তোমার স্পর্শেতে আমার পুণ্য হবে হানি॥
পুনঃ দেবী কহে শুনি ক্ষম মোর দোষ।
হেলা না করিব আমি না করিহ রোষ॥
আমার নাম ধরি যেহো জীব ঘাত করে।
পিতৃগণ লইয়া সাথে নরকেতে পড়ে॥
এত শুনি শ্যামানন্দ হইয়া আনন্দ।
মঙ্গলারে শিষ্য করি বলে মন্দ মন্দ॥
কভু না করিবে আর পশুরে হিংসন।
সাধু সেবা কর পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
এত আজ্ঞা শুনি দেবী চরণে পড়িল॥
মেলানি মাগিয়া নিজ পুরেতে চলিল॥
সেথা হৈতে খানাকুল[১] কৃষ্ণনগরেতে।
প্রবেশ হইল গিয়া বহু ভক্ত সাথে॥

১। খানাকুল কৃষ্ণনগর—হুগলী জেলায় অবস্থিত। হাওড়া-তারকেশ্বর রেলপথে তারকেশ্বরে নামিয়া ২০ বা ২০এ বাসে কৃষ্ণনগর নামিতে হয়। চুঁচুড়া

অভিরাম ঠাকুর গোস্বামী বাড়ী সেথা।
শ্রীগোপীনাথ ঠাকুর২ তাহার ইষ্টদাতা॥
মন্দির প্রবেশ হইল লৈয়া ভক্তগণ।
দর্শন করিয়া প্রেমে হইল অচেতন॥
বহুক্ষণে শ্রীগোস্বামী চেতনা পাইলা।
দেখি গোপীনাথ অধিকারী লৈয়া গেলা॥
প্রসাদ ভোজন কৈল ভক্তগণ লৈয়া।
আনন্দিত হইল সবে ভোজন করিয়া॥

তবে শ্যামানন্দ কহে শুন ভক্তগণ।
দ্বাপরের এক কথা কহি দেহ মন॥
গোপলীলা করে প্রভু ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কংসের আজ্ঞাতে ব্যোমা করিল গমন॥
গোপবালকের সঙ্গে খেলে রামহরি।
কেহ রাজা প্রজা দণ্ড অসি বেশধারী॥
কেহ চোর হঞা ফিরে বনের ভিতর।
এইমত খেলা করে প্রভু দামোদর॥
দেখি ব্যোমাসুর মায়া প্রকাশ করিল।
সব গোপ বালকেরে চোরাইয়া নিল॥

হইতে চুঁচুড়া-আরামবাগ এক্সপ্রেস বাসে মায়াপুর নামিয়া বাসে কৃষ্ণনগর শ্রীপাটে যাওয়া যায়। এখানে রামকুণ্ড, ষোলশাঙ্গের কাঠে উদ্ভুত বকুলবৃক্ষ। শ্রীগোপীনাথ ও অভিরাম ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি প্রভৃতি দর্শনীয়। মৎপ্রণীত গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্য্যটন দ্রষ্টব্য॥

২। অভিরাম ঠাকুর—ব্রজের শ্রীদাম সখাই গৌড়দেশে আগমন করতঃ অভিরাম নাম ধারণ করেন। কৃষ্ণনগরে শ্রীপাট স্থাপন, ষোলশাঙ্গের কাষ্ঠে বংশীবাদন করতঃ বকুলবৃক্ষ সৃষ্টি; তাঁহার প্রণামে গৌড়দেশে বিগ্রহশূন্য, প্রণামের মাধ্যমে বিষ্ণুপুরের শ্রীমদনমোহন, বাগড়ীর শ্রীকৃষ্ণ রায়ের মহিমা স্থাপন এবং বীরচন্দ্র, গঙ্গামাতা, শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন, ক্ষেত্রের গোপাল গুরুর মহিমা ব্যক্ত করেন। বিশেষ বিবরণ মৎপ্রণীত "তিলকরাম দাস কৃত" অভিরাম লীলামৃত দ্রষ্টব্য।

৩। শ্রীগোপীনাথ ঠাকুর ঠাকুর অভিরাম কর্ত্তৃক প্রকটিত।

তথাহি—শ্রীঅনুরাগবল্লী—

বাড়ীর পূর্বেতে রামকুণ্ড খোদাইতে। শ্রীমূর্ত্তির ছলে কৃষ্ণ হইল সাক্ষাতে॥
শ্রীগোপীনাথ নাম পরম মোহন। অশেষ-বিশেষ রূপে করেন সেবন॥

অদ্যাপি শ্রীপাট কৃষ্ণনগরে শ্রীরামকুণ্ড ও শ্রীগোপীনাথদেবের সেবা বিদ্যমান।

পর্ব্বত গুহাতে রাখি পাথর ঢাকায়।
এই মত কতক্ষণ রহ্যা গেল তায়॥
বালকে না দেখি প্রভু মদনগোপাল।
খুঁজিয়া খুঁজিয়া প্রভু ডাকে বারে বার॥
এইমত গিরি কাছে প্রবেশ হইল।
পর্বতের কাছে ব্যোমাসুরেতে দেখিল॥
এই গোপ বালকেরে কাখে জাঁকিয়াছে।
প্রবেশ হইল গিয়া গিরিকোট কাছে॥
দেখি ব্রজেন্দ্র নন্দন মহা কোপ কৈল।
অসুরের পরে লইয়া মুষ্টি প্রহারিল॥
মস্তক ফাটিয়া ব্যোমা পড়িল ভূমিতে।
তারে সংহারিয়া প্রভু চলে আনন্দেতে॥
পাথর খুলিয়া গোপবালকে আনিল।
পুনঃ সে পাথর সেইখানে ঢাকা দিল॥
অভিরাম নাম তার একই বালক।
সকলি আনিল তিনি রহ্যা গেল এক॥
কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রজভূমি গেল।
গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতে দেখিল॥
দ্বার ঢাকা পাথর দেখিয়া খুলাইল।
ভায়া অভিরাম বলি ভিতরে পশিল॥
শুনি অভিরাম বাহিরিলা গোফা হৈতে।
দেখি মহাপ্রভু বড় আনন্দিত চিত্তে॥
কোলাকুলি করি দোঁহা প্রেমেতে ভাসিল।
পূর্ব্বকথা চিত্তে স্মরি আনন্দ বাড়িল॥
গৌরাঙ্গ কহেন ভাই তোমারে দেখিয়া।
মহাভয় পাবে লোক চমৎকার হঞা॥
এই মত পরিহাস বহুত করিল।
অভিরামে লঞা প্রভু সেথা হতে গেল॥
বৃন্দাবনে প্রবেশিল ভক্তগণ সঙ্গে।
এইমত লীলা করে শ্রীচৈতন্য রঙ্গে॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।
দর্শন করিতে প্রভু করিলা গমন।
অভিরামে পাঞা বলে দেখ এইরূপ।
নটবর ছবি কৃষ্ণ মোহন স্বরূপ।
দেখি অভিরাম বহু নতি স্তুতি কৈল॥
বিনতি হইয়া বহু প্রণতি করিল॥
শ্রীগোবিন্দ দেখি তারে আনন্দ হইল।
আপনার বনমালা তার গলে দিল॥
এইমত ব্রজে যত শ্রীবিগ্রহ ছিল।
অভিরাম লয়া প্রভু সকলি দেখিল॥
যারে দণ্ডবৎ এক অভিরাম করে।
সে বিগ্রহ ফাটি যায় না রহিতে পারে॥

শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।
বলদেব এই চারি করিল দর্শন॥
আর যত যত মূর্ত্তি সেখানেতে ছিলা।
এক এক দণ্ডবতে সবে ফাটি গেলা॥
কিছুদিন সেথা রহি চলিয়া আইলা।
যেখানে বিগ্রহ আছে পরীক্ষা করিলা॥
এমতে কালিয়াকান্ত পুরীতে মিলিল।
এক দণ্ডবতে তিনি হাসিতে লাগিল॥
মালা দিল অভিরাম গোস্বামীর গলে।
ভাল আছহ বলি তাহারে পুছিল॥
সেহ বলে ভাল আছি তোমার কৃপাতে।
সেখানে প্রসাদ পায় অতি শুদ্ধ চিতে॥
সেথা হৈতে ১বিষ্ণুপুরে প্রবেশ হইলা।
মদন মোহন দেখি দণ্ডবৎ হইলা।
এক দণ্ডবতে বাঁকা হইয়া রহিল।
দণ্ডবৎ না করিহ বলিয়া কহিল॥
সেথা হৈতে ২বগড়ী শ্রীকৃষ্ণ রায় কাছে।
প্রবেশিল প্রভু অভিরাম সঙ্গে আছে॥
দণ্ডবৎ কৈল অভিরাম মহাশয়।
এত দণ্ডবতে তিঁহ কথা নাহি কয়॥
পুনঃ এক দণ্ডবৎ করে অভিরাম।
তবে না পাইল কিছু আপনা স্বকাম॥
আর এক দণ্ডবৎ গোঁসাই কিলে।
তিন দণ্ডবতে প্রভু হাসি মালা দিল॥
এক দণ্ডবতেতে বিগ্রহ ফাটিয়া যায়।
তিন দণ্ডবৎ নিল বগড়ী কৃষ্ণরায়॥
সেথা হৈতে রেমুনাতে প্রবেশ হইলা।
৩ক্ষীরচোরা গোপীনাথে গিয়া প্রবেশিলা॥

১। বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত। দক্ষিণ-পূর্ব্ব রেলপথে হাওড়া ষ্টেশন হইতে খড়্গপুর হইয়া মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জংশনের মধ্যবর্তী বিষ্ণুপুর ষ্টেশন। এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যর লীলাভূমি। শ্রীনিবাস আচার্য্য বৃন্দাবন হইতে গোস্বামী গ্রন্থাবলী গাড়ীতে ভরিয়া গৌড়দেশে পথে বনবিষ্ণুপুরে পৌঁছিলে বিষ্ণুপুররাজ বীর হাম্বিরের অনুচরগণ হরণ করেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য রাজাকে উদ্ধার করতঃ তাহার মাধ্যমে গোস্বামী গ্রন্থ প্রচার করেন

২। বগড়ী—বগড়ী মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত দক্ষিণ-পূর্ব্ব রেলপথে হাওড়া খড়গপুর ষ্টেশনের মধ্যবর্তী পাঁশকুড়া ষ্টেশন তথা হইতে বাসে ঘাটাল যাইতে হয়। যাইতে হয় ঘাঁটাল হইতে বাসে বগড়ী যাওয়া যাওয়া যায়।

৩। ক্ষীরচোরা গোপীনাথ—ক্ষীর চোরা গোপীনাথ রেমুনা অবস্থিত।

এক দণ্ডবতে তিঁহ হাসি মালা দিল।
তবে ১সাক্ষীগোপালেতে প্রবেশ হইল॥
দেখি গোপীনাথ পূর্ণ আনন্দ হইল।
অভিরাম গোস্বামীরে লয়া মালা দিলা॥
সেথা হৈতে গেলা জগন্নাথ দরশনে।
কিছুদিন রৈল্য সেথা আনন্দিত মনে॥
তবে সেথা হইতে চলে কিছু দিনান্তরে।
প্রবেশ হইল অভিরাম যে ২গ্রামেরে॥
ষোলশাঙ্গী কাষ্ঠ তুলি বংশী কৈল।
আশ্চর্য্য মানিলা লোক বহু সেবা কৈল॥
তবে গোপীনাথ পূজা এথা পধারিলা।
সেইদিন হৈতে এইখানেতে রহিলা॥
একদিন গোপীনাথ ভোগ লাগাইল।
ভোগ তুলিয়া পূজারী স্নানেতে চলিল॥
একই মার্জারী ছিল প্রসাদ খাইলা।
মন্দিরের কাছে ব্রাহ্মণের ঘরে ছিলা॥
তার পুত্র নাতি বহু কুটুম্বাদি জন।
তার ঘরে গ্রামযাজী বরে সর্ব্বজন॥
তার শান বধূ করে রসুই মার্জন।
কুটুম্বরে দিয়া স্নানে করিল গমন॥
আপনার পত্র পাড়ি রাখিয়া চলিল।
সেই বিল্লী আসি বধূ অন্নে মুখ দিল॥
স্নান সারি বধূ অন্ন করিল ভোজন।
ভক্ষমাত্রে কৃষ্ণপ্রেম হৈল উদ্দীপন॥

উৎকলের বালেশ্বর ষ্টেশন হইতে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। বাসে বা রিক্সায় যাইতে হয়। শ্রীগোপীনাথ দেবের বিবরণ বিষয়ে শ্রীচৈতন্য মঙ্গলের মধ্য খণ্ডের বর্ণন যথা—

মহাপুরী রেমুনাতে আছেন গোপাল। দেখিবারে ধায় প্রভু আনন্দ অপার।
পূর্ব্বে বারাণসী তীর্থে উদ্ধব স্থাপিল। ব্রাহ্মণের কৃপাছলে এথা আচম্বিত॥

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর জন্য ক্ষীর চুরি করিয়াই ক্ষীরচোরা গোপীনাথ নামে প্রসিদ্ধ হন।

১। সাক্ষীগোপাল সাক্ষীগোপাল উৎকলের কটকে বিরাজিত। শ্রীগোপাল দেব শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে বড় বিপ্রের বাক্য রক্ষা ও ছোট বিপ্রের অনুরোধক্রমে বৃন্দাবন হইতে শ্রীবিগ্রহ স্বরূপে উৎকলে আগমন করতঃ সাক্ষী প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি সাক্ষীগোপাল নামে প্রসিদ্ধ।

২। যে গ্রামেরে—খানাকুল কৃষ্ণনগরে।

ক্ষণে হাসে নাচে কাঁদে ভূমে গড়ি যায়।
বাতুল হইয়া দাণ্ডে দাণ্ডেতে বেড়ায়॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণ চিতে বহু চিন্তা কৈল।
ভূত লাগিয়াছে বলি ওঝা লাগাইল॥
তিন দিন গেল তবে ভাল না হইল।
দেখিয়া ব্রাহ্মণ চিত্তে বিস্ময় মানিল॥
একদিন অভিরাম পুছে ব্রাহ্মণেরে।
তোমা বধূ কি হইছে কহিবে আমারে॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলে গোঁসাইর কাছে।
আমার বধূরে কিবা ভূত লাগিয়াছে॥
হাসে নাচে গড়ে ভূমে বাতুলের মত।
কিবা কেহ ভ্রম করে কিবা লাগে ভূত॥
শুনিয়া গোস্বামী বলে ভূত না লাগায়।
এমত চেষ্টাতে জানি কৃষ্ণপ্রেম হয়।
শ্রাদ্ধের তণ্ডুল যদি তোমা ঘরে থাকে।
তার অন্ন করি তুমি খাওয়াইবে তাকে॥
তবে সে বাতুল তার ভাল হয়া যাবে।
পূর্ব্ব মত হয়া তোমা ঘরেতে থাকিবে॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণ শীঘ্রতরে চলি গেলা।
গোঁসাইর আজ্ঞা পালি সেইমত দিল॥
ভক্ষমাত্রে কৃষ্ণপ্রেম ত্যাগ হইয়া গেল।
দেখিয়া ব্রাহ্মণ মনে আনন্দ হইল॥
সবংশে লইয়া গোস্বামীর কাছে গেল।
বিনতি হইয়া কিছু প্রার্থনা করিল॥
বলে কি কারণে এই আজ্ঞা কর মোরে।
ভক্ষমাত্রেতে বাতুল ত্যাগ হৈল তারে॥
শুনিয়া গোস্বামী কহে বাতুল সে নয়।
কিবা কারণেতে তার কৃষ্ণপ্রেমে হয়॥
প্রেত ভক্ষ্য তণ্ডুলেতে অন্ন যবে খায়।
কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি যত তার হৈতে যায়॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলে সদা মোর ঘরে।
প্রেত তণ্ডুলের অন্ন সবে ভক্ষ্য করে॥
কৃষ্ণপ্রেমে দূর হয় বলিয়া না জানি।
ত্রাহি কর এবে মহাপাপী জন আমি॥
এত কহি গোস্বামীর চরণে পড়িলা।
বহু নতি-স্তুতি করি শরণ পশিলা॥
শুনি অভিরাম শিষ্য করিল তাহারে।
গ্রাম যাজী ছাড়ি সেবা করে গোস্বামীরে॥
কিছু দিনান্তরে তারে পূজারী করিল।
এবে অধিকারী সেহ ব্রাহ্মণ হইল॥
এই কথোপকথনে সেদিন সেখানে।
ভক্তে লৈয়া শ্রীগোস্বামী আনন্দিত মনে॥
আর দিন ধর্ম্মশীল কায়স্থ দেওয়ান।
বিনতি হইয়া লয়া গেল নিজস্থান॥
বহু ভেটি পূজা দিয়া দণ্ডবৎ কৈল।
নানাদি সামগ্রিতে ভোজন করাইল॥

যজ্ঞ করে তার ঘরে অনেক ব্রাহ্মণ।
দেখি শ্রীগোস্বামী করে আনন্দিত মন॥
সেথা যজ্ঞেশ্বর রামচন্দ্র বোস নাম।
ধার্মিত পণ্ডিত বিধি মহা বিজ্ঞমান॥
তিনি কহে ব্রাহ্মণেরে আন বৈশ্বানর।
যজ্ঞের কারণে বিপ্রে গেল শীঘ্রতর
শ্রীগোস্বামী সঙ্গে ছিল ভুবন মঙ্গল।
ব্রাহ্মণের চাঁহা তিনি করিল উত্তর॥
অগ্নি কি করিবে কহ শুনি আমি।
ব্রহ্ম অগ্নি বিনা যজ্ঞে আর নাহি জানি॥
বিপ্র কহে, কলিযুগে ব্রহ্ম অগ্নি কোথা।
ভুবন মঙ্গল কহে ব্রহ্মতেজ যথা॥
কৃষ্ণমন্ত্র সিদ্ধ হইলে সব সিদ্ধ হয়।
এত শুনি বিপ্র কোপ করি তারে কয়॥
বলে সত্য বৈষ্ণব যদি হবে তুমি।
ব্রহ্ম অগ্নি দেখি সত্য মানি তবে আমি॥
শুনি ভুবন মঙ্গল শীঘ্র চলি গেল
ফুঁক মাত্র ব্রহ্ম অগ্নি প্রকাশ করিল॥
দেখি বিপ্রগণ সবে আশ্চর্য্য মানিল।
স্বয়ং নারায়ণ বলি প্রণাম করিল॥
নতি স্তুতি করি কর যুড়ি দাঁড়াইল।
শিষ্য হৈতে ইচ্ছা তারা সকলি করিল॥
তবে ভুবন মঙ্গল তারে কহে বাণী।
আমা প্রভু শ্যামানন্দ তাঁর দাস আমি॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ বিচারিল সবে।
শিষ্য এত তেজ, গুরু কিবা নাহি হবে॥
এত কহি ভুবন মঙ্গল সঙ্গে গেল।
শ্রীগোস্বামীরে ভুবন বাতাইয়া দিল॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ দণ্ডবৎ কৈলা।
শিষ্য হইতে ইচ্ছা তারা সকলি করিলা॥
বলে শ্রীগোস্বামী শিষ্য বট তুমি কার।
ব্রাহ্মণ কহেন শুন বচন আমার॥
শ্রীপণ্ডিত ঠাকুরের ঘরে শিষ্য আমি।
তোমা সম আর নাই দেখি শুন স্বামী॥
শুনি শ্রীগোস্বামী তাঁরে বলেন বচন।
এক স্বর হৈল তোমার আমার মিলন॥
সদা রাধাকৃষ্ণ ভজ না কর হেলন।
পূরণ করিবে প্রভু তোমা প্রাণমন॥
এত শুনিয়া ব্রাহ্মণে আনন্দ বাড়িল।
শ্রীগোস্বামীর চরণেতে সর্ব্বে প্রণমিল॥
নিজ কাতে গেলা সবে হইয়া আনন্দ।
দেওয়ান পূজিল গো স্বামীর পদদ্বন্দ্ব॥
জয় জয় শ্যামানন্দ পতিত পাবন।
অধমে তারিহ প্রভু দিয়া কৃপা ধন॥
মুই হীনজন মোরে করিহ উদ্ধার।
পদরেণু দিয়া তার এ ভব সংসার॥

শ্যামানন্দ গোঁসাইর চরণ কমল।
মরণ করিয়া কহি এই মাত্র বল॥
শ্রীরূপমঞ্জরীর পাদপদ্মে করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিয়ে দ্বাদশ দশার আখ্যান॥

ইতি—শ্যামানন্দ প্রকাশে শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভুদ্বয়ের পূর্ব্বদেশে গমন, অভিরাম ঠাকুর মাহাত্ম্য বর্ণন নাম দ্বাদশ দশা সম্পূর্ণা।

—০—

ত্রয়োদশ দশা

জয় জয় শ্যামানন্দ দয়ার অবধি।
গঙ্গাস্নান বিজে কৈল দুষ্টগণ সাধি ॥
পথেতে যাইতে প্রভু যত লীলা করে।
মনুষ্য হইয়া কেবা তা বর্ণিতে পারে।
রসিক শেখর মোরে যেই আজ্ঞা করে।
সেই আজ্ঞা প্রতিপালি লিখেছি পাত্তেরে।
এবে কহি চিঞ্চিড়াতে যে লীলা করিল।
এক ধর্ম্মবান কায়স্থ সেখানেতে ছিল ॥
শ্রীগোস্বামীর পদে তার আগ্রহ বাড়িলা।
আপনার গ্রামে শ্যামানন্দে লঞা গেলা ॥
বহু দ্রব্য করি কৈলা চরণ বন্দন।
অতি আনন্দিতে প্রেমে উছালিল মন ॥
নানাদি সামগ্রী লৈয়া পাক করাইল।
সম্পুর্ণ ভোজন প্রভু ভক্ত সঙ্গে কৈল ॥
মুখ পাখালিয়া করে তাম্বুল ভোজন।
এই মতে রাত্র হইল করিল শয়ন।
প্রভাতেতে গঙ্গাস্নান করিল পয়ান।
ভক্তগণ সঙ্গে আর যত পুণ্যবান ॥
গঙ্গাস্নান সারি প্রভু কুলেতে উঠিল।
বহুত সামগ্রী কিনি ভোগ লাগাইল।
সব বৈষ্ণব ব্রাহ্মণেরে বোলাইলা।
সম্পূর্ণ ভোজন তারা আনন্দে করিলা।

ভোজন সারিয়া কৈল নাম সঙ্কীর্ত্তন।
মধ্যে নাচে শ্যামানন্দ আনন্দিত মন॥
এইমতে কতক্ষণে নিশি ভোর হৈল।
ভক্তগণ লৈয়া প্রভু প্রাতঃস্নান কৈল॥
স্নান সারিয়া সর্বে কৈল প্রসাদ ভোজন।
সম্পুর্ণ ভোজন কৈল আনন্দিত মন॥
চন্দননগরে শ্যামানন্দ উপনীত।
রসিক মুরারী সহ আর যত ভৃত্য॥
বুড়া শিবতলা তথা মহাপুণ্যস্থান।
শ্যামানন্দ ভক্তসহ যথায় বিশ্রাম॥
গঙ্গাতটে রাধাগোবিন্দ মূর্ত্তি প্রকাশিল।
ভিক্ষা করি মহোৎসব কীর্ত্তন আরম্ভিল॥
চব্বিশ প্রহর হয় নাম সংকীর্ত্তন।
ম্লেচ্ছ যবন যত ছিল সবে হৃষ্ট মন॥
গঙ্গা যমুনা সরস্বতী প্রবাহিত যথা।
মুক্ত ত্রিবেণী১ নাম পুণ্য ভক্তগাথা॥
ভক্তগণ লঞা প্রভু বিজয় করিল।
তিন সন্ধ্যা স্নান করি নাম আরম্ভিল॥
অষ্ট প্রহর কৃষ্ণনামে ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল।
দধিযাত্রা পদরসিক কৌতুকে রচিল॥
ত্রিবেণী চন্দননগরে অপূর্ব্ব মিলন।
গঙ্গাকুলে যত পাট না যায় গণন॥
শ্যামানন্দ আমন্ত্রণে সবার আনন্দ।
সেবা করি ধন্য কৈল শ্রীরসিকানন্দ॥
এই মত লীলা করে শ্যামানন্দ রায়।
বিদায় মাগিরা সবে নিজ স্থানে যায়॥
সেথা হতে শ্রীগোস্বামী করিল গমন।
পথেতে আসিতে শিষ্য কৈল বহুজন॥
কিছুদিনে শ্রীপাটেতে প্রবেশ হইলা।
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু নানা লীলা কৈলা॥
শ্রীগোপীবল্লভপুর হৈতে কিছু দিনান্তরে।
গমন করিল শ্যামানন্দ ব্রজপুরে॥
বনপথে গেল প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
কত বন কন্দরাদি দেখি নানারঙ্গে॥
কত নদনদী কত পার হঞা গেল।
ব্যাঘ্র আদি জীব সব অপার দেখিল॥
এইমত চলে প্রভু শ্যামানন্দ রায়।
বন দেখি চিত্তে প্রভু বড় সুখ পায়॥
একদিন পথে দুই ব্যাঘ্র বসিয়াছে।
বৈষ্ণব দেখিয়া ব্যাঘ্র আসে তার কাছে॥

১। মুক্ত ত্রিবেণী—ত্রিবেণী হুগলী জেলায় অবস্থিত। হাওড়া—কাটোয়া রেলপথে ব্যাণ্ডেলের এক ষ্টেশন পরেই ত্রিবেণী রেল ষ্টেশন। ইহার দক্ষিণে কিছুদূরে চন্দননগর বিরাজিত।

দেখি শ্যামানন্দ প্রভু আগুসার হৈলা।
আস আস বাপু বলি তারে আজ্ঞা কৈলা॥
গোস্বামীরে দেখি ব্যাঘ্র দণ্ডবৎ কৈলা।
দর্শন মাত্রকে তার আনন্দ বাড়িলা॥
শ্রীগোস্বামী বলে হরি হরি বল তুমি।
শুনি ব্যাঘ্র দণ্ডবৎ করি পুনপুনি॥
সেথা হৈতে শ্যামানন্দ পথে চলি যায়।
ময়ুর কোকিল আদি পাছেতে গুড়ায়॥
বরাহ হরিণ সব দেখে স্তম্ভীভূতে।
এই মতে চলি গেল শ্রীবৃন্দাবনেতে॥
শ্রীজীব গোস্বামী কুঞ্জে গিয়া উত্তরিলা।
তথা হৈতে শ্রীগোবিন্দ দরশনে গেলা॥
দর্শন করিয়া তিঁহো প্রেমাবেশ হইল।
হরি হরি বলি প্রভু নাচিতে লাগিল॥
তার গোপীনাথ আর মদন মোহন।
এইমত সর্ব্ব ঠাকুরের কৈল দরশন॥
বন পরিক্রমা কৈল শ্যামানন্দ রায়।
কত লোকে গোস্বামীর দরশনে যায়॥
বলে ব্রজবাসী লোক এই শ্যামানন্দ।
যাহার সেবাতে হইল শ্যামার আনন্দ॥
এই বলি নিত্য প্রতি দরশন করে।
নানাদি সামগ্রী লৈয়া ভেটি পূজা করে॥
একদিন ভরতপুর রাজ্য বৃন্দাবনে।
আনন্দেতে চলে শ্রীগোস্বামী দরশনে॥
শ্রীজীব গোস্বামী কুঞ্জে প্রবেশ হইল।
শ্যামানন্দ দেখি রাজা প্রেমেতে ভাসিলা॥
বলে ধন্য শ্যামা তোমার মহিমা।
যারে রাধা কৃপা করি দিল পদচিহ্না॥
আজি বড় পুণ্যদিন আমার হইলা।
তোমার চরণ দরশন ভাগ্যে হইলা॥
বহু স্তুতি করি বহু দণ্ডবৎ কৈল।
দেখি শ্যামানন্দ প্রভু আনন্দিত হৈল॥
প্রার্থনা করিয়া রাজা বলে শোন স্বামী।
সেবার কারণে কিছু আজ্ঞা কর তুমি॥
শুনি শ্রীগোস্বামী তারে বলেন বচন।
এক কুঞ্জের কারণে আছে মোর মন॥
আজ্ঞা শুনি রাজার বড় আনন্দ হইলা।
'ছটিঘরা' গ্রামসেবা কারণেতে দিলা॥

তবে শ্যামানন্দ তারে আলিঙ্গন দিল।
সেথা হৈতে রাজা তার মন্দিরে চলিল॥
কিছুদিনে শ্যামানন্দ গেল জয়পুরে।
আনন্দেতে প্রবেশিল রাজার মন্দিরে।
দেখি রাজা গোস্বামীর চরণে প্রণমিলা।
নতি স্তুতি করি বহু প্রেমেতে ভাসিলা।
তার ভক্তি দেখি সেথা শ্যামানন্দ রায়।
কিছুদিন সঙ্গে রহে তো গুহায়।
নিত্য প্রতি মহোৎসব করে আনন্দেতে।
কভু মহাপ্রেমে হয় শ্রীগোস্বামী চিতে।
দেখি রাজা মহাভয়ে চরণ পূজিলা।
সেবার কারণে সে শ্যামলী গ্রাম দিলা।
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধন।
নন্দগ্রাম বর্ষণি প্রভু করিল দর্শন।
বহু শিষ্য প্রেমে মত্ত না যায় কথন।
সেথা সেবা প্রকাশিলা মহাহৃষ্ট মন॥
বন উপবন আদি চৌরাশী ক্রোশেতে।
যত কুণ্ড যত কুঞ্জ ঘুরে আনন্দেতে।
ব্রজবাসী বনবাসী যত কৃষ্ণজন।
শ্যামানন্দে দেখি সবার হরষিত মন॥

তবে কিছুদিনে প্রভু আইলা বৃন্দাবন।
রাধাকৃষ্ণ দরশন করে হর্ষ মন।
এই মতে কতদিতে গেল বৃন্দাবনে।
নানা লীলা করে প্রভু আনন্দিত মনে।
সেথা হৈতে গৌড়দেশে করিলা গমন।
মালদহে প্রবেশিলা আনন্দিত মন॥
সেখান হইতে অম্বিকাতে প্রবেশিলা।
মহাপ্রভু দরশনে প্রেমে মত্ত হৈলা।
ভেটা পূজা দিয়া লক্ষ দণ্ডবৎ কৈল।
প্রেমেতে মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িয়া রহিল॥
কিছুক্ষণে উঠি প্রভু করে দরশন।
রূপ দেখি শ্যামানন্দ আনন্দিত মন॥
সেথা হৈতে গেলা শ্রীহৃদয়ানন্দ স্থানে।
ভেটী দিয়া দণ্ডবৎ করে হর্ষ মনে॥
অশ্রু পুলন্দিত প্রেমে নয়ন যুগল।
তবে শ্রীহৃদয়ানন্দ করে তারে কোল।
আলিঙ্গন করি তবে বহু প্রশংসিলা।
ধন্য শ্যামানন্দ নাম বলিয়া বলিলা।
কথোদিন রহিল সেথা প্রভু শ্যামানন্দ।
বিদায় মাগিল তবে মনের আনন্দ॥
সেথা হৈতে শ্যামানন্দ গমন করিল।
বহুদিনে গিয়া বগড়ীতে প্রবেশিল।

কৃষ্ণ রায় দরশন করি প্রেমে মত্ত।
নাম সংকীর্ত্তন করে আনন্দিত চিত্ত॥
সেথা সেবা অধিকারী প্রসাদ খাওয়া হৈল।
দেখি রাজা গোস্বামী বাড়িতে লৈয়া গেল॥
বহু পূজা করি রাজা মহোৎসব কৈল।
সেবার কারণে গোস্বামীরে গ্রাম দিল॥
গ্রাম নাম দিল প্রভু শ্যামানন্দপুর।
সেথা লোক দুষ্ট বড় কি বিবা অসুর॥
কিছু দিন রৈল সেথা প্রভু শ্যামানন্দ।
দুষ্ট পিযেধিল সবলয়া ভক্তবৃন্দ॥
বহু দ্রব্য দিয়া রাজা গোস্বামী চরণে।
বগড়ী হইতে প্রভু গেল ভাট ভূমে॥
সেথা রাজা শুনি বহু আনন্দ হইল।
বহু সৈন্য সঙ্গে গোস্বামীরে লৈয়া গেল॥
নিজ গৃহে লয়্যা প্রভুর চরণ পূজিলা॥
চরণামৃত পায়্যা প্রেমেতে ভাসিল॥
সবংশ লইয়া রাজা গোস্বামীর কাছে।
শিষ্য হৈল সবে গিয়া মনের হরিষে॥
এক নিবেদন কৈল শ্যামানন্দ স্থানে।
বলে পূর্ব্বে এক রাজা ছিল এই খানে॥
বৈষ্ণব এক আইল তার সন্নিধান।
মহাতেজোবান তিনি যেমন ঈশান॥

তারে অপমান কৈল রাজা দুষ্টমতি।
ক্রোধ হৈয়া বৈষ্ণব উঠিলা তড়িতি॥
শাপ দিল ব্যাঘ্র রাজা ভুঞ্জিবে তোমার।
এত বলি গেল তিঁহ ক্রোধেতে অপার॥
সে অবধি ব্যাঘ্রভয় সেখানে হইল।
বহু গ্রাম জন প্রজা উজাড় করিল॥
শুনিয়া গোস্বামী তবে তারে কৃপা কৈলা।
আজু হৈতে ব্যাঘ্রভয় না হবে বলিলা॥
পুন যদি ভক্ত ঠাঁই দ্রোহ যে করিবে।
এই ফলে রাজ্য নষ্ট হবে সে জানিবে॥
সেইদিন হৈতে ব্যাঘ্রভয় দূর হৈল॥
বলরামপুরে এক অধিকারী স্থাপিল॥
বহু গ্রাম দিল রাজা বহু পূজা কৈলা।
কিছু দিন শ্রীগোস্বামী সেখানে রহিলা॥
এইমত লীলা করে প্রভু শ্যামানন্দ।
সঙ্গেতে আছেন তার বহু ভক্তবৃন্দ॥
মোরে দয়া কর প্রভু মুই বড় মন্দ।
না জানি তোমার লীলা বিষয়েতে অন্ধ॥
চক্ষু কাম দেহ মোরে দয়ার সাগর।
কৃপা করি তার প্রভু এ হীন পামর॥

শ্রীরূপ মঞ্জরীর পাদপদ্ম করি ধ্যান। আনন্দে রচিল ত্রয়োদশ দশার আখ্যান॥

ইতি শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশে গঙ্গাস্নান, বনপথে ব্রজধাম গমন, অম্বিকা দর্শন, বগড়ী ও ভট্টভূম উদ্ধার নাম ত্রয়োদশ দশা সম্পূর্ণ।

—০—

চতুর্দ্দশ দশা

জয় জয় শ্যামানন্দ দয়ার সাগর।
কৃপা কর মোরে প্রভু সর্ব্বের ঈশ্বর॥
হেনমতে শ্যামানন্দ ভট্টভূমি দেশে।
বিষ্ণুপুর রাজা সেথা পাইল উদ্দেশে॥
বহু লোক ভেজি রাজা বিনতি করিল।
কৃপা করি মহাপ্রভু বিষ্ণুপুরে গেল॥
গ্রামের নিকট গিয়া প্রবেশ হইলা।
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু নৃত্য আরম্ভিলা॥
নাম সংকীর্ত্তন করে মহামত্ত রঙ্গে।
হরি হরি বলে সবে প্রেমের তরঙ্গে॥
গ্রামের সব লোক শুনি কৎকণ্ঠে ধাইল।
কিবা মহাপ্রভু আসি পুনঃ জাত হৈল॥
এই মত কহি লোক চলে দরশনে।
১আচার্য্য প্রভু শুনিয়া ভাবে মনে মনে॥
বলে ধন্য শ্যামানন্দ তোমার মহিমা।
রাই কৃপাপাত্র তুমি কি কহিব সীমা॥

---

১ আচার্য্য প্রভু—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকাশ মূর্ত্তি শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু বর্দ্ধমানের চাকুন্দীতে অবস্থিত হয়। পিতা গদাধর চক্রবর্ত্তী, মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া যাজিগ্রামে মাতুলালয়। পঞ্চম বর্ষ বয়সে শ্রীখণ্ডের শ্রীনরহরি ঠাকুরের সহিত মিলিত হন। পিতার অদর্শনে মাতাকে মাতুলালয়ে রাখিয়া নীলাচল গমন করেন। পথে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান শুনিয়া বিরহে ব্যাকুলিত হন। নীলাচলে গিয়া গৌড় পরিকর সহ মিলিত হন এবং গদাধর পণ্ডিত সমীপে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন অভিলাষ করেন। কিন্তু গ্রন্থ আনয়নের জন্য শ্রীখণ্ডে আসেন এবং পরে গদাধর পণ্ডিতের অন্তর্দ্ধান সংবাদ প্রাপ্ত হন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার কৃপা লাভ, দাস গদাধর সমীপে নিজ অপরাধ খণ্ডন করতঃ শান্তিপুর খড়দহ হইয়া খানাকুলে অভিরামের সহিত মিলিত হন। তথায় তভিরামের কৃপাশক্তি লাভ করিয়া

এত বিচারিয়া মনে আচার্য্য গোঁসাই।
শ্যামানন্দ আনিতে চলেন হর্ষ হই॥
আচার্য্য দেখিয়া প্রভু শ্যামানন্দ রায়।
পরস্পরে দুইজনে মিলিল তথায়॥
হেনমতে দুই গোঁসাই ভাসে প্রেম জলে।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হয়্যা নাচে কুতূহলে॥
শ্রীগোস্বামীকে আচার্য্য লইয়া গেল ঘরে।
বহুত সামগ্রী দিল কে বর্ণিতে পারে॥
ভোজন সারিয়া দুই একান্ত হইল।
কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গেতে রাত্রি শেষ হৈল॥
স্নান পূজা সারি দুই গোঁসাই বসিলা।
রাজা বীর হাম্বীর দর্শন আসি কৈলা॥
পাত্র মন্ত্রী লঞ্য্যা রাজা মহাপ্রেমভর।
দর্শন করিয়া ভাসে আনন্দ সাগর॥
বলে মোর গৃহে প্রভু করিহ বিজয়।
শ্রীচরণ রজ দিয়া পাপ কর ক্ষয়।
এত বলি নিজ গুরু চরণে পড়িলা।
শ্যামানন্দে লয়্যা চল বলিয়া বলিলা॥
শুনি আচার্য্য পুত্র শ্রীগোবিন্দগতি।
শ্যামানন্দ হস্ত ধরি উঠিল তড়িতি॥
আচার্য্য গৃহ হৈতে রাজবাড়ী এক ক্রোশ।
একদণ্ডে প্রবেশিল হয়্যা বড় তোষ॥
শ্রীমদন মোহন মন্দিরে চলি গেলা।
দর্শন করিয়া প্রেমে গদগদ হৈলা॥
পূজারী আনিয়া মালা প্রসাদী চন্দন।
দুই গোস্বামীরে দিলা আনন্দিত মন॥

বৃন্দাবনে গমন করেন। পথে শ্রীরূপ সনাতন রঘুনাথ ভট্ট ও ভূগর্ভ গোস্বামীর অন্তর্দ্ধান সংবাদ প্রাপ্ত হন। বৃন্দাবনে গমন করতঃ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর চরণাশ্রয় ও শ্রীজীব গোস্বামীর আনুগত্যে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আচার্য্য উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপরে শ্যামানন্দ ও নরোত্তমসহ মিলিত হইয়া গোস্বামী গ্রন্থ লইয়া গৌড়দেশে আসেন। বিষ্ণুপুররাজ বীর হাম্বীর কৃপা করিয়া তাঁহার মাধ্যমে ভক্তিগ্রন্থ প্রচার করেন। শ্রীনরহরি ঠাকুর ও গৌড় ভক্তগণের অনুরোধে শ্রীঈশ্বরীজি গৌরাঙ্গপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। তিন পুত্র বৃন্দাবন, রাধাকৃষ্ণ, গীত গোবিন্দ, হেমলতা, কাঞ্চনলতিকা ও কৃষ্ণপ্রিয়া নামে তিন কন্যা। ছয় চক্রবর্ত্তী ও অষ্ট কবিরাজ প্রমুখকে দীক্ষা প্রদান করতঃ অগণিত জীবকে কৃষ্ণ প্রেম দান করেন।

সেথা হৈতে রাজগৃহে গমন করিল।
উত্তম আসনে দুই গোস্বামী বসিল॥
তবে রাজা গোস্বামীর পাদ পাখালিলা।
চরণামৃত পাইয়া আনন্দে ভাসিলা॥
পাত্র মন্ত্রী লৈয়া রাজা শ্রীচরণ তলে।
প্রেমে গড়াগড়ি যায় মহাকুতূহলে॥
শীতল মনহিঁ রাজা করাইল লয্যা।
অধরামৃত পাইল কৃতকৃত্য হয্যা॥
তবে দুই গোস্বামী সভাতে বিজে কৈলা।
বহু লোক আসি সেথা দরশন কৈলা॥
বলে জয় জয় প্রভু ধন্য শ্যামানন্দ।
যাহার সেবাতে হইল শ্যামার আনন্দ॥
এই মত লীলা কৈল সেথা একমাস।
মহামহোৎসব করি করিল উল্লাস॥
রাজারে কহিল আমি শ্রীপাটেতে যাব।
সন্নিকট হৈল দ্বাদশ মহোৎসব॥
শুনি রাজা চিত্তে বড় ত্রস্ত-ব্যস্ত হৈলা।
বহু ধন দিয়া রাজা বিদায় করিলা।
সেথা হৈতে কিছুদিনে শ্রীপাট গমন।
শ্রীরাধাগোবিন্দ পদে কৈল দরশন॥
ভেটি দিয়া প্রেমভরে গড়াগড়ি যায়।
হরিধ্বনি নাম গানে ভুবন কাঁদায়॥
শ্রীরসিকানন্দ প্রভু কৈল দরশন।
মহাপ্রেম ভরে কহে গদগদ বচন॥
এইমত দণ্ড দুই প্রেমাদেশ হইলা।
সুস্থির হইয়া নিজ গৃহেতে চলিলা॥
মার্জ্জন হইয়া করে সুপক্ক ভোজন।
শ্যামানন্দ রসিকের আনন্দিত মন॥
জয় জয় শ্যামানন্দ রসিক মুরারি।
পাপী উদ্ধারিতে তুমি আছ অবতরি॥
মুঞি হীনপাপী মোরে কর পরিত্রাণ।
জন্ম দুঃখী কর্ম্মহীন মূর্খ হীন প্রাণ॥
না জানি তোমার লীলা কি বর্ণিব আমি।
গুরু আজ্ঞা হৈতে হয় মাত্র আমি জানি॥
জয় জয় শ্যামানন্দের যত ভক্তগণ।
দয়া কর আমি তোমা বন্দি শ্রীচরণ॥
শ্রীরূপমঞ্জরীর পাদপদ্ম করি ধ্যান।
আনন্দে রচিল চতুর্দ্দশ দশার আখ্যান॥

ইতি — শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশে বিষ্ণুপুর বিজয় নাম চতুর্দ্দশ দশা সম্পূর্ণা।

—•—

পঞ্চদশ দশা

জয় জয় শ্যামানন্দ বন্দি তোমার চরণ।
জয় শ্রীরসিকচন্দ্র আর ভক্তগণ॥
হেনকালে করে প্রভু শ্যামানন্দ রায়।
শ্রীগোপীবল্লভপুরে বহুজনা যায়॥
একদিন শ্রীগোস্বামী ভজনে বসিল।
শ্রীহৃদয়ানন্দের লোক উপনীত হৈল॥
প্রণত হইয়া বলে শুন শ্যামানন্দ।
এই আজ্ঞা দিয়াছেন শ্রীহৃদয়ানন্দ॥
এখানে আসিবে শ্রীগোবিন্দ দরশনে।
তমলুকে আছে মহাপ্রভুর সদনে॥
শুনি আজ্ঞা পাঠ করি হরষ হইল।
আনিবারে চারি বৈষ্ণবেরে ভেজিল॥
দুই একদিনে তমলুকে প্রবেশিলা।
শ্রীহৃদয়ানন্দে দেখি চরণে লুটিলা।
বলে তোমা নিবার কারণে শ্যামানন্দ।
আমারে ভেজিল প্রভু হইয়া আনন্দ॥
শুনি শ্রীহৃদয়ানন্দ হরষিত হৈলা।
আর দিন যাত্রা করি শ্রীপাট চলিলা॥
গ্রাম সন্নিকটে যবে প্রবেশ হইল।
ভেটি দিয়া শ্যামানন্দ চরণে লুটিল॥
তেঁহ কোলে করি বড় আনন্দিত হৈল।
প্রেমাবেশ হই প্রভু কহিতে লাগিল॥
বলে ধন্য শ্যামানন্দ তোমার মহিমা।
যারে কৃপা কৈল রাই কি কহিব সীমা॥

শ্রীরসিকানন্দ তবে দণ্ডবৎ কৈল॥
ভেটি দিয়া মহোল্লাসে প্রেমেতে ভাসিল।
অনিরুদ্ধাবতার চতুর্ব্যহাধিপতি।
নারায়ণ সমমূর্ত্তি রসিক প্রসিদ্ধি॥
তারে উঠাইল প্রভু শ্রীহৃদয়ানন্দ।
কোলে দিয়া আশ্বাসিল হইয়া আনন্দ॥
সেথা হইতে মন্দিরেতে প্রবেশ হইলা।
শ্রীগোবিন্দ দরশনে প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥
ভেটি দিয়া মহোল্লাসে গড়াগড়ি যায়।
নটবর বেশ দেখি মহাসুখ পায়॥
তবে শ্যামানন্দ নিজগৃহে লঞা গেল।
পাদ প্রক্ষালন প্রভু আপনি করিল॥
উত্তম আসনে তবে বসইলা লৈয়া।
চন্দন কুপূর আদি দিল সুখ পাঞা॥
ভোজন সামগ্রী শ্রীরসিক আনাইল।
গোস্বামীরে ভোজন স্থানেতে লঞা গেল॥
লুচী, পুরী, মিঠাই, সন্দেশ, চিনি সার।
জিলিপী, মগদ, মঠিয়ারী, সক্রেপাল॥

ঘৃত, দধি, চিড়াভাজা, মালপুয়া
আর।
নারিকেল, পানিফল নানাদি প্রকার॥
দুগ্ধ, সর, ছানাভোগ, গুয়া খণ্ডসার।
রসিক দিলেন তাঁরে কি বর্ণিব আর॥
এইমত করণ্টার করেন পারশ।
ভোজন করিল গোঁসাই হইয়া হরষ॥
গোঁসাই সঙ্গেতে যত বৈষ্ণব আছিল।
ভোজন করিয়া সবে সন্তুষ্ট হইল॥
আচমন কৈল তবে শ্রীহৃদয়ানন্দ।
তাম্বুল চর্ব্বন করে হইয়া আনন্দ॥
উত্তম মন্দিরে গিয়া শয়ন করিল।
যে যার মন্দিরে তবে সবাই চলিল॥
প্রভাতেতে উঠি কৈল স্নানাদি মার্জ্জন।
তবে আসি কৈল শ্রীগোবিন্দ দরশন॥
জ্যৈষ্ঠ শুক্ল তৃতীয়া সেদিন আমি
হইল।
মহামহোৎসব অধিবাস আরম্ভিল॥
বহু সন্ত মহান্ত বৈষ্ণব রাজা প্রজা।
কোথা কে গায়েন করে কোথা বাজে
বাজা
এইমতে বহুলোক সজ্ঘট্ট হইল।
কেহ বা প্রসাদ পায় কেহ শিদা নিল॥
ঠিক ঠিক কহি আমি শুন সাধুজন।
বিস্তার বর্ণনা কেহ করিতে ভাজন॥

যত বেলা লোক চিত্তে যেই ইচ্ছা
করে।
সেই বাঞ্ছা সিদ্ধ তার হয় সুখ ভরে॥
ভোগ হয় শ্রীগোবিন্দে আনন্দিত
মতি।
কেহ নাচে গায় কেহ কেহ সংকীর্ত্তন।
কেহ হরি হরি বলে আনন্দিত মন॥
কেহ দেখিবারে আনন্দেতে বেড়ায়।
কেহ বলে ধন্য ধন্য শ্যামানন্দ রায়॥
এই মতে দ্বাদশ দিবস শেষ হৈল।
কিবা রাত্র কিবা দিন একাকার হৈল॥
দধি কাদা কৈল সব বৈষ্ণব লইয়া।
শ্রীহৃদয়ানন্দ নাচে মহামত্ত হৈয়া॥
শ্যামানন্দ রসিকেন্দ প্রেমেতে ভাসিলা।
মহা আনন্দিতে সবে দধি পূর্ণ কৈলা॥
সুবর্ণরেখাতে তবে স্নান কৈল গিয়া।
জলকেলি কৈল সবে বৈষ্ণব লইয়া॥
স্নান সারি নিজ নিজ স্থানেতে
চলিলা।
আনন্দেতে মহোৎসব সম্পূর্ণ হইলা॥
আরদিন যারে যেই মর্য্যাদা করিয়া।
বিদায় করিল প্রভু আনন্দিত হৈয়া॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ কহে শুন শ্যামানন্দ।
তোমা সবা হৈতে প্যারা হইল
আনন্দ॥

ধন্য শ্যামানন্দ নাম তুমি সে পাইল।
এত মধ্যে আমার যোগ্যপুত্র হৈল॥
তোমা সম দেখি রসিক শেখর।
কিবা জাত হৈল আসি শ্রীগৌরসুন্দর
এত শুনি শ্যামানন্দ চরণে পড়িলা।
তোমা কৃপা এই সব বলিয়া রহিলা॥
দেখি শ্রীহৃদয়ানন্দ হইলা আনন্দ।
কোলে ধরি উঠাইল প্রভু শ্যামানন্দ॥
রসিকচাঁদেরে প্রভু আলিঙ্গন কৈলা।
গুরুশিষ্যে মিলি তুষ্ট তারহ বলিলা॥
শুন বাপু এবে আমি শ্রীপাটে চলিব।
সদা সুকল্যাণ থাক কৃষ্ণনাম ভাব॥
শুনি শ্যামানন্দ তবে অস্তব্যস্ত হৈলা।
এই কৃপা সদা প্রভু রাখিবে বলিলা॥
গোস্বামীকে বিদায় করিল মহারঙ্গে।
অধিকারী বৈষ্ণব যত ছিল সঙ্গে॥
যে যার মর্য্যাদা করি বিদায় করিলা।
কিছুদূর শ্যামানন্দ পাছোটিয়া গেলা॥
এই মত লীলা করে শ্যামানন্দ রায়।
কত শত লোক সব দেখিবারে ধায়॥
কত দিনান্তরে সঙ্গে ভক্তগণ লৈয়া।
গোবিন্দপুর মোকামে প্রবেশিল গিয়া
রাসযাত্রা কৈল সেথা অতি বিচক্ষণ।
যেই দেখে তার হয় আনন্দিত মন॥

শ্রীবিনোদ রায় সুঠাম মূর্ত্তি প্রকাশিল।
ভঞ্জ রাজা সেবা লাগি গ্রাম সব দিল॥
পঞ্চদিন রাস সারি কানপুর গেলা।
আনন্দিত মনে সেথা বহুদিন রৈলা॥
সেথা হৈতে গেল গোপীনাথ দরশনে।
গোপীনাথ দেখি প্রেমে আনন্দিত মনে॥
কিছুদিন রৈল সেথা অতি প্রেমরসে।
বহু শিষ্য কৈল প্রভু মনের হরিষে॥
তবে একাদশীতে প্রভু সেথা হৈতে গেলা।
রাজঘাট পরে এক সন্ন্যাসী দেখিলা॥
বড় মায়াবাদী তিনি পাণ্ডিত্যে ভক্তিহীন।
বিভূতি লেপন অঙ্গ কষায় কৌপীন॥
বৈষ্ণবে দেখিয়া তিঁহ হাসিতে লাগিলা।
বলে ওহে ঝুটাখোর কোথা হৈতে আইলা॥
শুনিয়া শ্রীগোস্বামী তারে কিছু না কহিল।
স্নান কর এথা সবে বলি আজ্ঞা দিল॥
এক বৃক্ষতলে সবে গিয়া উত্তরিলা।
স্নান করিবার প্রভু নদীতে চলিলা॥

তীরে দেখে একই কুম্ভীর পড়িয়াছে।
অতি বড় দীর্ঘ বপু মুখ বিস্তারিছে॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তার দেখি ভয় পায়।
শ্রীগোস্বামী দেখি তারে আনন্দে বোলায়॥
বলে এথা আইস বাপু করি প্রতিকার।
যেমনে হইবে তুমি ভবসিন্ধু পার॥
কোন জন্মে পাপ হৈতে কুম্ভীর হঞাছ।
এবে জীব হিংসা তুমি কেন করিতেছ॥
এত শুনিয়া কুম্ভীর আনন্দিত হৈলা।
শ্রীগোস্বামী পদে আসি দণ্ডবৎ কৈলা॥
তারে আশ্বাসিয়া প্রভু মহামন্ত্র দিল।
জীবহিংসা না করিবে বলি আজ্ঞা কৈল।
এত শুনিয়া কুম্ভীর চরণে লুটিলা।
আনন্দ হইয়া জলভিতরে পশিলা॥
দেখিয়া সন্ন্যাসী চিত্তে হইল চমৎকার।
বলে কিবা নারায়ণ স্বয়ং অবতার॥
না জানিয়া আমি নিন্দা করিয়াছি তারে।
কেমনে হইবে তার সুদয়া আমারে।
এত খেদ করি চিত্তে চপলে উঠিলা।
চরণে পড়িয়া বহু নতি-স্তুতি কৈলা॥

বলে দোষ ক্ষমি প্রভু শিষ্য কর মোরে।
অজ্ঞ অপরাধ আমি করিয়াছি তোরে॥
এত শুনি শ্রীগোস্বামী আনন্দ হইল।
শিষ্য করিয়া 'শঙ্কর দাস' নাম দিল॥
সেথা দেশ জমিদার বহু পূজা কৈলা।
কত শত লোক সেথা আসি শিষ্য হৈলা।
তবে সেথা হৈতে প্রভু বড়পাল গেলা।
কিছুদিন রৈল সেথা বহু শিষ্য কৈলা॥
সেথা হৈতে ভোগরাগই প্রবেশ হইলা॥
পথেতে আনন্দানন্দ আসি লয়া গেলা॥
বহু ভেটি দিয়া কৈল চরণ সেবন।
সেথা যে যে লীলা হৈলা শুন ভক্তগণ॥
সেথা সন্নিকটে শ্রীবাশুলী দেবী আছে।
বড় ভয়ঙ্কর রূপ দর্শনে পাইছে॥
তার সেবা করে সন্ন্যাসী চারিজন।
নানা জীব মারি ভোগ করে পাপীগণ॥
বৈষ্ণবে দেখিয়া নিন্দা করিয়া হাসিল।
ভক্তগণে গিয়া প্রভুর কাছেতে কহিল॥

বলে দেবী মণ্ডপে সন্ন্যাসী চারিজন।
সাধু বৈষ্ণবে কৃষ্ণে করায় নিন্দন॥
আমারে দেখিয়া তিঁহ হাসিতে লাগিলা।
শুনি শ্রীগোস্বামী ভক্তগণে আজ্ঞা দিলা॥
তার সেবা করে সন্ন্যাসী চারিজন।
নানা জীব মারি ভোগ করে পাপীগণ॥
বৈষ্ণবে দেখিয়া নিন্দা করিয়া হাসিল।
ভক্তগণে গিয়া প্রভুর কাছেতে কহিল॥
বলে দেবী মণ্ডপে সন্ন্যাসী চারিজন।
সাধু বৈষ্ণবে কৃষ্ণে করয়ে নিন্দন॥
আমারে দেখিয়া তিঁহ হাসিতে লাগিলা।
শুনি শ্রীগোস্বামী ভক্তগণে আজ্ঞা দিলা॥
বলে সর্ব্বে কর তুমি নাম সংকীর্ত্তন।
তা হইতে দুষ্ট যেন হইবে দলন॥
এত আজ্ঞা শুনি সবে আনন্দ হইলা।
নাম সংকীর্ত্তন ভরে ব্রহ্মাণ্ড কম্পিলা॥
এইমত প্রহরেক কৈল নাম গান।
শুনিয়া বাশুলী দেবীর কাঁপিল পরাণ॥
নাম সংকীর্ত্তনকারী সব ভক্তগণ।
ভোজন সারিয়া কৈল আনন্দে শয়ন॥
রাত্রে দিব্যরূপ ধরি বাশুলী আইলা।
শ্যামানন্দ শয়ন স্থানেতে প্রবেশিলা॥
দেখে প্রভু নিদ্রাতে হইছে অচেতন।
বাশুলী বসিয়া তবে চাপিল চরণ॥
নিদ্রাভঙ্গ হইল যবে শ্যামানন্দ রায়।
বলে কাহে পাদ চাপ কহিবে ত্বরায়॥
এত শুনিয়া বাশুলী চরণে লুটিয়া।
দোষ ক্ষম মোর মুই বাশুলী বলিলা॥
তবে শ্যামানন্দ প্রভু কহেন তাহারে।
তুমি জীবহিংসা কর কেন ছুঁহ মোরে॥
তবে কর জুড়িয়া বাশুলীদেবী কহে।
ছাগ আদি কত মোর গ্রহণ নাহি হয়ে॥
দুষ্টজন পশুবধ করে অকারণ।
পিশাচীরগণ সবে করেন ভক্ষণ॥
সেখানে না থাকি আমি যেথা পশুবধ।
দুষ্টগণে মাংসের কারণে করে সাধ॥
যেই পশু বধ করে তার দোষ হয়।
রোমসংখ্যা যুগ নরকে পড়ে সুনিশ্চয়॥
যেই যারে মা'র সেই তারে বধ করে।
এইমত আজ্ঞা নারায়ণ বেশে ধরে।

মোর দোষ নাহি প্রভু দয়ার সাগর।
এত কহি নেত্রে বারি পড়ে ঝর ঝর॥
চরণে পড়ি বাশুলী গড়াগড়ি যায়।
মোরে তার শিষ্য করি প্রভু শ্যামরায়॥
এত শুনি শ্রীগোস্বামী আনন্দ হইল।
আনন্দানন্দেরে ডাকি প্রভু আজ্ঞা দিল॥
বলি বাশুলী দেবীরে শিষ্য কর তুমি।
এত শুনি পাদে পড়ি করায় দৈন্যি।
বলে আমি ক্ষম নাহি শিষ্য করিবারে।
তোমা আজ্ঞা বল মাত্র জানি এ সংসারে॥
এত শুনি বাশুলী দেবীরে শিষ্য কৈল।
মন্ত্র পাইয়া বাশুলী আনন্দ হইলা॥
আনন্দানন্দেরে কহ দণ্ডবৎ কৈল।
পুনঃ প্রভু পদতলে গড়াগড়ি দিল॥
তারে আজ্ঞা কৈল তবে শ্যামানন্দ রায়।
কৃষ্ণ বৈষ্ণবেরে ভক্তি করহ সদায়॥
জীবহিংসা করিবে যেথায় দেখিবে।
যে করে তারে তুমি গিয়া দণ্ড দিবে॥
এত শুনিয়া বাশুলী দণ্ডবৎ কৈলা।
যে আজ্ঞা করিবে প্রভু কে করিবে হেলা।
তব নিজ মন্দিরেতে প্রবেশ হইল।
মহা উগ্রচণ্ডারূপ সেখানে ধরিল॥
সন্ন্যাসী আছেন যেথা সেথা প্রবেশিলা।
ভয়ঙ্কররূপে তারে নতিস্তুতি কৈলা॥
বলে শ্যামানন্দে পূজা কর সবে গিয়া।
না গেলে সবারে আমি খাইব ধরিয়া॥
এত শুনি সন্ন্যাসীরগণ ভয় কৈলা।
প্রাতে উঠি শ্যামানন্দ স্থানেতে চলিলা॥
সবে গিয়া গোস্বামীর চরণে পড়িল।
রক্ষা কর শ্যামানন্দ বলিয়া বলিল।
শ্রীবাশুলী দেবী রাত্রে প্রবেশ হইলা।
ভয়ঙ্কর রূপে গিয়া বহু দুঃখ দিলা॥
বলে শ্যামানন্দ স্থানে চল শীঘ্রতর।
দাস হৈয়া খাট গিয়া চরণ কমল॥
যদি নাহি যাবে তুমি করি দুষ্ট মন।
সবারে খাইব আমি শুন পাপীগণ॥
এই আজ্ঞা করি অন্তর্দ্ধানেতে চলিলা।
তুমি না রাখিলে প্রভু নিশ্চে প্রাণ গেলা॥
এত শুনি শ্রীগোস্বামী বলেন বচন।
জীবহিংসা কর কেন সাধুরে নিন্দন॥
আজি হৈতে জীব ঘাত না করিবে।
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবে দেখিয়া পূজিবে॥

শ্রীচরণামৃত আর শ্রীঅধরামৃত।
ভক্তি করি পাবে তুমি করি দণ্ডবৎ।
তবে বাশুলীর তোমা প্রতি কৃপা হবে।
নির্ভয় হইয়া সদা আনন্দে ফিরিবে।
এই আজ্ঞা শুনি তবে সন্ন্যাসীরগণ।
পদে পড়ি বলে প্রভু করিব পালন॥
পাদপদ্ম দিয়া রাখ শ্যামানন্দ রায়।
শ্রীচরণে দাস হৈয়া খাটিব সদায়।
তবে শ্রীআনন্দানন্দে প্রভু আজ্ঞা দিলা।
সন্ন্যাসীরে শিষ্য তুমি করহ বলিলা।
আজ্ঞা পাঞা আনন্দানন্দ শিষ্য কৈল।
সেইদিন হৈতে সেথা সব তুষ্ট গেল।
এইমত লীলা করে প্রভু শ্যামানন্দ।
দেখিবারে যায় লোক হইয়া আনন্দ॥
বৈতরণী তটে স্থান অতি মনোহর।
রসিকেন্দ্র শিষ্য নাম শ্রীকরুণাকর॥
পরম অদ্ভুত কৃষ্ণ সেবা পরকাষ্ঠা।
গুরু চিন্তা গুরু ধ্যান গুরু মুক্তিদাতা॥
বৈরাগ্যের শিরোমণি কি বর্ণিতে পারি।
অধিকারী শাড়ী দিলা রসিক মুরারী॥
গুরুস্থানে আজ্ঞা শিষ্যে সমাধি স্থাপিবে।
কৌপীন মাহাত্ম্য গায় যতেক বৈষ্ণবে॥
জয় জয় শ্যামানন্দ দয়ার অবধি।
সাধুজন পাল প্রভু দুষ্টজন বধি॥
মুই হীন পাপী মোরে কর প্রতিকার।
কেমনে তরিব আমি এ ভব সংসার।
জ্ঞান লব দেহ মোরে প্রভু কৃপা করি।
শরণ রাখিহ প্রভু চরণে তোমারি॥
শ্রীরূপমঞ্জরীর পাদযুগ্ম করি ধ্যান।
আনন্দে রচিল পঞ্চদশার আখ্যান॥

ইতি—শ্যামানন্দ প্রকাশে শ্রীহৃদয় চৈতন্যদেবের শ্রীপাটে আগমন ও গোবিন্দপুর, দশরথপুর ও ভোগরাই গমন নাম পঞ্চদশ দশা সম্পূর্ণ।

—•—

ষোড়শ দশা

জয় জয় শ্যামানন্দ ভুবন পাবন।
দয়া কর তোমা লীলা করিব রচন।
প্রভু শ্যামানন্দ সঙ্গে শ্রীরসিকানন্দ।
উৎকল ভুবন তারণ হই প্রেমানন্দ॥
তবে ভক্তগণ লৈয়া প্রভু শ্যামানন্দ।
মীরগোদা প্রবেশিলা হইয়া আনন্দ॥

হরি হরি বলে সবে আনন্দ লহরী।
বহুলোক দর্শন কারণে আসে পুরী ॥
কত শত শিষ্য প্রভু সেখানে করিলা।
অধিকারী স্থালী সেথা আনন্দে চলিলা ॥

তবে বসন্তিয়া প্রভু প্রবেশ হইলা।
সেথা অধিকারী পথ হৈতে লয়া গেলা।
শ্রীগোকুলচন্দ্রে প্রভু দর্শন করিয়া।
মহাপ্রেমেতে ভাসিল আনন্দিত হয়া।
প্রসাদ পাইল সেথা মহাহর্ষ চিত্তে।
যত বৈষ্ণব আর ছিল প্রভু সাথে।
ভোজন সারিয়া কৈল মুখ প্রক্ষালন।
তাম্বুল কর্পূর আদি করিল চর্ব্বন।
তবে শ্রীগোস্বামী পালঙ্কেতে নিদ্রা গেল।

কেহ শ্রীচরণ চাপে কেহ পাখা লৈল।
শ্রীগোকুলচন্দ্র তবে দিল দরশন।
বলে শুন শ্যামানন্দ আমার বচন ॥
গোচারণে গোপগণ সঙ্গে যাই আমি।
বেলা অস্ত হৈলে আসি মন্দিরে আপনি ॥
ক্ষুধাতে আকুল তনু নিদ্রা নাহি হয়।
বহু কষ্ট পাই আমি কহি সুনিশ্চয় ॥

এত আজ্ঞা করি অন্তর্ধানেতে চলিলা।
স্বপ্ন চেতিয়া গোস্বামী তড়িতি উঠিলা ॥

তবে বোলাইল অধিকারীরে সত্বর।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত তারে কহি সুখবর।

বলে প্রাতে মঙ্গল আরতি যবে হবে।
চিনি নাড়ু নারিকেল ভোগ যে লাগিবে ॥

আর মুগ ভিজা বুট ছানা রম্ভা ফল।
প্রভাতেতে এই ভোগ হইবে সুফল।

একই প্রহর দিন যখন হইবে।
চিড়া দুগ্ধ খণ্ড এই ভোগ সে লাগিবে ॥

ছয় ঘড়ি হবে তবে করিবে বন্ধন।
শালি অন্ন আর সপ্ত হইবে ব্যঞ্জন।

কড়ি দধি ঘৃত এই সব হবে ভোগ।
কর্পূর তাম্বুল আদি করিবে সংযোগ ॥

সন্ধ্যা পরে পুরী চিনি নাড়ু নারিকেল।
দুগ্ধ ছানা আদি ভোগে করিবে সঞ্চার।

অষ্ট দণ্ড রাত্রি যবে প্রকাশ হইবে।
নানাবিধ পিঠা ক্ষীর ভোগ লাগাইবে।

তাম্বুলের এলাচি যত মসল্লা প্রধান।
হেনমতে ভোগ প্রভু করিল বন্ধান।

কিছুদিন মহানন্দে সেখানে রহিল।
প্রজা জমিদার কত শিষ্য আসি হৈল ॥

তবে সেথা হৈতে গেলা শ্যামানন্দ রায়।
কিছুদূর অধিকারী পাছেতে গড়ায়॥
শ্রীগোস্বামী চরণেতে দণ্ডবৎ কৈলা।
বিদায় হইয়া বসন্তিয়া প্রবেশিলা॥
হিজলীর অধিপতি ইচ্ছাদেবী পিতা।
জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সেবিতা॥
শ্যামানন্দে সেবা করে ষোড়শ উপচারে।
রাজা প্রজা তমোনাশ বিদিত সংসারে॥
সমুদ্র শোভিত রাজ্য অতি মনোহর।
মালঝাটিয়া দণ্ডপাট সান্নিধ্য উত্তর॥
যে পথে গৌরাঙ্গদেবের উৎকল গমন।
প্রভু শিষ্য কৈলা সবে কে করে গণন॥
ভঞ্জভূমে বিজে কৈল প্রভু শ্যামানন্দ।
দেখিবারে যায় লোক হইয়া আনন্দ॥
রাজা কাছে এক বৈষ্ণবে পাঠাইলা॥
সেহ গিয়া গোস্বামীর গমন কহিলা॥
শুনি রাজা মহানন্দে বৈষ্ণব চরণে।
কত শত দণ্ডবৎ করে হর্ষ মনে॥
পাত্র মন্ত্রী লৈয়া রাজা বহু সৈন্য সঙ্গে।
গোস্বামীকে আনিবারে চলে নানা রঙ্গে॥
কতদূরে দেখে প্রভুর বৈষ্ণবগণ।
যান ত্যাগ করি রাজা চলিল তখন॥
শ্রীগোবিন্দ পদে গিয়া ভেটি পূজা দিল।
মহানন্দে কোটি কোটি দণ্ডবৎ কৈলা॥
তবে প্রভু রাজারে করিল আলিঙ্গন।
মহানন্দে ভাসে সবে অতি হর্ষ মন॥
তবে রাজা নিজ মন্দিরেতে লয়া গেলা।
উত্তম সুগৃহ দেখি বাসা দেওয়াইলা॥
ভোজন সামগ্রী ছিল নানাদি প্রকার।
সংক্ষেপে কহি কেহ করিয়া বিস্তার॥
ভোগ লাগাইয়া প্রভু করিল ভোজন।
বৈষ্ণবগণ সঙ্গে আনন্দিত মন॥
ভোজন সারিয়া তবে আচমন কৈলা।
তাম্বুল কর্পূর আদি চর্ব্বন করিলা॥
পালঙ্কেতে নিদ্রা কৈল প্রভু শ্যামানন্দ।
রাজা বসি পানসেবা করে সুআনন্দ॥
তবে কিছুক্ষণে প্রভু রাজারে কহিলা।
অধরামৃত পাই আসহ বলিলা॥
আজ্ঞা শুনি রাজা তবে উঠিল সত্বর।
দণ্ডবৎ করে প্রেমে হইয়া কাতর॥
তবে রাজা গিয়া পায় শ্রীঅধরামৃত।
বলে ধন্য ভাগ্য মোর হইল উদিত।
আচমন করি রাজা সভাতে চলিলা।
উত্তম উত্তম বস্ত্রে সভা মণ্ডাইলা।

শ্রীগোস্বামী বিজে কৈল সভার ভিতর।
উত্তম আসনে প্রভু বসিল তৎপর ॥
বহুত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র জাতি।
যে যার মর্য্যাদাতে বসিয়া পংক্তি পংক্তি ॥
হেন সময়েতে লোক গিয়া জানাইলা।
রসিক শেখর প্রভু আসি বিজে কৈলা ॥
শুনি রাজা জানাইলা শ্রীগোস্বামী পদে।
আজ্ঞা দেন রসিক শেখর আনিব সুআনন্দে ॥
শুনি শ্যামানন্দ প্রভু চিত্তে হর্ষ হৈলা।
মহানন্দে রসিকে আনহ আজ্ঞা দিলা ॥
তবে রাজা দলবল সঙ্গেতে লইয়া।
রসিক মুরারী কাছে প্রবেশিল গিয়া ॥
চরণে পড়িয়া বহু নতিস্তুতি কৈল।
তবে রসিকেন্দ্র তারে আলিঙ্গন কৈল ॥
সেথা হইতে আসি সভা উপরে উঠিলা।
শ্রীগোস্বামী পদে গিয়া দণ্ডবৎ কৈলা ॥
কোল দিয়া উঠাইল প্রভু শ্যামানন্দ।
আপনার কাছে বসাইল সুআনন্দ ॥
জয় জয় করে ভাট নট আদি যত।
হরি হরি ধ্বনি হইতে উছলে জগত ॥
তবে রাজা নিবেদিল শ্রীগোস্বামী কাছে।
শ্রীভাগবত শুনিতে মন হইয়াছে ॥
এত শুনি রসিকেরে প্রভু আজ্ঞা দিল।
ভাগবত পড় বাপু বলি আজ্ঞা কৈলা ॥
শুনি রসিকেন্দ্র মনে আনন্দ হইলা।
শ্যামানন্দ পদে গিয়া দণ্ডবৎ কৈলা ॥
তবে ভাগবৎ পড়ে সভার ভিতর।
শ্রীদশম স্কন্ধ যেই রসের সাগর ॥
তার মধ্যে বেদস্তুতি সিদ্ধান্তের সার।
সুআনন্দে পড়ে প্রভু রসিক মুরার ॥
মূল টীকা ব্যাখ্যা করি পড়ে প্রেম ভরি।
শুনিতে ইচ্ছুক লোক প্রেমের মাধুরী ॥
হেনকালে মানত্রী নটীগণ আইলা।
তার পানে রাজা দৃষ্টি ততক্ষণে দিলা ॥
সুবন মঙ্গল দেখি মহাক্রোধ হৈলা।
রাজারে চাহিয়া তিঁহ কহিতে লাগিলা ॥
ভাগবত ছাড়ি কর বেশ্যা অবলোক।
অমৃত ছাড়িয়া বিষে করিয়াছ লোভ ॥
এত কহি রাজা গালে এক চড় দিল।
বলে ভাগবতে তোর মন ফিরি গেল ॥

এত দেখি মন্ত্রী আর সেনাপতিগণ।
ভুবন মঙ্গল কর্ম্ম দেখি ততক্ষণ॥
হাতিয়ার ধরিয়া সবে মারিতে উঠিলা।
ভুবন মঙ্গলে সবে নানা গালি দিলা।
দেখি রাজা ক্রোধ হৈল লোকের উপর।
তোমা সবার কি হৈল শুনরে পামর॥
মোরে মোর ভাই মাইল উপদেশ দিয়া।
তোরা সব ভক্তিবাধ করহ বসিয়া॥
এত কহি ভাগবতে দণ্ডবৎ কৈলা।
শ্রীগোস্বামী পদতলে গড়াগড়ি দিলা॥
রসিক চরণে পড়ে বিনতি করিয়া।
ভুবন মঙ্গলে দণ্ডবৎ করে গিয়া।
ভাই মোরে নিজ করি আজি উদ্ধারিল।
এতদিনে জানিলাম সুদয়া হইল॥
কৃপা কর দয়ার্নব প্রভু শ্যামানন্দ।
ভুবন মঙ্গল ভায়া প্রাণের সম্বন্ধ।
সভাজন দেখি ধন্য ধন্য কার কৈল।
বিপ্রজন কহে রাজার শুদ্ধ ভাব হৈল॥
শ্রীরসিক নাই জানে এত কোলাহল।
ভাগবত পড়ে প্রভু প্রেমেতে বিহ্বল॥
এই মতে কতক্ষণে সম্পূর্ণা হইলা।
শত মুদ্রা বস্ত্ররাশি রাজা আনি দিলা।
আর যত সভাজন যায় যে ভাজন।
মর্য্যাদা করিল আনিল অচ্যুতনন্দন॥
তবে শ্রীগোস্বামী গেল আপনার স্থানে।
সঙ্গে শ্রীরসিকচন্দ্র আর ভক্তগণে।
প্রসাদ ভোজন কৈল মনের আনন্দে।
শয়নেতে বিজে কৈল প্রভু শ্যামানন্দে॥
নিত্য প্রতি রাজা করেন চরণ সেবন।
শ্রীঅধরামৃত পায় করিয়া নিয়ম।
ভুবন মঙ্গলে প্রভু বলেন বচন।
রাজা গালে চড় মারি করিলে তাড়ন॥
আমার হইতে তোর এত জ্ঞান হৈলা।
গালে চড় মোর আগে মারিয়া তাড়িলা॥
বিষ্ণুকলা যারে রাজা সেইজন হয়।
অষ্ট অবধানী হয় শুন সুনিশ্চয়॥
অল্প দোষে তারে তুমি বহু দণ্ড কৈলা।
মোর আগে তোর চিত্তে এত গর্ব্ব হৈলা॥
কাজ নাহি মোরে তুমি করহ গমন।
শুনি ভুবন মঙ্গল পড়িল চরণ॥
বহু নতিস্তুতি করি বনেতে চলিলা।
কিছুদূর গিয়া এক স্থানেতে বসিলা॥

শিলার উপরে বসি পাদে পাদ দিয়া।
মহামন্ত্র জপ করে আনন্দ হইয়া॥
দেখি ব্যাঘ্রগণ আসি দণ্ডবৎ কৈলা।
মহানন্দে ভাসি তারা বেড়িয়ে বসিলা॥
এথা রাজা ভুবনের দেখি দুঃখরাশি।
বলে মোর হৈতে প্রভুর হৈল সে দোষী॥
এত কহি নির্জ্জন গৃহেতে প্রবেশিলা।
কপাট পড়িয়া দ্বারে শুইয়া রহিল॥
মন্ত্রী আদি এবং রাজার যতেক ভৃত্যগণ।
ডাকিয়া নিস্ফল সবে সবে উঠে রাজন্॥
তবে পাট মহাদেবী ডাকেন দুয়ারে।
কেন শুতিয়াছ প্রভু কহনা আমারে॥
তবে রাজা তারে বলে শুনহ বচন।
ভুবন মঙ্গল নাহি আসে যতক্ষণ॥
সেই মোর মূঢ়বুদ্ধি হরণের কর্ত্তা।
তারে না আনিলে আমি নাহি যাবো কোথা॥
শুনি বাণী মন্ত্রীরে ডাকিয়া আজ্ঞা দিল।
এসব বৃত্তান্ত তারে বুঝাইয়া কহিল॥
ভুবন মঙ্গল এথা যবে না আসিবে।
কহ শ্রীগোস্বামী কাছে রাজা না উঠিবে॥

শুনি মন্ত্রী গেল শ্রীগোস্বামী সন্নিধানে।
দূর হৈতে দণ্ডবৎ করে হর্ষ মনে॥
গোস্বামী বলেন, মন্ত্রী কহ কি কারণ।
মন্ত্রী বলে, রাজা মানে করিছে শয়ন॥
স্নান ভোজনাদি প্রভু কিছু না করিয়া।
নির্জ্জন গৃহেতে আছে কপাট মুদিয়া॥
আমরা ডাকিলে কহে না উঠিব আমি।
যদি সে উঠিব দেহ ভুবনেরে আনি॥
ভুবন মঙ্গল ভাই যবে না আসিবে।
স্নান ভোজনাদি মোর কিছু না হইবে॥
শুনিয়া শ্যামানন্দ প্রভু হাসিতে লাগিল।
নাগরী উদ্ধবে প্রভু ডাকি আজ্ঞা কৈল॥
রাজা কাছে কহ তুমি মোর আজ্ঞা লৈয়া।
বলে ভুবন মঙ্গল দিব আনাইয়া॥
স্নান মার্জ্জনাদি তুমি করহ সত্বর।
অধরামৃত সেবন কর অতঃপর॥
এত শুনি নাগরী উদ্ধব চলি গেলা।
রাজার মন্দির কাছে গিয়া প্রবেশিলা॥

কপাট পড়িছে দ্বারে দেখিয়া
ডাকিলা।
উঠ হে রাজন বলি কপাট ঠেলিলা॥
রাজা কহে না উঠিব কেন ডাক তুমি।
নাগরী কহেন আজ্ঞা কহিছেন স্বামী।
রাজা কহে, ভুবন না আসে
যতক্ষণ।
কভু না উঠিব আমি শুন সর্ব্বজন।
নাগরী কহিছে রাজা শুন আমি কহি।
শ্রীগোস্বামী আজ্ঞা করিছেন শুন
ভাই।
স্নান মার্জ্জনাদি তুমি করহ সত্বর।
শ্রীঅধরামৃত পাবে চান ততঃপর।
ভুবন মঙ্গলে প্রভু দিবে আনাইয়া।
না কর বিলম্ব তুমি চল শীঘ্র হৈয়া।
তবে রাজা কপাট ফেড়িয়া বাহারিল।
নাগরী উদ্ধব পদে দণ্ডবৎ কৈল।
স্নানাদি মার্জ্জনা কৈল ততক্ষণ।
শ্রীস্বামী দরশন চলিল বহন।
ভোজন সারিয়া প্রভু করিছে শয়ন।
রাজা গিয়া দণ্ডবৎ করে ঘন ঘন॥
তারে উঠাইল প্রভু শ্যামানন্দ রায়।
তবে রাজা হরষে চরণামৃত পায়।
অধরামৃত পাইল অতি হর্ষ মনে।
মুখ পাখালিয়া গেল গোস্বামীর
স্থানে॥

চরণ সঞ্চালে রাজা প্রেমাবেশ হৈয়া।
বলে প্রভু কৃপা কর ভুবনেরে দিয়া॥
শুনি শ্রীগোস্বামী মনে আনন্দ
হইল।
কোথা আছে আন তারে বলি আজ্ঞা
কৈল।
তবে রাজা মন্ত্রীরে ডাকিয়া আজ্ঞা
দিলা।
ভুবন মঙ্গলে আন বলিয়া রইল।
তবে মন্ত্রী লোক পাঠাইল খুঁজিবারে।
বনে বনে খুঁজে লোক লতার ভিতরে।
একস্থানে দেখে ব্যাঘ্র আছে হৈয়া।
ভুবন মঙ্গল মধ্যে আছয়ে বসিয়া।
মৌন ব্রতে আছে বসি শীলার
উপরে।
মহামত্ত ব্যাঘ্র সব বেড়িছে তাহারে।
ব্যাঘ্রগণ দেখি লোক মহাভয় কৈলা।
ততক্ষণে গিয়া সবে মন্ত্রীরে কহিলা।
মন্ত্রী বলে চল সবে যাব তার স্থানে।
লইয়া আসিব তারে রাজার এখানে।
এত কহি মন্ত্রী গেল বনের ভিতরে।
বহুলোক গেল তারে দেখিবার তরে।
কিছুক্ষণে সেথা গিয়া প্রবেশ হইলা।
দূর হতে ব্যাঘ্রগণ দেখিতে পাইলা॥
মধ্যে ভুবন মঙ্গল আছয়ে বসিয়া।
ব্যাঘ্রগণ বেড়িয়াছে চতুর্দিক হৈয়া॥

দেখি মন্ত্রী দূর হইতে ডাকিতে লাগিলা।
সাষ্টাঙ্গ হইয়া বহু দণ্ডবৎ কৈলা॥
বলে রাজা ডাকে প্রভু আসহ বহন।
তুমি বনে আসিবাতে বহু খেদ মন॥
অনেক ডাকিল মন্ত্রী না শুনে ভুবন।
মনতুঃখে ফিরি গেল রাজার ভবন॥
রাজা কাছে গিয়া মন্ত্রী সকলি কহিলা।
শুনি রাজা শ্রীগোস্বামী কাছে প্রবেশিলা॥
চরণে পড়িয়া রাজা কহিল সকল।
ব্যাঘ্র ঘিরে বসিয়াছে বনের ভিতর॥
তবে প্রভু নাগরী উদ্ধবে ডাকাইলা।
ভুবন মঙ্গলে আন বলি আজ্ঞা কৈলা॥
শুনিয়া নাগরী গেল মন্ত্রী সঙ্গে লৈয়া।
যেখানে আছে ভুবন প্রবেশিল গিয়া।
নাগরী উদ্ধব দেখি ডাকিতে লাগিলা।
আসিহ ভুবন ভাই প্রভু আজ্ঞা হৈলা।
শুনি ভুবন মঙ্গল দণ্ডবৎ কৈল।
শ্রেষ্ঠ ব্যাঘ্র দেখি তার পৃষ্ঠেতে বসিল।
আগে পিছে চলে ব্যাঘ্র গরজন করি।
মধ্যে ভুবন মঙ্গল বলে হরি হরি।
গ্রামজন দেখি সবে মহাভয় কৈল।
আগে নাগরী উদ্ধব প্রভু কাছে গেল।
দণ্ডবৎ করি বলে ভুবন আইল।
ব্যাঘ্র চড়ি আসিতেছে বলিয়া কহিল।
তবে শ্যামানন্দ প্রভু তারে আজ্ঞা কৈল।
ভুবনের কাছে শীঘ্র চলহ বলিল॥
ব্যাঘ্রগণ বনে ছাড়ী আস্থন মোর কাছে।
এইমত সঙ্গে মোর বহুজন আছে॥
শুনি নাগরী উদ্ধব গেল শীঘ্র হৈয়া।
ভুবন মঙ্গল কাছে প্রবেশিল গিয়া।
বলে ব্যাঘ্রগণ বনে করহ বিদায়।
প্রভু কাছে পাদে তুমি চলি আইস ভাই॥
এত শুনি ব্যাঘ্রগণে বিদায় করিল।
বলে তোরা বনে যাহ প্রভু আজ্ঞা কৈল॥
এত শুনি ব্যাঘ্রগণ বনেতে চলিলা।
ভুবন মঙ্গল তবে প্রভু কাছে গেলা॥
চরণেতে পড়ি বহু নতিস্তুতি কৈল।
প্রেমে গদগদ হৈয়া গড়াগড়ি দিল।
তবে শ্যামানন্দ প্রভু তারে উঠাইলা।
পুনঃ রাজা প্রভুপদে মিনতি করিলা॥
বলে কৃপার সাগর প্রভু শ্যামানন্দ।
যাঁহার দর্শনে হয় জনে সুআনন্দ।
ভুবন মঙ্গল দোষ ক্ষম প্রভু পরে।
এত কহি পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ করে।
তবে শ্রীগোস্বামী তারে বহু কৃপা কৈল।
পূর্ব্বমত সেবা দিয়া ভুবনে রাখিল।
এবে কিছুদিনে প্রভু শ্রীপাট চলিলা।
শ্রীগোপীবল্লভপুরে গিয়া প্রবেশিলা।

শ্রীগোবিন্দ দরশনে প্রেমে মত্তগণ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন যাঁহা আছে অনুক্ষণ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ ভক্তজন বন্ধু।
দয়া কর অধমেরে প্রভু কৃপাসিন্ধু॥
মুই দীন হীন প্রভু দূষিত পামর।
মোরে কৃপা কর প্রভু দয়ার সাগর॥
অতি মূঢ়জন মূর্খ নাহি জ্ঞান মোর।
তোমার লীলা অমৃত সমুদ্র কল্লোল॥
শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা করিমাত্র বল।
সমুদ্রেতে ভেলা যেন তরণের ফল॥
শ্যামানন্দ পদদ্বন্দ্ব করি আমি ধ্যান।
শ্রীরসিকচাঁদ হৃদে করি ব্যাখ্যান॥
শ্রীরূপ মঞ্জরীর পাদপদ্ম করি ধ্যান।
আনন্দে রচিল ষোড়শ দশার আখ্যান॥

ইতি—শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশে হিজলী ও ভঞ্জভূম বিজয় ও ভুবন মঙ্গল হরিনাম মাহাত্ম্য স্থাপন নাম ষোড়শ দশা সম্পূর্ণ।

—০—

পরিশিষ্ট

(শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট সম্পাদিত গ্রন্থখানি চারিদশায় সম্পূর্ণ। চতুর্থ দশার শেষাংশের অংশটি প্রদত্ত হইল)

শ্রীশ্যামানন্দ গোসাঞি চরণ কমল।
স্মরণ করিয়া কহোঁ এই মোর বল॥
শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিলা চারি দশার আখ্যান॥
(ভিন্ন পুঁথির পাঠ—)
পঞ্চদশায় গোঁসাইর সংসার বিষয়।
এই চারি দশায় কেবল কৃষ্ণ অভিলাষ॥
নবম দশাতে সাধন পূর্ণ হৈল।
শেষ দশায় মধুর বিরহ জন্মিল॥
তাহাতে যতেক চেষ্টা কে পারে বর্ণিতে॥

রাধাকৃষ্ণ প্রেমে সেবাপ্রাপ্তি অভিমতে।
শ্রীজীব গোসাঞি যবে বৃন্দাবনে আইলা।
তাহার বিরহে গোঞি ব্রজপ্রাপ্তি হৈলা।
দশমেতে রাধা-কৃষ্ণ সেবাপ্রাপ্তি হৈলা।
শ্রীরূপমঞ্জরী সঙ্গে আনন্দে রহিলা॥
সেই মন রত তার সেই সিদ্ধ হৈলা।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ করুণা করি সেবাতে রাখিলা॥
শ্রীরূপমঞ্জরী যুঁথ শ্রীলিলতা আর।
কনকমঞ্জরী প্রাণ হইল সভাকার।
গোসাঞির ব্রজপ্রাপ্তি সূত্ররূপে রচিলা।
মুই মূর্খ অধম মোরে যেই আজ্ঞা হৈলা॥
শ্রীশ্যামানন্দ গোসাঞির কৃপা আজ্ঞা হৈতে।
এ গ্রন্থ রচনা করি গাহিয়ে সভাতে।
তাহা লিখি যেই মোরে করান স্মরণ।
মোর শক্তি নাহি হয় করিতে বর্ণন॥

গ্রন্থ—রচনার বিবৃতি

শুন শুন সাধুগণ করি নিবেদন।
'শ্যামানন্দ প্রকাশ' যৈছে হৈল বিবরণ।
একদিন এক সাধু দিল দরশন।
"ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" করান শ্রবণ।
শ্রবণ করিতে মোর বৈরাগ্য জন্মিল।
বৃন্দাবন যাইতে মনে উদ্বেগ হইল।
নানা অসৎকর্ম্মে মন ভ্রমে অনুক্ষণ।
চিত্তে না হয় মোর গোবিন্দ স্মরণ।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অভিমান।
তাহাতে ডুবিল মোর দেহ মন প্রাণ।
হিংসা অহঙ্কার কপট খুটিনাটি।
দম্ভ প্রতিষ্ঠায় মোর চিত্ত পরিপাটি।
কৃষ্ণভক্তি গন্ধ হৃদে প্রবেশ না হৈল।
বৃথা জন্ম গেল, জন্ম হৈয়া কিবা ফল॥
কৃষ্ণসেবা না হইল আর সাধুসেবা।
করিবারে না পারিনু সংসারধর্ম্ম যেবা।
স্ত্রী পুত্র পোষণ করিতে গৃহবাসে।
কাল যায় মরিনু নানা কর্ম্মে তরাসে॥
নানা কর্ম্মে মোর মন ভ্রমে অনুক্ষণ।
গোবিন্দ পদারবিন্দ না হয় স্মরণ।
বৃথা জন্ম গেল কৃষ্ণ সাধন না হৈল।
শমনের পুরী মোর নিকটে আইল।
"রসামৃতসিন্ধু" সাধু মুখেতে শুনিল।
সব সার জ্ঞান মোর চিত্তেতে জন্মিল।
সর্ব্ব ত্যাগ করিয়া করিব ব্রজবাস।
এই মনে আশা করি গেল মায়াফাঁস॥

যাইতে না পারি মন আকুল হইল।
শ্যামানন্দ গোসাঞিরে ধ্যানে চিন্তা
কৈল।
ভাবনা করিয়া রাত্রে শয়ন করিলা।
বৃন্দাবন ধ্যান করি নিদ্রা যে আইলা।
নিদ্রাকালে রাত্রেতে স্বপন দেখিলা।
ব্রজযাত্রী বৈরাগী দুই চারি দেখা
দিলা॥
তাঁর সঙ্গ পাইয়া ব্রজে গমন করিলা।
স্বপ্নে কথোদিন ব্রজ দরশন হৈলা॥
তথায় রহিলা গিয়া মোর প্রাণ মন।
পূর্ব্বে একবার ব্রজে দিলা দরশন॥
সাক্ষাৎ স্বরূপ যেন গিয়াছে বৃন্দাবনে।
যমুনা কালিন্দীকুঞ্জ কৈলা দরশনে।
শ্রীশ্যামানন্দ গোসাঞির কুঞ্জে
উত্তরিলা।
হস্তপদ ধৌত করি আসনে বসিলা।
ব্রজ পরিক্রমা করি গোসাঞি
আইলা।
দেখিয়া সব ভক্তগণ অষ্টাঙ্গ হইলা।
গোসাঞির পদ ধৌত কৈলা
দাসগণে।
চরণামৃত পাইলা সবে আনন্দিত
মনে।
এক বৈরাগীরে আমি জিজ্ঞাসা
করিল।
'শ্যামানন্দ গোসাঞি' বলি তিঁহো
তো কহিল।
শুনি মোর পুলকাশ্রু আনন্দ হইল।
দেখিয়া গোসাঞি মোরে নিকটে
ডাকিল।
দণ্ডবৎ করিয়া গোসাঞি কাছে
গেলা।
গোসাঞি সুধান মোরে কোথা হতে
আইলা।
কি নাম তোমার কহ কাহার সেবক।
তোমার সঙ্গেতে আছে কত ভক্ত
লোক॥
এত শুনি গোসাঞিরে নিবেদন
কৈল।
'কৃষ্ণচরণদাস' নাম প্রভু মোরে দিল॥
তোমার দাসের আমি হঙ নামাভাস।
মোরে কৃপা কর প্রভু করি নিজ দাস॥
চারি বৈরাগীর সনে আইলাঙ
বৃন্দাবনে।
তাঁরা গেলা পরিক্রমায় কুঞ্জ দরশনে।
সঙ্গে এক স্ত্রী ছিলা মোরে কণ্টক
হৈলা।
তাঁরে ছাড়ি উড়িষ্যায় বৃন্দাবনে
আইলা।
গোসাঞি কহেন সেহ আছে কি
সংসারেতে।
কিবা উদাসীন হয় তোমার সাক্ষাতে।

কিবা সূত্র আছে তার পোষণের বা
কে।
সর্ব্বত্যাগ করি তুমি করিলে বৈরাগে।
এত শুনি প্রভুপদে নিবেদন কৈলা।
উদাসীন হঞা মোর সঙ্গেতে আছিলা।
পুত্র পরিবার কিছু নাহি তার কর্ম্মে।
কৃষ্ণ অনুরাগে মুঞি আইনু ব্রজভূমে।
প্রভু কহে ঘরে যাহ তারে না ছাড়িবা।
তারে সঙ্গে লঞা কৃষ্ণ সাধন করিবা।
অনাধিনী বৈষ্ণবীরে ছাড়ি কোন ধর্ম্ম।
কিবা বা সাধন কর কহ মোরে মর্ম্ম।
এত শুনি প্রভুপদে নিবেদিনু আমি।
সাধন স্মরণ প্রভু কিছুই না জানি॥
প্রভুর চরণ ধ্যান করো অনুক্ষণ।
তব নাম গাহি এই সাধন স্মরণ।
কৃষ্ণ না পাইয়া আইনু তোমার
চরণে।
এই বাঞ্ছা হয় প্রভু পতিতপাবনে।
প্রভু কহেন যদি নাহি কর আজ্ঞা
ভঙ্গ।
আমারে পাইবে আর রাধাকৃষ্ণ সঙ্গ।
নিজ দাসী সঙ্গ কর যাহ নিজ স্থানে।
কৃষ্ণ ভজ মোর গুণ গাহ অনুক্ষণে॥
আমার মঙ্গল কিছু করহ বচনে;
সংসারে গাহিবে গুণ মোর ভক্তগণে।
এত শুনি গোসাঞির পদে
নিবেদিয়ে।
তবে গুণ কিবা হয় কিছু না জানিয়ে।
অক্ষর জানিয়ে মাত্র নাহি অর্থজ্ঞান।
কেমনে বর্ণিব তোমার গুণের
আখ্যান।
প্রভু কহে মোর আজ্ঞা হৈতে
জানিবে।
মোরে ধ্যান করিলে সকল স্ফূর্ত্তি
হবে।
আমি মূর্খ, অজ্ঞ অর্থ কি রচনা
করিব।
সেই গ্রন্থ সাধুজন কেমনে লইব।
কভু কহেন মোর কৃপা খ্যাতি তিন
লোকে।
যে না মানে মোর বাণী বলি মিথ্যা
বাক্যে।
শ্রীচৈতন্যদ্রোহী সেই হইবে নিশ্চয়।
এই বাক্য সত্য হয়ে মিথ্যা কভু নয়।
আমার 'নয়নানন্দ' অধিকারী স্থানে।
দেখাইবে এই গ্রন্থ বিনয় বচনে।
তিঁহো শুনি মোর কথা আনন্দ
হইবা।
মোর প্রেমে এই গ্রন্থ স্থাপন করিবা॥
তেহো যে স্থাপিলে সভে করিবে
স্বীকার।
যে জন গাহিবে তার হইবে নিস্তার।
আমারে পাইবে, পাইবে শ্রীকৃষ্ণচরণ।
না কর বিলম্ব গ্রন্থ করহ রচন

এত শুনি গোসাঞিের আজ্ঞা বাণী
লইলা।
অষ্টাঙ্গ হৈতে মাথে পদ তুলি দিলা॥
কৃষ্ণভক্তি দিয়া প্রভু শ্রীমন্দিরে গেলা।
বৃন্দাবন হৈতে আসি স্বদেশে আইলা॥
নিদ্রা ভঙ্গ হৈলে মনে সব স্ফুর্ত্তি হৈলা।
কি ভাগ্য আমার আজি বৃন্দাবনে
গেলা॥
স্বপ্নে কৃপা কৈলা মনে মিথ্যা
অনুমান।
হেলা কৈলা সেই আজ্ঞার দুই তিন
দিন॥
তবে পুনঃ কৃপা করি প্রভু দরশন
দিলা।
নিদ্রাগত আছি আমি শিয়রে বসিলা॥
শিয়রে বসিয়া প্রভু কহিতে লাগিলা।
মোর আজ্ঞা মিথ্যা কৈলা সর্ব্বনাশ
হৈলা॥
তোর দুঃখ দেখি মোর দয়া সে
লাগিলা।
তোর উদ্ধার লাগি মুঞি এথাকে
আইলা॥
গ্রন্থ আরম্ভ কর মোরে ধ্যান করি।
তোর দেহে আছি আমি বুঝহ
বিচারি॥
এ কথা প্রতীতি করি প্রাতঃস্নান কর।
রাধাকৃষ্ণ পূজা করি গ্রন্থারম্ভ কর॥

আজ্ঞা মানি প্রভুপাদ ধেয়ান করিল।
মনে মনে সব স্মৃতি হইতে লাগিল॥
এইরূপে গোসাঞি মোরে কৃপা
আজ্ঞা কৈল।
তাঁর কৃপাবলে গ্রন্থ রচনা করিলা॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপাবলে লেখো ইহা।
মোর শক্তি নাহি হয় কহি আমি
যাহা॥
শ্রীশ্যামানন্দ গোসাঞির পাদপদ্ম
যুগে।
লক্ষ কোটী দণ্ডবৎ করি ভূমিভাগে॥
বৈষ্ণব গোসাঞি মোর অপরাধ
ক্ষমিবে।
অশুদ্ধ থাকিলে শুদ্ধ করিয়া গাহিবে॥
রস-রসাভাস শুদ্ধ অশুদ্ধ বচন।
সব অপরাধ মোর ক্ষমিবে সাধুজন॥
শ্যামানন্দ লীলা কিছু না হয় বর্ণন।
বাতুলের প্রায় কিছু করিয়ে রচন॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ আর ভক্তগণ।
নম্র হঞা শিরে ধরি সভার চরণ।
শ্রীরাধামোহন প্রভু প্রেমভক্তি দাতা।
তাঁহার চরণে মুঞি বেচিয়াছি মাথা॥
তাঁর দুই পাদপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ কিছু কহে
কৃষ্ণদাস॥

ইতি—শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ সদাজয় সমাপ্ত।

—•—

দুইখানি পুঁথির শেষে ঃ—

(ক) স্বাক্ষর শ্রীআনন্দদাস অধিকারী, সাং-রসিকগঞ্জ, পরগণে চেতুয়া, সন ১২৫১ সাল, তারিখ ১৯শে চৈত্র সোমবার।

(খ) ইতি—শ্রীকৃষ্ণদাস, বিরচিত দশদশা-লক্ষণে শ্রীশ্যামানন্দ চরিত সম্পূর্ণ। ইতি—সন ১২৮৮ সাল তাং ২রা বৈশাখ।

শ্রীব্রজগোপাল চৌধুরীর গ্রন্থ
সাং লালষড়, রাজবাটী।

—০—

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ রসার্ণব

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর প্রধান দ্বাদশ শাখা

কিশোরশ্চ মুরহরঃ শ্রীদামোদরস্তৎপরং। চিন্তামণির্বিলভদ্রস্ততঃ শ্রীজগতেশ্বরঃ॥
উদ্ধবো মধুসূদনো রাধানন্দঃ পুরুষোত্তমঃ। পুনর্দামোদরশ্চৈব আনন্দানন্দস্তৎপর॥
শ্রীশ্যামানন্দদেবস্য শাখা দ্বাদশ সংখ্যয়া। পুরা মহান্তকথিতমেতচ্চরিত্রমুত্তমম্॥—

মহাজনোক্তিঃ

প্রথমে বন্দিব শ্রেষ্ঠ শ্রীকিশোর দাস।
বিরক্ত বন্দিত যাঁর স্বভাব প্রকাশ।
দরিয়া শ্রীদামোদর বন্দো হর্ষ মনে।
আজন্ম ব্রহ্মনিষ্ঠা ধ্যান যাঁর মনে।
রসিকেন্দ্র করুণাতে ধ্যান ফিরি গেলা।
বৃন্দাবনে নিত্যলীলা দরশন পাইলা।
কল্পতরু কুটী মাঝে রাধাকৃষ্ণ সাজে।
তাঁহা শ্যামানন্দ সেবে সখীর সমাজে॥

শ্রীরসিকানন্দ চন্দ্র বন্দিব আনন্দে।
কায়মনোবাক্যে সদা সেবে শ্যামানন্দে॥
ঊর্দ্ধবাহু করি বন্দো শ্রীউদ্ধব দাস।
সাক্ষাৎ উদ্ধব তিহোঁ অবনী প্রকাশ।
বন্দনা করিব মধুসূদন চরণ।
কৃষ্ণ মধুপানে রত সেহোঁ রাত্রিদিন॥
বন্দিব শ্রীরাধানন্দ বালক ক্রীড়াতে।
কাঁকুড়ি ছিড়াঞা লাগাইলা সাক্ষাতে॥

ধ্যান ত্যজি চমৎকার পাঞা চিন্তি মনে।
শরণ লইল শ্যামানন্দের চরণে।
বন্দিব শ্রীচিন্তামণি দাসের চরণ॥
রাধাকৃষ্ণ প্রেম যাঁর চিন্তামণি ধন।
বলভদ্র দাস বন্দো মহিমা প্রচুর।
যাঁহার অভীষ্ট বংশীবদন ঠাকুর॥
শ্রীজগতেশ্বর বন্দো মহিমা অপার।
নববিধ ভক্তি যাঁর সদাই আধার।
বন্দি কাশীয়াড়ীস্থিতি শ্রীপুরুষোত্তম।
শান্ত দান্ত ক্ষমাশীল বিরক্ত সত্তম।
বন্দিব শ্রীদামোদর পতির চরণ।
কাশীয়াড়ী গ্রামে যাঁর বৈষ্ণব পূজন॥
আনন্দে বন্দিব শ্রীআনন্দানন্দ দাস।
বৈষ্ণব সেবনে যাঁর ভোগরাই বাস॥
কৃষ্ণলীলা সঙ্গী এহোঁ দ্বাদশ মহান্ত।
লোকাতীত গুণ যাঁর ভুবন পূজিত॥

শ্রীল নয়নানন্দানুশিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস বিরচিত 'শ্রীশ্যামানন্দ রসার্ণব'

কিশোর উদ্ধব আর, পুরুষোত্তম দামোদর, কাশীয়াড়ীতে এই চারি ঘর।
রসিকমুরারী আর, রোহিণীতে বাস যাঁর, ধারেন্দাতে দরিয়া দামোদর॥
চিন্তামণি নাম যাঁর, বড়গ্রামে বাস তাঁর, বলভদ্র রহে রাজগ্রামে।
হরিহরপুরে ঘর, নাম শ্রীজগতেশ্বর, শাঁকোয়াতে শ্রীমধুসূদন॥
শ্রীগোপীবল্লভপুর, রাধানন্দের কুটির, শ্রীআনন্দানন্দ ভোগরাই।
দ্বাদশ শাখার বাস, বন্দনার করি আশ, পাঁচালীতে রচিল সবাই॥

— সমাপ্ত —

শ্রীবৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

কর্ত্তৃক সম্পাদিত

গবেষণামূলক ও অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী।

শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ-হালিসহর, উত্তর চব্বিশ পরগণা।
ফোন ঃ ২৫৮৫০৭৭৫

১। শ্রীচৈতন্যডোবা মাহাত্ম্য—পঁচিশ টাকা মাধবেন্দ্রপুরীর জীবনীসহ। ২। জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জীবনী -চল্লিশ টাকা। ৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয় ১০৮ জন লেখক পরিচিতি-দশ টাকা ৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্য্যটন-একশত পঁচিশ টাকা। ৫। গৌর ভক্তামৃত লহরী পঞ্চ শতাধিক গৌরাঙ্গ পরিকরগণের জীবনী দশ খণ্ড একত্রে—চারশত টাকা। ৬। শ্রীরাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ গণোদ্দেশাবলী শ্রীরাধাগোবিন্দের পার্ষদ পরিচয় ও গৌরাঙ্গ পার্ষদবর্গের পূর্বাবতার বিষয়ক গ্রন্থাবলী—ত্রিশ টাকা। ৭। গৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম্ম ও চৈতন্য কারিকায় রূপ কবিরাজ শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ ও শ্রীরূপ কবিরাজের ভাব আদর্শ—পঁচিশ টাকা। ৮। নিত্যানন্দ চরিতামৃত—ষাট টাকা। ৯। নিত্যানন্দ বংশবিস্তার-কুড়ি টাকা। ১০। সঙ্কল্প কল্পদ্রুমের পদ্যানুবাদ—ত্রিশ টাকা। ১১ ব্রজমণ্ডল পরিচয় কুড়ি টাকা। ১২। অভিরাম লীলামৃত—ত্রিশ টাকা। ১৩। সখ্যভাবের অষ্টকালীন লীলা স্মরণ-দশ টাকা। ১৪। সাধক স্মরণ অষ্টক প্রণাম, সন্ধ্যারতি, ভোগারতি প্রভৃতি -কুড়ি টাকা। ১৫ গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র পরিচয়-আশী টাকা ১৬। নিত্য ভজন পদ্ধতি বৈষ্ণবীয় পূজা পদ্ধতি, অষ্টক প্রণাম, ভোগারতি, সন্ধ্যারতি ও অধিবাসাদি কীর্ত্তন—আশি টাকা। ১৭। পাণিহাটীর দণ্ডোৎসব—পনের টাকা। ১৮। বিশুদ্ধ মন্ত্রস্মরণ পদ্ধতি—কুড়ি টাকা। ১৯। ধনঞ্জয় গোপাল চরিত ও শ্যাম চন্দ্রোদয় [ধনঞ্জয় গোপাল ও পানুয়া গোপাল মহিমা]—পঁচিশ টাকা। ২০ অষ্টকালীন লীলা স্মরণ—দশ টাকা ২১। গৌরাঙ্গ লীলা মাধুরী [গৌরাঙ্গ তত্ত্ববিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ]-কুড়ি টাকা

২২। বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীপাট অগ্রদ্বীপ —দশ টাকা। ২৩। গৌরাঙ্গ অবতার রহস্য [শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গরূপ ধারণের বৈচিত্র্যময় রহস্যাদি]-কুড়ি টাকা। ২৪। শ্যামানন্দ প্রকাশ-পঁয়ত্রিশ টাকা। ২৫। সপার্ষদ গৌরাঙ্গ লীলা রহস্য-আশি টাকা। ২৬। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা-কুড়ি টাকা। ২৭। নিতাই অদ্বৈত পদমাধুরী [প্রভু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের মহিমামূলক প্রাচীন পদ]-কুড়ি টাকা। ২৮ পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ, ১ম খণ্ড [নরহরি সরকারের পদাবলী]-কুড়ি টাকা, ২য় খণ্ড [নরহরি চক্রবর্ত্তীর গৌরলীলা পদ]-ষাট টাকা, ৩য় খণ্ড [নরহরি চক্রবর্ত্তীর কৃষ্ণলীলা পদ]-চল্লিশ টাকা, ৪র্থ খণ্ড [ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদাবলী]-ত্রিশ টাকা, ৫ম খণ্ড [মুরারী গুপ্ত, গোবিন্দ মাধব, বাসুদেব ঘোষের পদাবলী]-পঁচিশ টাকা, ৬ষ্ঠ খণ্ড [বলরাম দাসের পদাবলী]—পঞ্চাশ টাকা, ৭ম খণ্ড [গোবিন্দ দাসের পদাবলী] — এক শত কুড়ি টাকা, ৮ম খণ্ড [জ্ঞানদাসের পদাবলী]—আশি টাকা। ২৯। অভিরাম বিষয় প্রকাশিত গ্রন্থদ্বয় [অভিরাম পটল ও অভিরাম বন্দনা]-কুড়ি টাকা। ৩০। জগদীশ চরিত্র বিজয় [জগদীশ পণ্ডিতের জীবন কাহিনী— পঁচিশ টাকা। ৩১। মহাতীর্থ চৈতন্যডোবা [ইং] সাত টাকা। ৩২। বৈষ্ণব ইতিহাস সার সংগ্রহ-সত্তর টাকা। ৩৩। মনঃশিক্ষা-কুড়ি টাকা ৩৪। বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তনীয়া [কীর্ত্তনীয়াগণের পরিচয়], ১ম খণ্ড। — চল্লিশ টাকা, ২য় খণ্ড-ত্রিশ টাকা, ৩য় খণ্ড-ত্রিশ টাকা। ৩৫। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদবর্গের সূচক কীর্ত্তন-ত্রিশ টাকা। ৩৬। রসিক মঙ্গল [প্রভু রসিক নন্দের জীবনী]-পঞ্চাশ টাকা। ৩৭। চৈতন্য শতক [সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য কৃত]-সাত টাকা। ৩৮। অদ্বৈত প্রকাশ [অদ্বৈত প্রভুর জীবন কাহিনী]-চল্লিশ টাকা। ৩৯। বৈষ্ণবতীর্থ গ্রাম কাঁচরাপাড়া-পাঁচ টাকা। ৪০। বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীপাট শ্রীখণ্ড-পঁচিশ টাকা। ৪১। চৈতন্য ভাগবত ও বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের রচনাবলী-দুইশত পঞ্চাশ টাকা। ৪২। চৈতন্য চন্দ্রামৃত (প্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃত]-কুড়ি টাকা ৪৩। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী-কুড়ি টাকা। ৪৪। অদ্বৈত আচার্য্য বিষয়ক রচনাবলী (অদ্বৈতোদ্দেশ দীপিকা, অদ্বৈত স্বরূপামৃত, অদ্বৈত মঙ্গল, অদ্বৈত বিলাস প্রভৃতি)— একশত টাকা। ৪৫। গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও

শ্রীহট্টলীলা-পঁয়ত্রিশ টাকা। ৪৬। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (ব্যাখ্যাসহ)—তিনশত টাকা। ৪৭ নেড়ানেড়ি সৃষ্টি রহস্য-পনের টাকা। ৪৮। অষ্টকালীন লীলা স্মরণের ক্রম বিন্যাস (অষ্টকালীন লীলার সময় নির্দ্ধারণ)—দশ টাকা। ৪৯। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী রজত জয়ন্তী সংখ্যা-কুড়ি টাকা। ৫০। বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীপাট ঝামটপুর-কুড়ি টাকা। ৫১। শ্রীভক্তি রত্নাকর-তিনশত টাকা। ৫২। সপ্তগ্রামের গৌরাঙ্গ পার্ষদ-পনের টাকা। ৫৩। একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য-পঁচিশ টাকা। ৫৪। শ্রীপাট কুলিয়া মাহাত্ম্য-পনের টাকা। ৫৫ গৌরাঙ্গ পার্ষদ ঝড়ু ঠাকুরের জীবন চরিত-দশ টাকা। ৫৬। পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ পার্ষদ (জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস সহ এক শত পচাত্তর জন বৈষ্ণব পদাবলী লেখকের সবিস্তার জীবন কাহিনী)-ত্রিশ টাকা। ৫৭ শ্রীবংশীবদনের পদাবলী ও বংশীশিক্ষা—ত্রিশ টাকা। ৫৮। চৈতন্য মঙ্গল (শ্রীলোচন দাস বিরচিত)—একশত পঞ্চাশ টাকা। ৫৯। শ্রীরূপ সনাতনের রামকেলী লীলা—দশ টাকা। ৬০ প্রভু অদ্বৈতের শান্তিপুরলীলা ও রাসোৎসব—দশ টাকা ৬১। জয়দেব ও গীতগোবিন্দ—কুড়ি টাকা। ৬২। তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র নাম জপ ও কীর্ত্তন বিধান কুড়ি টাকা। ৬৩ সপার্ষদ ঠাকুর নরোত্তমের পদাবলী—চল্লিশ টাকা। ৬৪। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রোদয়াবলী (শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের প্রেমাদাস কৃত বঙ্গানুবাদ) ষাট টাকা। ৬৫। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ লীলা—পঁচিশ টাকা। ৬৬। শ্রীক্ষেত্রে গৌরাঙ্গলীলা—পঁচিশ টাকা। ৬৭। শ্রীপ্রেমভক্তি (ব্যাখ্যা সহ)--ত্রিশ টাকা ৬৮। নরোত্তম বিলাস—ষাট টাকা। ৬৯। শ্রীনিবাস আচার্য্য বিষয়ক রচনাবলী (শ্রীনিবাস আচার্য্য গুণলেশ সূচক : কর্ণানন্দ অনুরাগবল্লী প্রভৃতি)—একশত টাকা। ৭০। অদ্বৈত আচার্য্য পত্নী সীতাঠাকুরাণী বিষয়ক গ্রন্থদ্বয় (শ্রীসীতা চরিত্র ও সীতাগুণ কদম্ব)-পঞ্চাশ টাকা। ৭১। ছোট হরিদাসের শ্রীপাট টগরা-কুড়ি টাকা। ৭২। শ্রীনিবাস নরোত্তমের ব্রজমণ্ডল ও নবদ্বীপ দর্শন-কুড়ি টাকা। ৭৩। গুরুতত্ত্ব—শ্রীকিশোরী দাস বাবাজীর জীবন চরিত—একশত টাকা। ৭৪। শ্রীপ্রেম বিলাস। (যন্ত্রস্থ)

শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস আস্বাদনে

বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থ পড়ুন

জীবনীসহ অদ্যাবধি প্রকাশিত গ্রন্থ।

১। নরহরি সরকারের পদাবলী (শ্রীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ) ভিক্ষা—ষাট টাকা। ২ নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদাবলী (শ্রীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ) ভিক্ষা—ষাট টাকা। ৩ নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদাবলী (শ্রীকৃষ্ণলীলা ৪৫৯ পদ) ভিক্ষা—চল্লিশ টাকা। ৪। ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদাবলী (শ্রীগৌরলীলা, শ্রীকৃষ্ণলীলা ২৬৫ পদ) ভিক্ষা—ত্রিশ টাকা। ৫। মুরারী গুপ্ত, গোবিন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষের পদাবলী ভিক্ষা—পঁচিশ টাকা। ৬। বলরাম দাসের পদাবলী (১৮৫ পদ) ভিক্ষা—পঞ্চাশ টাকা। ৭। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী (১১ জন পদকর্ত্তার পদাবলী) ভিক্ষা—কুড়ি টাকা। ৮। লোচন দাসের ধামালী ও পদাবলী (১৬৮ পদ) ভিক্ষা—কুড়ি টাকা। ৯। গোবিন্দ দাসের পদাবলী, ভিক্ষা—একশত কুড়ি টাকা
১০। সপার্ষদ নরোত্তমের পদাবলী, ভিক্ষা—কুড়ি টাকা।
১১। জ্ঞানদাসের পদাবলী—আশি টাকা।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

অপ্রকাশিত ও দুঃপ্রাপ্য বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রচারমূলক পত্রিকাটি ত্রৈমাসিকভাবে আজ আটত্রিশ বৎসর যাবৎ প্রভূত অপ্রকাশিত বৈষ্ণব শাস্ত্র ও গবেষণ মূলক তথ্যাদি পরিবেশিত হইয়া আসিতেছে। আপনি বার্ষিক চাঁদা ত্রিশ টাকা বা আজীবন সদস্য বাবদ এককালীন তিনশত টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হউন। প্রাচীন বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রচারের সহায়ক হউন।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ

এই ত্রৈমাসিক পত্রিকায় প্রাচীন পদাবলী ধারাবাহিকভাবে আঠারো বৎসর যাবৎ প্রকাশিত হইতেছে। বার্ষিক চাঁদা ত্রিশ টাকা বা আজীবন সদস্য বাবদ এককালীন তিনশত টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হউন।

যোগাযোগ—**শ্রীকিশোরীদাস বাবাজী**
শ্রীচৈতন্যডোবা; হালিসহর; উত্তর চব্বিশ পরগণা।
ফোন : ২৫৮৫-০৭৭৫ : মোবাইল : ৯৬৮১৭০৪৮০১

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্ গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট

দর্শনে আসুন।
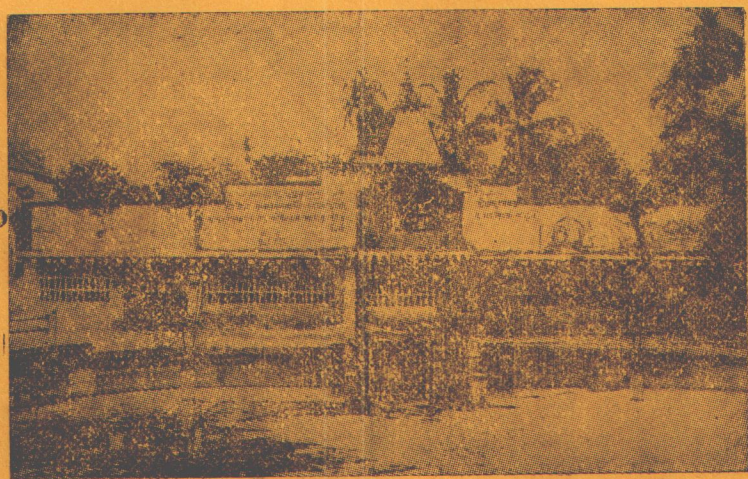
মহাতীর্থ শ্রীচৈতন্যডোবা ও কুমারহট্ট শ্রীবাসাঙ্গন

প্রভু বলেন, ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।
এ মৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ॥

পথনির্দ্দেশ—শিয়ালদহ—রাণাঘাট রেলপথে নৈহাটী কিংবা কাঁচরাপাড়া ষ্টেশনে নামিয়া ৮৫নং বাসযোগে হালিসহর শ্রীচৈতন্যডোবা বাস ষ্টপেজে নামিবেন। বাসে শিয়ালদহ—শ্যামবাজার—বারাকপুর হইতে ৮৫নং বাসরুটে এখানে আসা যায়।